উত্তরবঙ্গের আত্মার আত্মীয়

উত্তরবঙ্গ সংবাদ

COB

সেনসেক্স : ৮১,৭৯৬.১৫ (+৬৭৭.৫৫)

নিফটি : ২৪,৯৪৬.৫০ (+২২৭.৯০)

আটকে ১০ হাজার ভারতীয় পড়ুয়া

ইরান-ইজরায়েলের হামলা-পালটা হামলার জেরে ইরানে আটকে পড়েছেন ১০ হাজারের বেশি ভারতীয় পড়ুয়া। তাঁদের অধিকাংশ সেখানে ডাক্তারি পড়তে গিয়েছিলেন। ৭

মোদিকে সর্বোচ্চ সম্মান সাইপ্রাসের

সাইপ্রাসের সর্বোচ্চ সম্মান 'গ্র্যান্ড ক্রস অফ দ্য অর্ডার মাকারিওজ থার্ড' পেলেন ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। সোমবার তাঁকে এই সম্মান দিলেন সাইপ্রাসের প্রেসিডেন্ট নিকোস ক্রিস্টডুলিডেস। ৭

আজকের সম্ভাব্য তাপমাত্রা

শিলিগুড়ি		জলপাইগুড়ি		কোচবিহার		আলিপুরদুয়ার	
সর্বোচ্চ	সর্বনিম্ন	সর্বোচ্চ	সর্বনিম্ন	সর্বোচ্চ	সর্বনিম্ন	সর্বোচ্চ	সর্বনিম্ন
৩৪°	২৫°	৩২°	২৭°	৩৩°	২৭°	৩৩°	২৬°

মমতার তোপে

জামালদহ সীমান্ত থেকে তিন ভারতীয়কে ফিরিয়ে আনার পর রাজ্য প্রশাসনের নিশানায় বিএসএফ। বিধানসভায় মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সোমবার বিজেপিকেই কাঠগড়ায় দাঁড় করান। ৮

২ আষাঢ় ১৪৩২ মঙ্গলবার ৫.০০ টাকা 17 June 2025 Tuesday 12 Pages Rs. 5.00 ইন্টারনেট সংস্করণ www.uttarbangasambad.in Vol No. 46 Issue No. 30

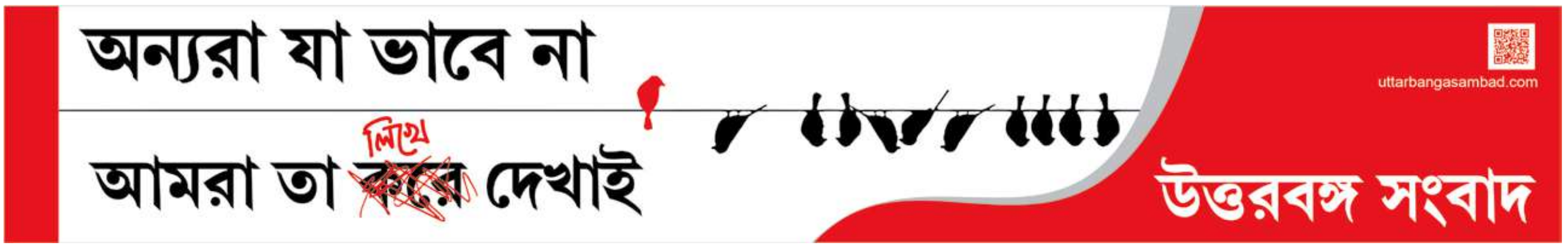

কথায় কথায়

বিবেকের ফাইল খোলা হয় সময় বুঝে

আশিস ঘোষ

কবি কখন কবিতা লিখবেন, শিল্পী কখন ক্যানভাসে ছবি আঁকবেন কে বলতে পারে। যখন-তখন তাঁদের ভাব আসতে পারে, যে কোনও সময়। কিন্তু সিনেমা বানানো তেমন নয়। বিস্তর কাঠখড় পুড়িয়ে একটা ফিল্ম বানাতে হয়। তবে যিনি ফিল্ম বানান, তাঁর ভাব কখন আসে তা-ও বলা মুশকিল।

কারও কারও ক্ষেত্রে অবশ্য তা বলা কঠিন নয়। যেমন বিবেক অগ্নিহোত্রী। তাঁর ফিল্ম তৈরির বেগ আসে ঠিক ভোটের আগে। তিনি দিন গুনে ভোটের ঠিক আগে নানা নামের ফাইল বের করেন। কখনও তাসখন্দ ফাইলস, কখনও বা কাশ্মীর ফাইলস। সেগুলোর কাহিনী আলাদা বটে, কিন্তু প্রতিপাদ্য একটাই। নানারকম ফাইল খুলে সংখ্যালঘুদের বা বিরোধী দলের সরকারকে কাঠগড়ায় তোলা। কেন্দ্রের শাসক আর সরকারের পূর্ণ মদতে সে সব ফিল্ম বাজারে নামানো হয়, তা সে বাজারে চলুক বা না চলুক।

ফাইলবাজ এই বিবেক এবার বাজারে ছাড়তে চলছেন আরেক ফাইল। বেঙ্গল ফাইলস। পটভূমি ১৯৪৬ সালের দাঙ্গা। প্রচারের ভাষায় দ্য গ্রেট ক্যালকাটা কিলিংস। কলকাতার সঙ্গে থাকবে নোয়াখালি দাঙ্গার কথাও। ওই জঘন্য ঘটনার ৭৯ বছর পর বাঙালির হৃদয়ের ক্ষত খুঁচিয়ে তোলা ফিল্মের উদ্দেশ্য। আর মজার ব্যাপার দেখুন, ছাব্বিশের ভোটের আগে এ বছরের শেষের দিকে বেঙ্গল ফাইলসের সম্ভাব্য মুক্তির দিন।

এরপর আটের পাতায়

এডিশন স্পেশাল

জনগণনার বিজ্ঞপ্তি জারি

সাতের পাতায়

অশ্বীনের বিরুদ্ধে বল বিকৃতির অভিযোগ

এগারোর পাতায়

উত্তরবঙ্গের কিছু নির্বাচিত খবরের ভিডিও দেখতে কিউআর কোড স্ক্যান করুন

মনোজ সাসপেন্ড, শিখাকে ধমক

অরূপ দত্ত ও দীপ্তিমান মুখোপাধ্যায়

কলকাতা, ১৬ জুন : বিধানসভায় ফের ধুন্ধুমারে ঘুরে-ফিরে আলোচনায় উত্তরবঙ্গের বিজেপি বিধায়করা। মুখ্যমন্ত্রীর ভাষণের সময় ওয়েলে নেমে শিক্ষক নিয়োগে দুর্নীতির অভিযোগে হইচই করায় মার্শাল ডেকে কুমারগ্রামের বিধায়ক মনোজ ওরাওঁকে বের করে দেন অধ্যক্ষ। পরে তাঁকে একদিনের জন্য সাসপেন্ড করা হয় বিধানসভার অধিবেশন থেকে। একই কারণে শিলিগুড়ির বিধায়ক শংকর ঘোষকে সতর্ক করেন অধ্যক্ষ বিমান বন্দ্যোপাধ্যায়।

মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে বিধানসভার ভেতরে বাদানুবাদে জড়িয়ে পড়েন শংকর। তাঁকে ও ডাবগ্রাম-ফুলবাড়ির বিধায়ক শিখা চট্টোপাধ্যায়ের উদ্দেশে মমতার বেশকিছু কথা ব্যক্তিগত আক্রমণ বলে হইচই করেন বিজেপি বিধায়করা। বিজেপির বিরুদ্ধে ভুয়ো খবর ছড়ানোর অভিযোগ মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় প্রায়ই করে থাকেন। সোমবার বিধানসভার অধিবেশনে ফের সেই প্রসঙ্গে বলার সময় তিনি নিশানা করেন শিখা চট্টোপাধ্যায়কে।

শিখা একসময় তৃণমূল নেত্রী ছিলেন। ডাবগ্রাম-ফুলবাড়ির ওই বিজেপি বিধায়কের উদ্দেশে মুখ্যমন্ত্রী বলতে থাকেন, 'বিজেপি টাকা দিয়ে সাংবাদিকদের দিয়ে মিথ্যা খবর করায়। আপনিও ফেক ভিডিও করেন।' শিখা ওই মন্তব্যের প্রতিবাদ করায় মমতা বলেন, 'আপনি কী করে বেড়ান সব জানি। আপনার সবটাই জানি।' একইভাবে তাঁর নিশানায় ছিলেন শিলিগুড়ির বিধায়ক।

শংকরের উদ্দেশে মমতা বলেন, 'আগে কাউন্সিলার নির্বাচনে জিতে আসুন। তারপর কথা বলবেন।' শিলিগুড়ি পুরসভার গত নির্বাচনে শংকরের পরাজয়কে তিনি নিশানা করেন। শিলিগুড়ির বিধায়ক পালটা নন্দীগ্রামে মুখ্যমন্ত্রীর পরাজয়ের

বিধানসভায় বিক্ষোভ বিজেপি বিধায়কদের।

মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে বাদানুবাদে তপ্ত বিধানসভা

উল্লেখ করলে ক্রুদ্ধ মমতা বলেন, 'আমাকে জোর করে হারানোর চক্রান্ত হয়েছিল। আমি তা প্রমাণ করে দিয়েছি। আমাকে ঘাঁটাবেন না। আমি জিতে এসেছি।'

বিধানসভার চলতি অধিবেশনে সোমবার ছিল মুখ্যমন্ত্রীর দ্বিতীয় উপস্থিতি। কিন্তু তাঁর মন্তব্য নিয়ে প্রবল হইচই হয়। ওই মন্তব্য কুরুচিকর ও সম্মানহানিকর দাবি করে ডাবগ্রাম-ফুলবাড়ির বিধায়ক পরে বলেন, 'এটা ব্যক্তিগত চরিত্রহনন। মুখ্যমন্ত্রী কীভাবে বলতে পারেন আমার সব জানেন?

এরপর আটের পাতায়

তেল আভিভ বিধ্বস্ত, তেহরানের আকাশ দখল

তেল আভিভ ও তেহরান, ১৬ জুন : আয়রন ডোমকে ব্যর্থ করার সেই সাফল্যের পর যুদ্ধের খেলাটা ঘুরে যাচ্ছে পশ্চিম এশিয়ায়। কার্যত তেহরানের আকাশের দখল নিয়ে ফেলেছে ইজরায়েল। যুদ্ধ জয় সম্পর্কের অপেক্ষা বলে আস্ফালন শুরু করে দিয়েছে তেল আভিভ। ইজরায়েলের প্রধানমন্ত্রী বেঞ্জামিন নেতানিয়াহু দাবি করেন, ইরানের সঙ্গে সংঘর্ষে বিজয় অর্জন করতে চলেছে তাঁর দেশ।

ইজরায়েলের সামরিক বাহিনী দাবি করেছে, ইরানের আকাশের 'পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ' এখন তাদের হাতে। ইতিমধ্যে ইরানের মিসাইল লঞ্চারের এক-তৃতীয়াংশ তারা ধ্বংস করে দিয়েছে বলে দাবি করছে। তেহরানের পশ্চিমাংশে একটি সামরিক ঘাঁটিতে, এমনকি হাসপাতালে হামলা হয়েছে আকাশপথে। তেহরানে একটি সংবাদ মাধ্যমের কার্যালয়ে খবর পাঠ করছিলেন সঞ্চালিকা। সেই সময় ক্ষেপনাস্ত্র এসে আছড়ে পড়ে সেখানে। যদিও সোমবার সকালটা এরকম ছিল না। কার্যত গোটা ইজরায়েলকে বাংকারে ঢুকিয়ে দিয়েছিল ইরান।

সোমবার ভোররাত থেকে তেল আভিভে নজিরবিহীন ক্ষেপণাস্ত্র ও ড্রোন হামলা শুরু করে ইরানি সেনা। আয়রন ডোমের ঘেরাটোপ এড়িয়ে একের পর এক ক্ষেপণাস্ত্র আছড়ে পড়েছে তেল আভিভের বসতি এলাকায়। ধ্বংস হয়ে গিয়েছে বহু ঘরবাড়ি। ভেঙে পড়েছে একাধিক বহুতল। ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে সেখানকার মার্কিন দূতাবাস। কিন্তু দুপুরের পর থেকে খেলা ঘুরতে শুরু করে।

তেহরানে ব্যাপক বিমান ও ক্ষেপণাস্ত্র হামলা শুরু হয়। ইজরায়েলের হামলায় একটি সেনাঘাঁটি ধ্বংসের কথা স্বীকার করেছে ইরানি সেনা। হামলার তীব্রতা বাড়বে জানিয়ে স্থানীয় বাসিন্দাদের তেহরান ছেড়ে চলে যেতে বলেছে ইজরায়েল। ক্ষেপণাস্ত্র হামলা হয়েছে ইরানের ফোর্ডো পারমাণবিককেন্দ্রে। ক্ষেপণাস্ত্রের আঘাতে যে ভয়াবহ বিস্ফোরণ ঘটেছে, রিখটার স্কেলে তার কম্পনের তীব্রতা ধরা পড়েছে ২.৫।

নাতঞ্জে ইরানি পারমাণবিক গবেষণাগারে পড়েছে ক্ষেপণাস্ত্র। ইরানের আকাশ প্রতিরক্ষা ব্যবস্থার এক তৃতীয়াংশ ধ্বংস করে দিয়েছে বলে দাবি করছে ইজরায়েল। তবে ইরানি হামলায় তেল আভিভে ৮ জন প্রাণ হারিয়েছেন। আহত শতাধিক। ইজরায়েলের জবাবি হামলায় ইরানে মৃতের সংখ্যা ৫০ ছাড়িয়েছে।

ইরানের ক্ষেপণাস্ত্র পড়েছে ইজরায়েলের গুরুত্বপূর্ণ শহর হাইফায়।

এরপর আটের পাতায়

এমজেএনে নিষিদ্ধ আয়া

থাকা যাবে না হাসপাতাল চত্বরেও

শিবশংকর সূত্রধর

কোচবিহার, ১৬ জুন : মাতৃমাতে আগেই আয়া নিষিদ্ধ করা হয়েছিল। এবার এমজেএন মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালের প্রতিটি বিভাগেই আয়া নিষিদ্ধ হল। চলতি সপ্তাহ থেকে কোনও রোগীকে পরিষেবা দেওয়ার জন্য আয়া থাকতে পারবেন না। কর্তৃপক্ষের দাবি, সরকারি নিয়ম অনুযায়ী সরকারি হাসপাতালে আয়া থাকেন না। কিন্তু অনেকেই রোগীর আত্মীয় সেজে আয়ার কাজ করতেন। রোগীর পরিবারের কাছ থেকে মোটা টাকা নেওয়ার অভিযোগও ছিল। শেষপর্যন্ত হাসপাতাল চত্বরে তাঁদের নিষিদ্ধ করা হয়েছে। সোমবার হাসপাতালে কোনও আয়া নজরে পড়েনি।

এমএসভিপি সৌরদীপ রায় বলেন, 'রোগীদের পরিষেবা দেওয়ার জন্য চিকিৎসক, নার্স, স্বাস্থ্যকর্মীরা রয়েছেন। দীর্ঘদিন ধরেই অভিযোগ আসছিল যে বহিরাগত কয়েকজন রোগীর আত্মীয় সেজে পরিষেবা দিয়ে টাকা নিচ্ছিলেন। রোগীকল্যাণ সমিতির বৈঠক করে তাঁদের নিষিদ্ধ করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।'

বহু বছর ধরেই এমজেএন মেডিকেলে আয়া রয়েছেন। রোগীদের দেখাশোনার বিনিময়ে তাঁরা ৩০০-৩৫০ টাকা করে নিতেন। প্রায় ৪০ জন আয়া ছিলেন। দীর্ঘদিন ধরেই তাঁদের হাসপাতালের ভিতরে দেখা যেত।

আত্মীয় সেজে

- চলতি সপ্তাহ থেকে কোনও রোগীকে পরিষেবা দেওয়ার জন্য আয়া থাকতে পারবেন না
- সরকারি নিয়ম অনুযায়ী সরকারি হাসপাতালে আয়া থাকেন না
- অনেকেই রোগীর আত্মীয় সেজে আয়ার কাজ করতেন
- রোগীদের দেখাশোনার বিনিময়ে তাঁরা ৩০০-৩৫০ টাকা করে নিতেন
- ৪০ জন আয়া ছিলেন, দীর্ঘদিন ধরেই তাঁদের হাসপাতালের ভিতরে দেখা যেত

অভিযোগ, হাসপাতালের কর্মীদের একাংশও তাঁদের সঙ্গে জড়িত ছিল। কয়েকদিন আগেই রোগীকল্যাণ সমিতির বৈঠক হয়। সেখানে প্রশ্ন ওঠে, যেখানে রোগীদের দেখাশোনার জন্য নার্স ও স্বাস্থ্যকর্মীরা রয়েছেন সেখানে আয়ার কী প্রয়োজন? রোগীর পরিজনরা টাকা খরচ করে আয়া রাখবেন কেন? এরপর সেই বৈঠকে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়, এখন থেকে মাতৃমার মতো অন্যান্য বিভাগে আয়া নিষিদ্ধ করা হবে। সেই কথা আয়াদের জানিয়েও দেওয়া হয়।

যদিও আয়া নিষিদ্ধ করা নিয়ে রোগীর পরিজনদের মধ্যে মিশ্র প্রতিক্রিয়া মিলেছে। পুরুষ বিভাগে চিকিৎসাধীন এক রোগীর পরিজন সঞ্জয় সাহার কথায়, 'যেখানে সরকারি জায়গায় বিনামূল্যে পরিষেবা মেলে, সেখানে টাকা দিয়ে আয়া রাখার কোনও প্রয়োজন হয় না। নার্স, স্বাস্থ্যকর্মীরা যদি ঠিকমতো ডিউটি করেন তাহলে গরিব মানুষরা আয়া কেন রাখতে যাবেন। কর্তৃপক্ষ সঠিক সিদ্ধান্ত নিয়েছে। কর্মীরা যাতে ঠিকমতো ডিউটি করেন এখন সেদিকেও কঠোর নজর রাখা উচিত।' আবার আরেক রোগীর আত্মীয় শিবব্রত ঘোষের যুক্তি, 'ভিজিটিং আওয়ার বাদ দিয়ে রোগীর সঙ্গে দেখা করা যায় না। কোনও সমস্যা হলে নার্সদের ডাকলে অধিকাংশ নার্স পাত্তাই দিতে চান না। ওঁদের যখন সময় হয় তখন আসেন। রোগীদের শৌচালয়ে যাতায়াত করানো থেকে এই সমস্ত কাজ হাসপাতালের কর্মীরা নিয়মিত করবেন এসব ভাবা অলীক স্বপ্ন। তাই যাঁদের সামর্থ্য আছে তাঁরা আয়া রাখলে ক্ষতির কিছু হত না।'

কোচবিহারে আবার বাসা বাঁধছে শামুকখোল। আইটিআই মোড়ের কাছে জয়দেব দাসের তোলা ছবি।

আবার স্বপ্ন দেখছে সিঙ্গল স্ক্রিন হল

তন্দ্রা চক্রবর্তী দাস

কোচবিহার, ১৬ জুন : নিজেদের বদলে ফেলেছেন। সময়ের চাহিদা মেনে শীতাতপনিয়ন্ত্রিত হল, গদি আঁটা আরামদায়ক চেয়ার, উন্নতমানের সাউন্ড সিস্টেম, কাফেটারিয়া- সব মিলিয়ে এখন ঝাঁ চকচকে চেহারা

ধুলো জমেছে পুরোনো প্রোজেক্টরে।

কোচবিহার শহরের দুটি সিনেমা হলের। আর এতেই ফিনিক্স পাখির মতো ঘুরে দাঁড়াচ্ছে তারা। ধীরে ধীরে দর্শকরা ফিরছেন হলে। ওটিটি প্ল্যাটফর্ম, মাল্টিপ্লেক্সের ধাক্কা সামলে দর্শক টানছে হলগুলো।

৯-এর দশক থেকেই গোটা রাজ্যে সিনেমা হলে দর্শক কমতে শুরু করে। তা চলে মোটামুটি ২০০৫ সাল পর্যন্ত। তারপর থেকেই ধীরে ধীরে সিনেমা হলগুলো নিজেদের খোলনলচে বদলে ফেলে। ঝাঁ চকচকে মাল্টিপ্লেক্সে আবার দর্শকদের ভিড় শুরু হয়। জেলা শহরের হলগুলোর অধিকাংশই অবশ্য সেই ধাক্কা সামলাতে পারেনি।

একসময় কোচবিহার শহরে নিউ সিনেমা, ভবানী সিনেমা, কমলা টকিজ এবং অরুণা, এমন চারটি সিনেমা হল ছিল। বহু বছর আগে বন্ধ হয়ে যায় অরুণা। ২০১৯ সালে কোভিডের আগেই বন্ধ হয়ে যায় কমলা টকিজ। মালিকানা হাতবদল হলেও বাঁচানো যায়নি তাকে।

বর্তমানে কোচবিহারে মাত্র দুটো সিনেমা হল রয়েছে। ভবানী সিনেমা হল এবং নিউ সিনেমা হল। বর্তমানে একজনই স্বত্বাধিকারী। এক দশকেরও বেশি সময় ধরে লড়াইয়ের পর তারা আপাতত আবার দর্শক ফিরে পাচ্ছে। হলের ম্যানেজার প্রবীরকুমার দাস বলেন, 'অনেক কিছু বদল করতে হয়েছে।

এরপর আটের পাতায়

প্রয়াণের শতবর্ষে দেশবন্ধুর ছবিতে শেষপর্যন্ত মালা

দীপায়ন বসু

শিলিগুড়ি, ১৬ জুন : দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ ১৯২৫ সালের ১৬ জুন মারা যান। সবাই খুব কেঁদেছিলেন। ঠিক ১০০ বছরে একই দিনে আবারও অনেকের চোখে জল। নেপথ্যে সেই দেশবন্ধুই। আরও ভালো করে বলতে গেলে তাঁর ছবি ও কয়েকটি মালা।

দেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসে দেশবন্ধুর অবদান কী তা নিয়ে নতুন কিছু বলার নেই। দার্জিলিংয়ের বাড়িতে মারা যাওয়ার পর তাঁর মরদেহ টয়ট্রেনে করে শিলিগুড়ি টাউন স্টেশনে নিয়ে আসা হয়েছিল। তারপর অন্য ট্রেনে কলকাতা রওনা। শিয়ালদা পৌঁছানোর আগে সেই ট্রেন যতগুলি স্টেশনে থেমেছিল, মানুষটিকে শেষ শ্রদ্ধা জানাতে মানুষের ঢল নামে। তাঁর মরদেহ নিয়ে ট্রেনটি কলকাতা রওনা হওয়ার আগে সেই ঢল শিলিগুড়ি টাউন স্টেশনেও নেমেছিল। শহর কিন্তু সেই স্মৃতিকে বুক দিয়ে আগলে রাখেনি। এই স্টেশনে কত মনীষীর পা পড়েছে তা নিয়ে মাঝেমধ্যে নানা জায়গাই কথা হয়, কাজের কাজটি হয় না। বছর দশেক আগে বেশ কয়েকটি ছবির পাশাপাশি দেশবন্ধুর একটি ছবিও এই স্টেশনের প্ল্যাটফর্মে টাঙানো হয়। সময়ের কোপে অন্য ছবিগুলি ঝরে গেলেও দেশবন্ধুর বহুবিবর্ণ ছবিটি আজও কোনওমতে টিকে। দার্জিলিংয়ে তোলা সেই ছবিতে দেশবন্ধুর পাশাপাশি মহাত্মা গান্ধি ও অ্যানি বেসান্তরাও আছেন।

উত্তরবঙ্গ সংবাদ স্পেশাল

মানুষটির মৃত্যুর শতবর্ষে সেই ছবি কেমন সমাদর পাচ্ছে তা দেখতে এদিন টাউন স্টেশনে যাওয়া হয়েছিল। বেলা সাড়ে ১২টা নাগাদ সেই ছবির নীচে তখন ফাঁকা। আশপাশে গুটি কয়েকজন আড্ডা মারতে ব্যস্ত। এমন এক স্মরণীয় দিনে এহেন স্মরণীয় ছবিকে ঘিরে এহেন নিস্পৃহ মনোভাব এদিন সেই ছবি দেখতে যাওয়া একজনকে বেশ আঘাত করেছিল। সেই মন খারাপ কাটাতে খানিক বাদে নিজের উদ্যোগে রজনীগন্ধা, জুঁই, বেল ফুল আর গাঁদার মালা নিয়ে সেখানে হাজির হন।

প্ল্যাটফর্মের দেওয়ালে প্রায় ফুট দশেক উঁচুতে থাকা ছবির নাগাল পাওয়া সহজ নয়। অতএব, সেই ছবির বেশ কিছুটা নীচে থাকা, দেওয়ালের গায়ে গজানো একটি গাছের ডালে কোনওমতে মালা দেওয়ার চেষ্টা। তারপর? যা হল, একদম সিনেমার মতোই। 'স্যর, মালা দেবেন?' দাঁড়ান, দাঁড়ান, আসছি।' সেই আড্ডার দলেরই একজন কয়েক সেকেন্ডে হাতলভাঙা এক চেয়ার নিয়ে হাজির। তাতে উঠেই ছবিতে মালা দেওয়ার চেষ্টা চলল। কিন্তু তিন ফুটের সেই চেয়ার বড্ড নীচু। সুরজিৎ বন্দ্যোপাধ্যায় এই স্টেশন চত্বরেই ব্যবসা সামলান। ভাঙাচোরা চেয়ার নিয়ে তিনিই হাজির হয়েছিলেন। 'কয়েক সেকেন্ড দিন' বলে তিনি আবার হাওয়া। খানিকক্ষণ বাদে এবারে এক ভাঙাচোরা মই নিয়ে তিনি ময়দানে। তাতে সেই মানুষটিকে উঠতে বলা। চেয়ারে ওঠা সহজ, কিন্তু দেওয়ালের গায়ে আড়াআড়িভাবে রাখা মইয়ে চড়াটা...। অতএব সেই চেষ্টাই ইতি। কিন্তু ছবিতে মালা দেওয়ার কী হবে?

দেশবন্ধু একতার স্বপ্ন দেখতেন। এদিন তাঁর সেই ছবি দেশবন্ধুরই স্বপ্নের বাস্তবায়ন দেখল।

এরপর আটের পাতায়

সেই মুহূর্ত। দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনের ছবিতে মালা দিচ্ছেন খোকনরা। শিলিগুড়ি টাউন স্টেশনে।

নিট, জেইই অ্যাডভান্সডে নজরকাড়া ফল প্রত্যয়ের

গৌরহরি দাস

কোচবিহার, ১৬ জুন : ডাক্তারির প্রবেশিকা নিটে নজরকাড়া ফল করলেন কোচবিহারের প্রত্যয় বর্মন। এসসি ক্যাটিগোরিতে তাঁর সর্বভারতীয় র‍্যাংক ১০৫। নিটের পাশাপাশি জেইই অ্যাডভান্সড-এ ভালো ফল করেছেন এই মেধাবী ছাত্র। সেখানে এসসি ক্যাটিগোরিতে সর্বভারতীয় স্তরে ৪৭৮ র‍্যাংক করেছেন প্রত্যয়।

আইআইটিতে কম্পিউটার সায়েন্স অ্যান্ড ইঞ্জিনিয়ারিংয়ে ভর্তির সুযোগ পেয়েছেন তিনি। কোচবিহার শহরের টেম্পল স্ট্রিটের বাসিন্দা এই মেধাবীর সাফল্যে পরিবারের লোকেরা তো বটেই খুশি প্রতিবেশীরাও।

বিডি জৈন স্কুল থেকে এবার উচ্চমাধ্যমিকে প্রত্যয় ৯২ শতাংশ নম্বর পেয়ে উত্তীর্ণ হয়েছেন। বাবা কান্তেশ্বর বর্মন গৌরাঙ্গ হাইস্কুলের প্রধান শিক্ষক। মা তাপসী বর্মন তুফানগঞ্জের বলরামপুরের নায়েব আলি জুনিয়ার হাই মাদ্রাসার শিক্ষিকা। প্রত্যয় জানিয়েছেন, দিল্লি অথবা ভুবনেশ্বর এইমসে তিনি ডাক্তারি পড়তে চান।

প্রত্যয় বর্মন

প্রত্যয় বলেন, 'কোনও বাঁধাধরা নিয়ম মেনে পড়াশোনা করিনি। যখন ইচ্ছে হত তখন পড়তাম। ডাক্তারি পড়ে আগামীদিনে হৃদরোগ বিশেষজ্ঞ হওয়ার ইচ্ছা রয়েছে।' তাঁর সংযোজন, 'আমার সাফল্যের পেছনে বাবা-মা, দিদির অবদান রয়েছে। এছাড়া কোচিং, টিউশন ও স্কুলের শিক্ষক-শিক্ষিকারাও যথেষ্ট সহযোগিতা করেছেন।'

লেখাপড়ায় বরাবর মেধাবী হিসেবে পরিচিত প্রত্যয় ভালো গিটারও বাজান। অবসর সময় গল্পের বই পড়তে পছন্দ করেন। ভালোবাসেন সত্যজিৎ রায়, ডেল কার্নেগির লেখা পড়তে। প্রত্যয় বিরাট কোহলির ভক্ত। প্রিয় গায়ক অরিজিৎ সিং।

ছেলের সাফল্যে উচ্ছ্বসিত বাবা কান্তেশ্বর বর্মন। তিনি বলেন, 'নিটের জন্য সপ্তাহে দু'দিন করে শিলিগুড়িতে একটি সেন্টারে কোচিং নিত প্রত্যয়। গত দুই বছর ধরে ও কোচিং নিয়েছে। ছেলে ডাক্তারি পড়তে চায়। ওর স্বপ্ন পূরণে আমরা পাশে আছি।' প্রত্যয়ের সাফল্যে পরিবারের পাশাপাশি খুশি তাঁর শিক্ষক-শিক্ষিকারাও।

Dhupguri Municipality
e-NIT (Abridged)

e-NIT are invited by the Chairperson, Dhupguri Municipality from Resourceful bonafide outsider for Civil Works under Dhupguri Municipality.

Sl No.	Tender ID
1	2025_MAD_865047_1

Bid submission End Dt. 30.06.25 at 17 hrs.

Sd/-
Chairperson
BOA, Dhupguri Municipality

ইউনাইটেড ইন্ডিয়া ইনসুরেন্স কোম্পানি লিমিটেড
আঞ্চলিক কার্যালয়: কলকাতা, ফোন: (০৩৩) ২২৮৮-১৩৫২
সিআইএন: ইউ৯৩০৯০টিএন১৯৩৮জিওআই০০০১০৮

মাইক্রো অফিস দার্জিলিং-এর অফিস স্থানান্তরের বিজ্ঞপ্তি

আমরা আমাদের এমও দার্জিলিং অফিস ৪১ ডিবি গিরি রোড, দার্জিলিং - ৭৩৪১০১, পশ্চিমবঙ্গ-এর বর্তমান ঠিকানা থেকে আমাদের নতুন ঠিকানা ২৫/২ ডিবি, গিরি রোড, বড় কাকঝোড়া, দার্জিলিং - ৭৩৪১০১, পশ্চিমবঙ্গে স্থানান্তরিত করছি, মাইক্রো অফিস দার্জিলিং ০৪.০৬.২০২৫ তারিখ থেকে নতুন ঠিকানায় স্থানান্তরিত হয়েছে। পলিসি, ক্লেম ইত্যাদি সংক্রান্ত সমস্ত ভবিষ্যতের পরিষেবাগুলি এই নতুন স্থান থেকে পাওয়া যাবে। এই তথ্যটি সকলের উদ্দেশে দেওয়া হচ্ছে।

ডেপুটি জেনারেল ম্যানেজার, আঞ্চলিক কার্যালয়, কলকাতা

নিলাম বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি

নং. এসএস/এনসিবি/০১/০৬/২০২৫ তারিখ ঃ ১৩-০৬-২০২৫

নিউ কোচবিহার (এনসিবি) রেলওয়ে স্টেশনে অবতীর্ণ পার্সেল কনসাইনমেন্ট (ফ্লোর পলিশিং মেশিন, টাইলস পলিশিং হ্যান্ড মেশিন এবং মেশিন অ্যাকসেসরিজ) -এর পাবলিক নিলামের তারিখ ১৮-০৬-২০২৫ (বুধবার) ১১:০০ টায় নিউ কোচবিহার পার্সেল অফিসে 'যেমন আছে যেখানে আছে' ভিত্তিতে নির্ধারণ করা হয়েছে। এসএস/নিউ কোচবিহার -কে পাবলিক নিলাম পরিচালনার জন্য মনোনীত করা হয়েছে।

নিলামের শর্তাবলী:-

১) সমস্ত অর্থ নগদে পরিশোধ করা হবে।
২) নিলাম প্রক্রিয়া সম্পন্ন হওয়ার ২৪ (চব্বিশ) ঘণ্টার মধ্যে বিক্রিত পার্সেল সরাতে হবে।
৩) খোলা নিলামে টেন্ডারের অসন্তোষজনক বিডের ক্ষেত্রে, নিলাম পরিচালনাকারী কর্মকর্তা আরও লাভজনক বিড পাওয়ার জন্য সিল করা কোটেশন/বিড আহ্বান করার অধিকার সংরক্ষণ করেন।
৪) কোনও বিবাদের ক্ষেত্রে পার্সেলটি পুনরায় বিক্রি করা হবে। রেলওয়ে কর্তৃপক্ষ কোনো বিড অসন্তোষজনক বিবেচিত হলে সেটিকে প্রত্যাখ্যান করার বা কোনও কারণ দর্শানো ছাড়াই যে কোনও পর্যায়ে নিলাম বিক্রয় থেকে কোনও পার্সেল প্রত্যাহার করার অধিকার সংরক্ষণ করেন।

বিক্রিত জিনিসপত্র:- মেঝে পলিশিং মেশিন, টাইলস পলিশিং হ্যান্ড মেশিন এবং মেশিনের আনুষাঙ্গিক।

বিস্তারিত তালিকা কমার্শিয়াল সুপারভাইসর/নিউ কোচবিহার রেলওয়ে স্টেশন, উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়েতে পাওয়া যাবে।

নিলামের এই বিজ্ঞপ্তিটি উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের ওয়েবসাইট www.nfr.indianrailway.gov.in-এও পাওয়া যাবে।

ডিভিশনাল রেলওয়ে ম্যানেজার (সি), আলিপুরদুয়ার জং.

উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
প্রসন্ন চিত্তে মানুষের সেবায়

আজ টিভিতে

আ উলফ'স চয়েস- ফ্যামিলি অর ফ্রিডম?
রাত ৮.৫৫ অ্যানিমাল প্ল্যানেট হিন্দি

সিনেমা

জলসা মুভিজ : দুপুর ১.০০ কি করে তোকে বলবো, বিকেল ৩.৫০ কৃষ্ণকান্তের উইল, সন্ধে ৬.৩০ অন্ধ বিচার, রাত ১০.০০ লাভেরিয়া

কালার্স বাংলা সিনেমা : সকাল ৮.০০ রিফিউজি, দুপুর ১.০০ চ্যালেঞ্জ, বিকেল ৪.০০ নায়ক-দ্য রিয়েল হিরো, সন্ধে ৭.০০ প্রেমী, রাত ১০.০০ ক্রিমিনাল, ১.০০ চপার

জি বাংলা সিনেমা : বেলা ১১.০০ প্রতিশোধ, দুপুর ২.০০ লোফার, বিকেল ৫.০০ মামা ভাগ্নে, সন্ধে ৭.৩০ ত্রিনয়নী, রাত ১০.৩০ চিতা

ডিডি বাংলা : দুপুর ২.৩০ নিশানা

কালার্স বাংলা : দুপুর ২.০০ মালিক

আকাশ আট : বিকেল ৩.০৫ দাদাভাই

স্টার গোল্ড সিলেক্ট এইচডি : দুপুর ১২.৩০ লমহা, ২.১৫ আ ওয়েডনেসডে!, বিকেল ৪.০০ বাবুল, সন্ধে ৬.৪৫ হেলিকপ্টার ইলা, রাত ৯.০০ বধাই হো, ১১.১৫ শিবায়

কালার্স সিনেপ্লেক্স এইচডি : বেলা ১১.০৪ ইন্টেলিজেন্ট, দুপুর ১.১০ দৃশ্যম-টু, বিকেল ৩.৩৬ ভিভেগম, ৫.৫৭ কি, রাত ৮.০৩ গার্ডিয়ান, ৯.৪৩ রবার্ট

জি সিনেমা এইচডি : বেলা ১১.০৫ রক্ষা বন্ধন, দুপুর ১.২৪ আরআরআর, বিকেল ৫.০৮ কার্তিকেয়-টু, রাত ৮.০০ দ্য গ্রেটেস্ট অফ অল টাইম, ১১.০৭ বিজনেসম্যান-টু

অ্যান্ড পিকচার্স : বেলা ১১.৪০ কৃশ-থ্রি, দুপুর ২.৩৫ সির্ফ তুম, বিকেল ৫.১৯ সত্য প্রেম কি কথা, সন্ধে ৭.৩০ বিবি নম্বর ওয়ান, রাত ৯.৫২ মঙ্গলবার

অ্যান্ড এক্সপ্লোর এইচডি : দুপুর ১২.৩৯ ফোবিয়া, ২.২৮ কহানি-টু, বিকেল ৪.৩৯ মর্দ কো দর্দ নেহি হোতা, সন্ধে ৭.০০ আলিগড়, রাত ৯.০০ রাঞ্ঝনা, ১১.২০ জওয়ানি জানেমন

কৃশ-থ্রি বেলা ১১.৪০
অ্যান্ড পিকচার্স

আইস এজ-কলিশন কোর্স
রাত ৮.৪৫ মুভিজ নাউ

দৃশ্যম-টু দুপুর ১.১০ কালার্স সিনেপ্লেক্স এইচডি

শ্রাবণী মেলা চলাকালীন ট্রেন চলাচলে ব্যবস্থা

শ্রাবণী মেলা চলাকালীন সময়ে অর্থাৎ ১১.০৭.২০২৫ থেকে ০৯.০৮.২০২৫ তারিখ পর্যন্ত ভিড় সামাল দিতে, ট্রেন চলাচলে নিম্নলিখিত ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে।

স্পেশাল ট্রেন

● ০৩৪৮০ / ০৩৪৭৯ জামালপুর-সুলতানগঞ্জ-জামালপুর শ্রাবণী মেলা প্যাসেঞ্জার স্পেশাল ট্রেন, ৫৩৪৮০ কিউল-জামালপুর-প্যাসেঞ্জার ট্রেনের গঠন অনুসারে নিম্নলিখিত সংক্ষিপ্ত সময়সূচি, স্টপেজ এবং চলাচলের তারিখ অনুযায়ী চলবে ঃ

জামালপুর-সুলতানগঞ্জ প্যাসেঞ্জার স্পেশাল		০৩৪৮০ ০৩৪৭৯	সুলতানগঞ্জ- জামালপুর প্যাসেঞ্জার স্পেশাল	
পৌঁছাবে	ছাড়বে	স্টেশন	পৌঁছাবে	ছাড়বে
–	০৯.০৫	↓ জামালপুর	১২.৪০	–
০৯.১৮	০৯.১৯	রতনপুর	১১.৫৪	১১.৫৫
০৯.২৮	০৯.২৯	বারিয়ারপুর	১১.৪৪	১১.৪৫
০৯.৩৫	০৯.৩৬	কল্যাণপুর রোড	১১.৩৫	১১.৩৬
০৯.৫০	০৯.৫১	গনগনিয়া	১১.২২	১১.২৩
১০.৪৫	–	সুলতানগঞ্জ ↑	–	১১.১৫

চলাচলের তারিখ ঃ জামালপুর থেকে ০৩৪৮০ ও সুলতানগঞ্জ থেকে ০৩৪৭৯ – উভয় ট্রেন ১১.০৭.২০২৫ তারিখ থেকে ০৯.০৮.২০২৫ তারিখ পর্যন্ত (প্রতিদিন) = ৩০ টি করে ট্রিপ চলবে। স্পেশাল ট্রেনটি পথিমধ্যে জামালপুর এবং সুলতানগঞ্জের মধ্যবর্তী সকল স্টেশনে থামবে।

● ০৩৪৪২/০৩৪৪১ জামালপুর-দেওঘর-জামালপুর শ্রাবণী মেলা প্যাসেঞ্জার স্পেশাল ট্রেন, ৫৩৪৪২/৫৩৪৪১ জামালপুর-দেওঘর- জামালপুর প্যাসেঞ্জার ট্রেনের সময়সূচি, স্টপেজ ও গঠন অনুসারে নিম্নোক্তমতো রবিবারে চলবেঃ

সংক্ষিপ্ত সময়সূচি ঃ

জামালপুর-দেওঘর প্যাসেঞ্জার স্পেশাল		০৩৪৪২ ০৩৪৪১	দেওঘর-জামালপুর স্পেশাল স্পেশাল	
পৌঁছাবে	ছাড়বে	স্টেশন	পৌঁছাবে	ছাড়বে
–	০৫.১০	↓ জামালপুর	২২.০৫	–
০৬.০৫	০৬.১০	সুলতানগঞ্জ	২০.১০	২০.১৫
০৬.৫০	০৬.৫৫	ভাগলপুর	১৯.১০	১৯.২০
০৮.৩৮	০৮.৪৩	বাঁকা	১৭.১০	১৭.১৫
১০.১০	–	দেওঘর ↑	–	১৫.৪৫

চলাচলের তারিখ ঃ জামালপুর থেকে ০৩৪৪২ ও দেওঘর থেকে ০৩৪৪১– উভয় ট্রেন ১৩/০৭, ২০/০৭, ২৭/০৭, ০৩/০৮, ১০/০৮/২০২৫ তারিখ (রবিবার) = ৫ টি করে ট্রিপ চলবে।

● ০৩৪৪৪ / ০৩৪৪৩ দেওঘর-গোড্ডা-দেওঘর শ্রাবণী মেলা প্যাসেঞ্জার স্পেশাল ট্রেন, ৫৩৪৪৪/৫৩৪৪৩ দেওঘর-গোড্ডা-দেওঘর প্যাসেঞ্জার ট্রেনের সময়সূচি, স্টপেজ ও গঠন অনুযায়ী নিম্নোক্তমতো রবিবারে চলবেঃ

সংক্ষিপ্ত সময়সূচি ঃ

দেওঘর-গোড্ডা প্যাসেঞ্জার স্পেশাল		০৩৪৪৪ ০৩৪৪৩	গোড্ডা -দেওঘর প্যাসেঞ্জার স্পেশাল	
পৌঁছাবে	ছাড়বে	স্টেশন	পৌঁছাবে	ছাড়বে
–	১০.৪৫	↓ দেওঘর	১৫.০৫	–
১১.৪৬	১১.৪৮	হাঁসদিহা	১৩.৫৭	১৩.৫৯
১২.৪০	–	গোড্ডা ↑	–	১৩.১৫

চলাচলের তারিখ ঃ দেওঘর থেকে ০৩৪৪৪ ও গোড্ডা থেকে ০৩৪৪৩ – উভয় ট্রেন ১৩/০৭, ২০/০৭, ২৭/০৭, ০৩/০৮, ১০/০৮/২০২৫ তারিখ (রবিবার) = ৫ টি করে ট্রিপ চলবে।

বি.দ্র. ঃ ০৩৪৪২/০৩৪৪১ এবং ০৩৪৪৪/০৩৪৪৩-এর রেক লিঙ্কটি ৫৩৪৪২/৫৩৪৪১ ও ৫৩৪৪৪/৫৩৪৪৩-এর বিদ্যমান লিঙ্ক অনুযায়ী চলবে।

সুলতানগঞ্জ স্টেশনে ট্রেনের অতিরিক্ত স্টপেজ

● সুলতানগঞ্জ স্টেশনে ট্রেনের অস্থায়ী স্টপেজ ঃ
মেলা চলাকালীন নিম্নলিখিত ট্রেনগুলি নির্দিষ্ট দিনে ০২ (দুই) মিনিটের জন্য সুলতানগঞ্জ স্টেশনে নিম্নরূপে অস্থায়ীভাবে থামবে ঃ

ট্রেন নং. ও নাম	পৌঁছাবে	ছাড়বে
১৫৬১৯ গয়া - কামাখ্যা এক্সপ্রেস (সাপ্তাহিক)	১৭.৪৫	১৭.৪৭
১৫৬২০ কামাখ্যা - গয়া এক্সপ্রেস (সাপ্তাহিক)	০০.১১	০০.১৩
১২২৫৩ যশবন্তপুর-ভাগলপুর অঙ্গ এক্সপ্রেস (সাপ্তাহিক)	০৮.০৪	০৮.০৬
১২২৫৪ ভাগলপুর-যশবন্তপুর অঙ্গ এক্সপ্রেস (সাপ্তাহিক)	১৪.০৮	১৪.১০
১৩৪২৩ ভাগলপুর - আজমের এক্সপ্রেস (সাপ্তাহিক)	১৩.৩৮	১৩.৪০
১৩৪২৪ আজমের - ভাগলপুর এক্সপ্রেস (সাপ্তাহিক)	১৩.৫০	১৩.৫২
১৩৪২৯ মালদা টাউন-আনন্দবিহার এক্সপ্রেস (সাপ্তাহিক)	১৩.০২	১৩.০৪
১৩৪৩০ আনন্দবিহার-মালদা টাউন এক্সপ্রেস (সাপ্তাহিক)	১৭.৫৫	১৭.৫৭

চিফ প্যাসেঞ্জার ট্রান্সপোর্টেশন ম্যানেজার

পূর্ব রেলওয়ে
আমাদের অনুসরণ করুন: @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

বিক্রয়

শিলিগুড়ির বাগরাকোটে উত্তম চালু অবস্থায় ১৫-২০টি বিভিন্ন কোম্পানির ৬০০ ওয়াটের ইউপিএস বিক্রি করা হবে। আগ্রহীরা বেলা এগারোটা থেকে বিকেল পাঁচটার মধ্যে যোগাযোগ করতে পারেন। ৯৬৭৮০৭২০৮৭

কর্মখালি

হোটেলে কাজের ছেলে লাগবে। স্থান- জলপাইগুড়ি, তালমা। M : 7797682148. (C/116935)

ত্যাজ্যপুত্র

আমি সহিদুল মিয়া, পিতা- শাহের আলী। আমার পুত্র সিরাজ উদদৌল্যা, আমাকে ও আমার স্ত্রীকে কোনও ধরনের দেখভাল না করার কারণে তাকে দিনহাটা নোটারি কোর্টে 16/6/25 ইং অ্যাফিডেভিট বলে ত্যাজ্যপুত্র ঘোষণা করলাম এবং আমার সম্পত্তি থেকে বঞ্চিত করলাম। গ্রাম- গর্ভডাঙ্গা, পোস্ট- খোচাবাড়ি, থানা- সাহেবগঞ্জ, জেলা- কোচবিহার। (D/S)

কর্মখালি

শিলিগুড়িতে চিমনি সেলস ও সার্ভিসিং করার জন্য ছেলে ও মেয়ে নিয়োগ করা হচ্ছে। ফিকসড বেতন - ১৩,০০০/-, ইনসেন্টিভ, কমিশন একস্ট্রা, কাজের সময় সকাল ৮.৩০ থেকে ২টা, 8th পাশ। Ph. 9832009039. (C/116825)

●

ফ্যাক্টরি, শপিংমল, অফিসে সিকিউরিটি গার্ড চাই। বেতন : ১২০০০/-, থাকা, খাওয়ার ব্যবস্থা আছে। M : 9733083706. (C/116940)

LAW ADMISSION (SESSION-2025-2026)

Balurghat Law College is inviting online Application for Admission in 5 years B.A.LL.B integrated Course Forms will be available from the College Website (www.balurghatlawcollege.ac.in) on and from 17/06/2025 to 24/06/2025 interested candidates may contact on mobile- 9382097598/ 9832790510. First merit list will be published on 26/06/2025.

Teacher-in-Charge
Balurghat Law College

স্পোকেন ইংলিশ

স্পোকেন ইংলিশ দ্রুত শেখার বিস্ময়কর সহজ নতুন পদ্ধতি। অভিজ্ঞ শিক্ষকের কোচিং। 97335-65180, শিলিগুড়ি। (C/116825)

অ্যাফিডেভিট

আমি Bekbul Hossain (পুরাতন নাম) পিতা Domser Ali ঠিকানা দেওগাও, ফালাকাটা, আলিপুরদুয়ার, পিন-735213, গত 13. 05.25 তারিখে আলিপুরদুয়ার কোর্টের অ্যাফিডেভিট দ্বারা Maqbul Hussain (নতুন নাম) নামে পরিচিত হলাম। Bekbul Hossain (পুরাতন নাম) ও Maqbul Hussain (নতুন নাম) একই ব্যক্তি। (B/S)

Tender Notice

E-NIT No-: NIET-03(e)/ CHL-II/P.S of 2025-2026, Dated-12/06/2025. Online e-Tender are invited by U/S from the bidders through West Bengal Govt. e procurement Website www.wbtender.gov.in Details may be seen during office during hours at the Office Notice Board of Chanchal-II Dev.Block and District Website, Malda on all working days & in www.wbtender.gov.in

Sd/-
Executive Officer
Chanchal-II Panchayat Samity,
Malatipur, Malda

সোনা ও রুপোর দর

পাকা সোনার বাট (৯৯৫০/২৪ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	৯৯৪৫০
পাকা খুচরো সোনা (৯৯৫০/২৪ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	৯৯৯০০
হলমার্ক সোনার গয়না (৯১৬/২২ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	৯৪৯০০
রুপোর বাট (প্রতি কেজি)	১০৭২৫০
খুচরো রুপো (প্রতি কেজি)	১০৭৩৫০

* দর টাকায়, জিএসটি এবং টিসিএস আলাদা

পঃবঃ বুলিয়ান মার্চেন্টস্ অ্যান্ড জুয়েলার্স অ্যাসোসিয়েশনের বাজারদর

মালদা ডিভিশনে উন্নয়নমূলক কাজের জন্য ট্রেনের নিয়ন্ত্রণ

মালদা টাউন স্টেশনের ইয়ার্ড পুনর্নির্মাণের জন্য, ২৮.০৮.২০২৫ থেকে ৩০.০৮.২০২৫ তারিখ পর্যন্ত ০৩ দিনের প্রি-নন-ইন্টারলকিং কাজ এবং ৩১.০৮.২০২৫ থেকে ০৩.০৯.২০২৫ তারিখ পর্যন্ত ০৪ দিনের নন-ইন্টারলকিং কাজ করা হবে। ফলস্বরূপ, নিম্নলিখিত ট্রেনগুলি নিম্নরূপে নিয়ন্ত্রিত হবে।

● **বাতিল ঃ** (১) **১৩১৪১** শিয়ালদহ - নিউ আলিপুরদুয়ার তিস্তা তোর্সা এক্সপ্রেস (যাত্রা শুরুর তারিখ ৩০.০৮, ০২.০৯ ও ০৩.০৯.২০২৫); (২) **১৩১৪৫** কলকাতা - রাধিকাপুর এক্সপ্রেস (যাত্রা শুরুর তারিখ ৩০.০৮, ৩১.০৮, ০১.০৯ ও ০২.০৯.২০২৫); (৩) **১৩১৮৯** শিয়ালদহ - বালুরঘাট এক্সপ্রেস (যাত্রা শুরুর তারিখ ৩০.০৮, ৩১.০৮, ০১.০৯ ও ০২.০৯.২০২৫); (৪) **১৩১৬৩** শিয়ালদহ - সহরসা হাটে বাজারে এক্সপ্রেস (যাত্রা শুরুর তারিখ ৩০.০৮, ৩১.০৮ ও ০১.০৯.২০২৫); (৫) **১৩০৫৩** হাওড়া - রাধিকাপুর কুলিক এক্সপ্রেস (যাত্রা শুরুর তারিখ ৩১.০৮ ও ০৩.০৯.২০২৫); (৬) **১৫৭১০** নিউ জলপাইগুড়ি - মালদা টাউন ইন্টারসিটি এক্সপ্রেস (যাত্রা শুরুর তারিখ ৩১.০৮, ০১.০৯, ০২.০৯ ও ০৩.০৯.২০২৫); (৭) **১৫৭০৯** মালদা টাউন - নিউ জলপাইগুড়ি ইন্টারসিটি এক্সপ্রেস (যাত্রা শুরুর তারিখ ৩১.০৮, ০১.০৯, ০২.০৯ ও ০৩.০৯.২০২৫); (৮) **১৩১৯০** বালুরঘাট - শিয়ালদহ এক্সপ্রেস (যাত্রা শুরুর তারিখ ৩১.০৮, ০১.০৯, ০২.০৯ ও ০৩.০৯.২০২৫); (৯) **১৩১৬৪** সহরসা - শিয়ালদহ হাটে বাজারে এক্সপ্রেস (যাত্রা শুরুর তারিখ ৩১.০৮, ০১.০৯ ও ০২.০৯.২০২৫); (১০) **১৩১৪২** নিউ আলিপুরদুয়ার - শিয়ালদহ তিস্তা তোর্সা এক্সপ্রেস (যাত্রা শুরুর তারিখ ৩১.০৮, ০৩.০৯ ও ০৪.০৯.২০২৫); (১১) **১৩৪৬৬** মালদা টাউন - হাওড়া ইন্টারসিটি এক্সপ্রেস (যাত্রা শুরুর তারিখ ৩১.০৮, ০১.০৯, ০২.০৯ ও ০৩.০৯.২০২৫); (১২) **১৩৪৬৫** হাওড়া - মালদা টাউন ইন্টারসিটি এক্সপ্রেস (যাত্রা শুরুর তারিখ ৩১.০৮, ০১.০৯, ০২.০৯ ও ০৩.০৯.২০২৫); (১৩) **১৫৬৪০** কামাখ্যা - পুরী এক্সপ্রেস (যাত্রা শুরুর তারিখ ৩১.০৮.২০২৫); (১৪) **১৩১৪৯** শিয়ালদহ - আলিপুরদুয়ার কাঞ্চনকন্যা এক্সপ্রেস (যাত্রা শুরুর তারিখ ৩১.০৮, ০১.০৯ ও ০২.০৯.২০২৫); (১৫) **১৩১৪৬** রাধিকাপুর - কলকাতা এক্সপ্রেস (যাত্রা শুরুর তারিখ ৩১.০৮, ০১.০৯, ০২.০৯ ও ০৩.০৯.২০২৫); (১৬) **১৩০৫৪** রাধিকাপুর - হাওড়া কুলিক এক্সপ্রেস (যাত্রা শুরুর তারিখ ০১.০৯ ও ০৪.০৯.২০২৫); (১৭) **১৩০৬৩** হাওড়া - বালুরঘাট এক্সপ্রেস (যাত্রা শুরুর তারিখ ০১.০৯, ০২.০৯ ও ০৩.০৯.২০২৫); (১৮) **১৩০৬৪** বালুরঘাট - হাওড়া এক্সপ্রেস (যাত্রা শুরুর তারিখ ০১.০৯, ০২.০৯ ও ০৩.০৯.২০২৫); (১৯) **১৩১৫০** আলিপুরদুয়ার - শিয়ালদহ কাঞ্চনকন্যা এক্সপ্রেস (যাত্রা শুরুর তারিখ ০১.০৯, ০২.০৯ ও ০৩.০৯.২০২৫); (২০) **১৩১৮১** কলকাতা - শিলঘাট টাউন কাজিরাঙ্গা এক্সপ্রেস (যাত্রা শুরুর তারিখ ০১.০৯.২০২৫); (২১) **১৩১৫৯** কলকাতা - যোগবাণী এক্সপ্রেস (যাত্রা শুরুর তারিখ ০১.০৯.২০২৫); (২২) **১৫৭১২** কাটিহার - হাওড়া সাপ্তাহিক এক্সপ্রেস (যাত্রা শুরুর তারিখ ০১.০৯.২০২৫); (২৩) **১৫৬৩৯** পুরী - কামাখ্যা এক্সপ্রেস (যাত্রা শুরুর তারিখ ০২.০৯.২০২৫); (২৪) **১৩১৮২** শিলঘাট টাউন - কলকাতা কাজিরাঙ্গা এক্সপ্রেস (যাত্রা শুরুর তারিখ ০২.০৯.২০২৫); (২৫) **১৩০৩৩** হাওড়া-কাটিহার এক্সপ্রেস (যাত্রা শুরুর তারিখ ০২.০৯.২০২৫); (২৬) **১৫৭১১** হাওড়া - কাটিহার সাপ্তাহিক এক্সপ্রেস (যাত্রা শুরুর তারিখ ০২.০৯.২০২৫); (২৭) **১৩১৬৯** শিয়ালদহ - সহরসা হাটে বাজারে এক্সপ্রেস (যাত্রা শুরুর তারিখ ০২.০৯.২০২৫); (২৮) **১৩১৬০** যোগবাণী - কলকাতা এক্সপ্রেস (যাত্রা শুরুর তারিখ ০২.০৯.২০২৫); (২৯) **১২৩৬৩** কলকাতা - হলদিবাড়ি ইন্টারসিটি এক্সপ্রেস (যাত্রা শুরুর তারিখ ০২.০৯.২০২৫); (৩০) **১৩১৭৫** শিয়ালদহ - শিলচর কাঞ্চনজঙ্ঘা এক্সপ্রেস (যাত্রা শুরুর তারিখ ০৩.০৯.২০২৫); (৩১) **১৩০৩৪** কাটিহার - হাওড়া এক্সপ্রেস (যাত্রা শুরুর তারিখ ০৩.০৯.২০২৫); (৩২) **১৩১৭০** সহরসা - শিয়ালদহ হাটে বাজারে এক্সপ্রেস (যাত্রা শুরুর তারিখ ০৩.০৯.২০২৫); (৩৩) **১২৩৬৪** হলদিবাড়ি - কলকাতা ইন্টারসিটি এক্সপ্রেস (যাত্রা শুরুর তারিখ ০৩.০৯.২০২৫); (৩৪) **১৩৪৩১** নবদ্বীপধাম - বালুরঘাট এক্সপ্রেস (যাত্রা শুরুর তারিখ ০৩.০৯.২০২৫); (৩৫) **১৩৪৩২** বালুরঘাট - নবদ্বীপধাম এক্সপ্রেস (যাত্রা শুরুর তারিখ ০৩.০৯.২০২৫); (৩৬) **১৩৪০৯** মালদা টাউন - কিউল ইন্টারসিটি এক্সপ্রেস (যাত্রা শুরুর তারিখ ০৩.০৯.২০২৫); (৩৭) **১৩৪১০** কিউল - মালদা টাউন ইন্টারসিটি এক্সপ্রেস (যাত্রা শুরুর তারিখ ০৩.০৯.২০২৫); (৩৮) **১২০৪১** হাওড়া - নিউ জলপাইগুড়ি শতাব্দী এক্সপ্রেস (যাত্রা শুরুর তারিখ ০৩.০৯.২০২৫); (৩৯) **১২০৪২** নিউ জলপাইগুড়ি - হাওড়া শতাব্দী এক্সপ্রেস (যাত্রা শুরুর তারিখ ০৩.০৯.২০২৫); (৪০) **১৩১৭৬** শিলচর - শিয়ালদহ কাঞ্চনজঙ্ঘা এক্সপ্রেস (যাত্রা শুরুর তারিখ ০৫.০৯.২০২৫); (৪১) **৫৫৭০২** কাটিহার - মালদা টাউন প্যাসেঞ্জার (যাত্রা শুরুর তারিখ ৩১.০৮, ০১.০৯, ০২.০৯ ও ০৩.০৯.২০২৫); (৪২) **৫৩০২৭** আজিমগঞ্জ - মালদা টাউন প্যাসেঞ্জার (যাত্রা শুরুর তারিখ ৩১.০৮, ০১.০৯, ০২.০৯ ও ০৩.০৯.২০২৫); (৪৩) **৬৩৪০১** সাহেবগঞ্জ - মালদা টাউন মেমু (যাত্রা শুরুর তারিখ ৩১.০৮, ০১.০৯, ০২.০৯ ও ০৩.০৯.২০২৫); (৪৪) **৬৩৪০২** মালদা টাউন - সাহেবগঞ্জ মেমু (যাত্রা শুরুর তারিখ ৩১.০৮, ০১.০৯, ০২.০৯ ও ০৩.০৯.২০২৫); (৪৫) **৫৫৪২২** বালুরঘাট - মালদা টাউন প্যাসেঞ্জার (যাত্রা শুরুর তারিখ ৩১.০৮, ০১.০৯, ০২.০৯ ও ০৩.০৯.২০২৫); (৪৬) **৫৫৭০১** মালদা টাউন - কাটিহার প্যাসেঞ্জার (যাত্রা শুরুর তারিখ ০১.০৯, ০২.০৯, ০৩.০৯ ও ০৪.০৯.২০২৫); (৪৭) **৫৩০২৮** মালদা টাউন - আজিমগঞ্জ প্যাসেঞ্জার (যাত্রা শুরুর তারিখ ০১.০৯, ০২.০৯, ০৩.০৯ ও ০৪.০৯.২০২৫); (৪৮) **৫৫৪২১** মালদা টাউন - বালুরঘাট প্যাসেঞ্জার (যাত্রা শুরুর তারিখ ০১.০৯, ০২.০৯, ০৩.০৯ ও ০৪.০৯.২০২৫)।

● **পথ পরিবর্তন ঃ** (১) **১৫৬৫৭** দিল্লি - কামাখ্যা ব্রহ্মপুত্র মেল (যাত্রা শুরুর তারিখ ৩০.০৮, ৩১.০৮, ০১.০৯ ও ০২.০৯.২০২৫) পথ পরিবর্তন করে মোকামা - বারাউনি - কাটিহার হয়ে চলবে। (২) **১৫৬৫৮** কামাখ্যা - দিল্লি ব্রহ্মপুত্র মেল (যাত্রা শুরুর তারিখ ৩১.০৮, ০১.০৯ ও ০২.০৯.২০২৫) পথ পরিবর্তন করে কাটিহার - বারাউনি - মোকামা হয়ে চলবে। (৩) **১৫৬২০** কামাখ্যা-গয়া সাপ্তাহিক এক্সপ্রেস (যাত্রা শুরুর তারিখ ০১.০৯.২০২৫) পথ পরিবর্তন করে কাটিহার - খাগারিয়া - মুঙ্গের - জামালপুর - কিউল হয়ে চলবে। (৪) **২২৫০৩** কন্যাকুমারী - ডিব্রুগড় বিবেক সুপারফাস্ট এক্সপ্রেস (যাত্রা শুরুর তারিখ ০১.০৯.২০২৫) পথ পরিবর্তন করে রামপুরহাট - ভাগলপুর - জামালপুর - খাগারিয়া - কাটিহার - বারসোই হয়ে চলবে। (৫) **১৫৬২৯** তাম্বারাম - শিলঘাট টাউন নওগাঁও এক্সপ্রেস (যাত্রা শুরুর তারিখ ০১.০৯.২০২৫) পথ পরিবর্তন করে আসানসোল - ঝাঁঝা - বারাউনি - কাটিহার হয়ে চলবে। (৬) **১৫৬১৯** গয়া - কামাখ্যা সাপ্তাহিক এক্সপ্রেস (যাত্রা শুরুর তারিখ ০২.০৯.২০২৫) পথ পরিবর্তন করে মুঙ্গের - খাগারিয়া - কাটিহার হয়ে চলবে। (৭) **২২৫০১** এসএমভিটি বেঙ্গালুরু - নিউ তিনসুকিয়া এক্সপ্রেস (যাত্রা শুরুর তারিখ ০২.০৯.২০২৫) পথ পরিবর্তন করে রামপুরহাট - ভাগলপুর - জামালপুর - খাগারিয়া - কাটিহার - বারসোই হয়ে চলবে।

● **পুনর্নির্ধারণ ঃ** (১) **১৫৬৪৩** পুরী - কামাখ্যা এক্সপ্রেস (যাত্রা শুরুর তারিখ ৩০.০৮.২০২৫) ১ ঘণ্টা ৩০ মিনিটের জন্য পুনর্নির্ধারিত হবে। (২) **১৩১৭৩** শিয়ালদহ - সাব্রুম কাঞ্চনজঙ্ঘা এক্সপ্রেস (যাত্রা শুরুর তারিখ ৩১.০৮ ও ০২.০৯.২০২৫) ২ ঘণ্টা ৩০ মিনিটের জন্য পুনর্নির্ধারিত হবে। (৩) **১৩১৪৮** বামনহাট - শিয়ালদহ উত্তরবঙ্গ এক্সপ্রেস (যাত্রা শুরুর তারিখ ৩১.০৮, ০১.০৯, ০২.০৯ এবং ০৩.০৯.২০২৫) ২ ঘণ্টা ৩০ মিনিটের জন্য পুনর্নির্ধারিত হবে। (৪) **১৩১৭৫** শিয়ালদহ - শিলচর কাঞ্চনজঙ্ঘা এক্সপ্রেস (যাত্রা শুরুর তারিখ ০১.০৯.২০২৫) ২ ঘণ্টা ৩০ মিনিটের জন্য পুনর্নির্ধারিত হবে। (৫) **১৩০৫৩** হাওড়া - রাধিকাপুর কুলিক এক্সপ্রেস (যাত্রা শুরুর তারিখ ০১.০৯ এবং ০২.০৯.২০২৫) ১ ঘণ্টার জন্য পুনর্নির্ধারিত হবে। (৬) **১২৩৪৫** হাওড়া - গুয়াহাটি সরাইঘাট এক্সপ্রেস (যাত্রা শুরুর তারিখ ০৩.০৯.২০২৫) ৩ ঘণ্টার জন্য পুনর্নির্ধারিত হবে।

● **সংক্ষিপ্ত যাত্রা শেষ/সংক্ষিপ্ত যাত্রা শুরু ঃ** (১) **১৩০১১** হাওড়া - মালদা টাউন ইন্টারসিটি এক্সপ্রেস (যাত্রা শুরুর তারিখ ৩১.০৮, ০১.০৯, ০২.০৯ ও ০৩.০৯.২০২৫) রামপুরহাটে সংক্ষিপ্ত যাত্রা শেষ করবে। (২) **১৩০১২** মালদা টাউন - হাওড়া ইন্টারসিটি এক্সপ্রেস (যাত্রা শুরুর তারিখ ০১.০৯, ০২.০৯, ০৩.০৯ ও ০৪.০৯.২০২৫) রামপুরহাট থেকে সংক্ষিপ্ত যাত্রা শুরু করবে। অসুবিধার জন্য গভীরভাবে দুঃখিত।

ডিভিশনাল রেলওয়ে ম্যানেজার, মালদা

পূর্ব রেলওয়ে
আমাদের অনুসরণ করুন : @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

শিয়ালদহ-জলপাইগুড়ি রোড-শিয়ালদহ হমসফর এক্সপ্রেসের শুভারম্ভ (সাপ্তাহিক)

ট্রেন নং. ১৩১১৫/১৩১১৬ শিয়ালদহ-জলপাইগুড়ি রোড-শিয়ালদহ হমসফর এক্সপ্রেসের শুভারম্ভ (সাপ্তাহিক) করার জন্যে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছে। বিস্তৃত তথ্য নিম্ন অনুসারে দেওয়া হলঃ

রেল নং ১৩১১৫ শিয়ালদহ থেকে ২০-০৬-২০২৫ তারিখে (শুক্রবার) ফ্রীকুয়েন্সী – সাপ্তাহিক

রেল নং ১৩১১৬ জলপাইগুড়ি রোড থেকে ২১-০৬-২০২৫ তারিখে (শনিবার) ফ্রীকুয়েন্সী – সাপ্তাহিক

আগমন	প্রস্থান	স্টেশন	আগমন	প্রস্থান
—	২৩.৪০ (শুক্রবার)	↓ শিয়ালদহ	০৮.১০ (রবিবার)	—
০১.২৬	০১.২৮	কৃষ্ণনগর সিটি জংশন	০৫.১২	০৫.১৪
০৬.৫৮	০৭.০০	সামসি	০০.৩০	০০.৩২
০৭.৪৪	০৭.৪৬	বারসোই জংশন	২৩.২০	২৩.২২
০৮.৩১	০৮.৩৩	কিশনগঞ্জ	২২.৩০	২২.৩২
০৮.৫৯	০৯.০১	আলুয়াবাড়ি রোড	২২.০০	২২.০২
১০.১৩	১০.২৩	নিউ জলপাইগুড়ি	২১.০৫	২১.১৫
১২.০০ (শনিবার)	—	জলপাইগুড়ি রোড ↑	—	২০.৩০ (শনিবার)

গঠনঃ এসি-৩ টায়ার (পনেরোটি), স্লীপার শ্রেণী (তিনটি), এসি হট বাফেট কার: (একটি), লাগেজ ভ্যান (দুটি) – ২১ টি কোচ।

অন্যান্য বাণিজ্যিক স্টপেজসমূহঃ নৈহাটি, রানাঘাট জংশন, বেরহামপুর কোর্ট, আজিমগঞ্জ জংশন, জাঙ্গীপুর রোড, নিউ ফারাক্কা এবং মালদা টাউন।

মহাপ্রবন্ধক (অপারেশন)
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
প্রসন্নচিত্তে গ্রাহক পরিষেবায়

জন্মদিনে অথবা বিবাহবার্ষিকীতে শুভেচ্ছা জানাতে, হবু জামাই অথবা পুত্রবধূ খুঁজতে, চাকরির খোঁজ পেতে অথবা শূন্যপদের জন্য প্রার্থী খুঁজতে, কখনও বা হারিয়ে যাওয়া প্রিয়জনকে খুঁজে পেতে বিজ্ঞাপন দেওয়ার প্রয়োজন হয়।

আর বিজ্ঞাপন দেওয়ার জন্য উত্তরবঙ্গের বাসিন্দাদের একমাত্র পছন্দ উত্তরবঙ্গ সংবাদ। আমরা সেই বিজ্ঞাপন দেওয়ার পথ অনেক সহজ করে দিচ্ছি।

আপনাকে আসতে হবে না। শুধু আপনি যেমন ভাষায় বিজ্ঞাপন দিতে চান লিখে পাঠিয়ে দিন আমাদের হোয়াটসঅ্যাপ নম্বরে। আমাদের প্রতিনিধি যোগাযোগ করবেন আপনার সঙ্গে।

ভেবে দেখুন, আমাদের কাছে একটি হোয়াটসঅ্যাপ মেসেজ পাঠিয়ে আপনি কত সহজে কত লক্ষ মানুষের কাছে পৌঁছে যেতে পারছেন।

হোয়াটসঅ্যাপ অথবা মেসেজ করুন
৯০৬৪৮৪৯০৯৬
এই নম্বরে

উত্তরবঙ্গের আত্মার আত্মীয়
উত্তরবঙ্গ সংবাদ

আজকের দিনটি

শ্রীদেবাচার্য্য
৯৪৩৪৩১৭৩৯১

মেষ : সংসারের প্রতিটি কথা ধৈর্য সহকারে শুনুন। কর্মক্ষেত্রে আপনার সিদ্ধান্ত বিশেষভাবে প্রশংসিত হবে। **বৃষ :** পৈতৃক সম্পত্তি নিয়ে বিরোধ মেটার সম্ভাবনা। কাউকে যেচে টাকা দিতে যাবেন না। **মিথুন :** বহুজাতিক কোম্পানিতে চাকরির সুযোগ পেতে পারেন। মায়ের হস্তক্ষেপে দাম্পত্যে অশান্তি কাটবে। **কর্কট :** সারাদিন প্রিয়জনের সঙ্গে খুব ভালো কাটবে। অংশীদারি ব্যবসায় সামান্য সমস্যা হতে পারে। **সিংহ :** পথেঘাটে বিবাদ-বিতর্ক এড়িয়ে চলুন। মামলা-মোকদ্দমায় ফল আশানুরূপ নাও হতে পারে। **কন্যা :** কোনও সহায়হীন পরিবারের পাশে দাঁড়াতে পেরে শান্তি পাবেন। বিকেল অর্থনৈতিক যোগ। **তুলা :** ব্যবসায় বুদ্ধিবলে শত্রুর চক্রান্ত ধরে ফেলতে পারবেন। বহুমূল্য কোনও জিনিস ফেরত পেতে পারেন। **বৃশ্চিক :** স্ত্রীর ভাগ্যে প্রচুর সম্পত্তির অধিকার পাওয়ার সম্ভাবনা। ভাইবোনদের সঙ্গে সম্পর্কের উন্নতি। **ধনু :** প্রতিবেশীর সঙ্গে সুসম্পর্ক বজায় রেখে চললে উপকৃত হবেন। উচ্চশিক্ষায় টাকার বাধা কাটবে। **মকর :** একাধিক উপায়ে আয়ের সম্ভাবনা বাড়লেও প্রচুর ব্যয় বাড়বে। বাবা-মাকে নিয়ে তীর্থভ্রমণের পরিকল্পনা সার্থক হবে। **কুম্ভ :** শারীরিক কারণে কোনও অনুষ্ঠান বাতিল করতে হতে পারে। ব্যবসায় বাবার সাহায্য মিলবে। **মীন :** কর্মক্ষেত্রে উন্নতির সম্ভাবনা। লটারিতে প্রচুর অর্থপ্রাপ্তির যোগ। বাবার চিকিৎসায় খরচ বাড়বে।

দিনপঞ্জি

শ্রীমদনগুপ্তের ফুলপঞ্জিকা মতে ২ আষাঢ় ১৪৩২, ভাঃ ২৭ জ্যৈষ্ঠ, ১৭ জুন, ২০২৫, ২ আহার, সংবৎ ৬ আষাঢ় বদি, ২০ জেলহজ্জ। সূঃ উঃ ৪।৫৬, অঃ ৬।২১। মঙ্গলবার, ষষ্ঠী দিবা ১২।১২। শতভিষানক্ষত্র রাত্রি ১০।৫৬। বিষ্কুম্ভযোগ দিবা ৮।২৪। বণিজকরণ দিবা ১২।১২ গতে বিষ্টিকরণ রাত্রি ১১।২২ গতে ববকরণ। জন্মে-কুম্ভরাশি শূদ্রবর্ণ মতান্তরে বৈশ্যবর্ণ রাক্ষসগণ অষ্টোত্তরী ও বিংশোত্তরী রাহুর দশা, রাত্রি ১০।৫৬ গতে নরগণ বিংশোত্তরী বৃহস্পতির দশা। মৃতে- একপাদদোষ, দিবা ১২।১২ গতে দ্বিপাদদোষ, রাত্রি ১০।৫৬ গতে চতুষ্পাদদোষ। যোগিনী- পশ্চিমে, দিবা ১২।১২ গতে বায়ুকোণে। বারবেলাদি ৬।৩৬ গতে ৮।১৭ মধ্যে ও ১।১৯ গতে ৩।০ মধ্যে। কালরাত্রি ৭।৪০ গতে ৯।০ মধ্যে। যাত্রা- শুভ উত্তরে নিষেধ, দিবা ৮।৩৬ গতে পশ্চিমে দক্ষিণেও নিষেধ, দিবা ১২।১২ গতে যাত্রা নাই, রাত্রি ১০।১০ গতে যাত্রা মধ্যম মাত্র উত্তরে নিষেধ, রাত্রি ১০।৫৬ গতে দক্ষিণেও নিষেধ। শুভকর্ম- রাত্রি ১০।১০ গতে গর্ভাধান। বিবিধ (শ্রাদ্ধ)-ষষ্ঠীর একোদ্দিষ্ট এবং সপ্তমীর একোদ্দিষ্ট ও সপিণ্ডন। অমৃতযোগ- দিবা ৭।৪২ মধ্যে ও ৯।২৯ গতে ১২।৯ মধ্যে ও ৩।৪২ গতে ৪।৩৪ মধ্যে এবং রাত্রি ৭।৫ মধ্যে ও ১২।৩ গতে ২।১১ মধ্যে। মাহেন্দ্রযোগ- দিবা ২।৪৯ গতে ৩।৪২ মধ্যে ও ৪।৩৪ গতে ৫।২৯ মধ্যে এবং রাত্রি ৮।৩০ গতে ৯।৫৫ মধ্যে।

সতর্কীকরণ ঃ উত্তরবঙ্গ সংবাদ অথবা পত্রিকার কোনও এজেন্ট পত্রিকায় প্রকাশিত কোনও বিজ্ঞাপনের সততা, যথার্থতার জন্য দায়ী নয়। কোনও প্রকার বিজ্ঞাপন দ্বারা প্রভাবিত হওয়ার আগে বিজ্ঞাপনের যথার্থতা যাচাই করে নিতে পাঠকদের অনুরোধ করা হচ্ছে।

ALLEN's result validated by
Official result validator
EY
Shape the future with confidence
No Matter the Level of Exam
ALLEN is the Clear Leader
660
ALLENites out of 2207 in AIIMS-MBBS (2024)
13
AIR-1 in last 16 years in pre-medical entrance
37
Years of Legacy & Trust of more than 35 Lac Students
Result: NEET UG 2025
AIR 4 Mrinal Kishore Jha Classroom Course
AIR 7 Keshav Mittal Classroom Course
AIR 8 Jha Bhavya Chirag Classroom Course
AIR 10 Aarav Agrawal Distance Learning
AIR 12 Aashi Singh Classroom Course
AIR 13 Tanay Classroom Course
AIR 15 Manvendra Singh Rajpurohit Classroom Course
AIR 16 Rachit Sinha Chaudhuri Online Test Series
AIR 21 Umaid Ahmed Khan Classroom Course
AIR 22 Ruchir Gupta Classroom Course
AIR 28 Himank Baghla Distance Learning
AIR 30 Harsh Tilotia Classroom Course
AIR 41 Desai Yagnesh Kanubhai Classroom Course
AIR 42 Pranshu Jahagirdar Classroom Course
AIR 43 Manu Sharma Classroom Course
AIR 45 Aagam Jain Distance Learning
AIR 47 Rijul Jain Classroom Course
AIR 49 Naveen Mittal Distance Learning
AIR 51 Tisha Jain Classroom Course
AIR 52 Aditya Yadav Classroom Course
AIR 54 Aditya Gupta Distance Learning
AIR 55 Panelia Namya Hitesh Classroom Course
AIR 57 Rudra Jogesh Bavishi Classroom Course
AIR 58 Neev Mit Mankad Classroom Course
10 Students in Top 25 AIR
39 Students in Top 100 AIR
As per result compiled till 15 June 2025 (11:00 AM)
ALLEN Siliguri Delivers Again
AIR 785 Maahir Hasan Classroom Course
AIR 2802 Sankalan Roy Classroom Course
AIR 5287 Deboleena Hazarika Classroom Course
AIR 9739 Prathama Banerjee Classroom Course
AIR 10430 Bodhisattwa Basak Classroom Course
AIR 10508 Praveen K. Singh Classroom Course
AIR 10876 Titas Das Classroom Course
AIR 11676 Prashant K. Saha Classroom Course
AIR 11858 Amogh Kanjilal Classroom Course
AIR 20422 Oyshee Ghosh Classroom Course
AIR 21190 Suzauddin Classroom Course
AIR 22794 Jay Sah Classroom Course
AIR 29498 Md Liakat Ali Classroom Course
4 Students in Top 10000 AIR
13 Students in Top 30000 AIR
No Tamasha. No Dramebaazi. Bas Results
ADMISSIONS OPEN
NEET | JEE | Class 7th to 12th & 12th Pass
NEW BATCHES FROM 18 JUNE ONWARDS
For course start dates & direct admission visit website or nearest center.
Scan to register
TALLENTEX 2026
For Class 5th to 10th Students
Register now & avail early bird benefit, visit tallentex.com
*Subject to the scholarship rules and the T&Cs.
Scholarships worth* ₹250 Crore
Cash Prizes ₹2.5 Crore
Scan to register
Attention!
Get up to 90%* Scholarship based on NEET 2025 rank
*T&C Apply.
ALLEN SILIGURI
95137 84242
allen.ac.in/siliguri
ALLEN KOTA
0744-3556677
allen.ac.in
ALLEN ONLINE
95137 36499
allen.in
Disclaimer: We provide an academic ecosystem and environment to prepare students for their target examinations. Studying at a coaching institute does not guarantee selection in the examination. Selection depends on preparation, available admission seats in the competitive exam, and the number of applicants appearing. All classroom and online students are part of full-time courses. All students mentioned are enrolled in paid programs.

গগনে গরজে মেঘ।। *সোমবার বিকেলে কোচবিহার শহরে। ছবি : অপর্ণা গুহ রায়*

ছাত্রীকে হেনস্তার অভিযোগ

জোর করে সিঁদুর পরিয়ে দেওয়া হয়

মনোজ বর্মন

শীতলকুচি, ১৬ জুন : স্কুল থেকে বাড়ি ফেরার সময় হেনস্তার শিকার হতে হল এক পড়ুয়াকে। জোর করে তাকে রাস্তায় সিঁদুর পরিয়ে দেওয়ারও অভিযোগ উঠেছে। সোমবার ঘটনাটি ঘটেছে কোচবিহারের শীতলকুচি ব্লকে। ঘটনাটি জানিয়ে থানায় অভিযোগ দায়ের করলেও এখনও কাউকে গ্রেপ্তার করেনি পুলিশ। দিনেরবেলায় এমন ঘটনায় সন্তানদের নিরাপত্তা নিয়ে চিন্তায় অভিভাবকরা।

সোমবার দশম শ্রেণির ওই পড়ুয়া বন্ধুদের সঙ্গে বাড়ি ফিরছিল। সেইসময় বাইকে করে তিন তরুণ এসে রথেরডাঙ্গা বাজার সংলগ্ন এলাকায় তাদের পথ আটকায়। অভিযোগ, এরপরই তাদের মধ্যে একজন ছাত্রীকে জড়িয়ে ধরে সিঁদুর পরিয়ে দেয়। ছাত্রী চিৎকার করলে তাকে মারধর করে তিন তরুণ। ছাত্রীর বন্ধুরা এরপর চিৎকার শুরু করে দেয়। চিৎকার শুনে ঘটনাস্থলে আশপাশের বাসিন্দারা এলে পালিয়ে যায় তিন তরুণ।

বাসিন্দারা ছাত্রীকে উদ্ধার করে শীতলকুচি ব্লক প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে পাঠান। খবর পেয়ে সেখানে পৌঁছান ছাত্রীর পরিবারের সদস্যরা। তাঁরা মেয়ের বন্ধুদের থেকে সবটা জেনে শীতলকুচি থানায় অভিযোগ দায়ের করেন। অভিযোগ পাওয়ার পরই পুলিশ অভিযুক্তর খোঁজ শুরু করেছে। এদিন খবর লেখা পর্যন্ত পুলিশ অবশ্য কাউকে গ্রেপ্তার করতে পারেনি। শীতলকুচি থানার ওসি অ্যান্থনি হোড়ো বললেন, 'এদিনের ছাত্রীকে হেনস্তার ঘটনাটি নজরে রয়েছে। তদন্ত শুরু হয়েছে।'

এদিকে, দিনেরবেলায় এভাবে রাস্তায় ছাত্রী হেনস্তার ঘটনা কিছুতেই মেনে নিতে পারছেন না এলাকার বাসিন্দারা। যদিও এই বাইক আরোহী তরুণদের বিরুদ্ধে প্রকাশ্যে কেউই মুখ খুলতে চাইছেন না। পাছে কোনও ঝামেলা হয়। স্থানীয় এক বাসিন্দার কথায়, 'মাঝেমধ্যেই রাস্তায় ছাত্রীদের ইভটিজিংয়ের শিকার হতে হয়। স্কুল ছুটির সময় বেশ কয়েকজন তরুণ বাইক নিয়ে রাস্তায় ঘোরে। এমনভাবে পাশ কাটিয়ে যায় যে পিলে চমকে যাওয়ার জোগাড়!' পুলিশ এই তরুণদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নিক, আর্জি জানালেন ওই বাসিন্দা। তাহলে এলাকার মেয়েরা নিরাপদে বাড়িতে ফিরতে পারবে।

বিষয়টিকে ইস্যু করে তৃণমূলকে বিঁধেছেন শীতলকুচির বিধায়ক বরেনচন্দ্র বর্মন। তাঁর কটাক্ষ, 'এই এলাকায় এরকম কোনও ঘটনা আগে ঘটেনি। পুলিশ তৃণমূলের দলদাস হয়ে নিষ্ক্রিয় ভূমিকা পালন করায় এ ধরনের ঘটনা ঘটছে। কাউকে সিঁদুর জোর করে পরিয়ে সিঁদুরের অমর্যাদা করা হয়েছে। পুলিশ অভিযুক্তদের গ্রেপ্তার করুক।' পুলিশের সঙ্গে এ ব্যাপারে কথা বলবেন বলে জানালেন শীতলকুচি কলেজ পরিচালন সমিতির সভাপতি তথা তৃণমূল কংগ্রেসের শীতলকুচি ব্লক সভাপতি তপনকুমার গুহ। তাঁর কথায়, 'ঘটনাটি নিন্দনীয়। এলাকায় এসব রুখতে পুলিশের সঙ্গে আলোচনা করব।' একই কথা বললেন স্থানীয় একটি স্কুলের কন্যাশ্রী নোডাল অফিসার কল্যাণ বর্মন।

যা ঘটেছে

- সোমবার স্কুল থেকে বন্ধুদের সঙ্গে বাড়ি ফিরছিল ওই পড়ুয়া
- পথে তিন তরুণ রাস্তা আটকে হেনস্তা করে
- একজন জোর করে সিঁদুরও পরিয়ে দেয়
- দশম শ্রেণির ওই পড়ুয়া চিৎকার করলে মারধরের অভিযোগ
- পরে স্থানীয়রা এগিয়ে এলে পালিয়ে যায় অভিযুক্তরা

ছবি : এআই

নিষিদ্ধ জালে সংকটে নদীয়ালি মাছের অস্তিত্ব

অমিতকুমার রায়

হলদিবাড়ি, ১৬ জুন : ছোট মাছ ধরা পড়ে এমন ছোট ছিদ্রের জালের ব্যবহার আগেই নিষিদ্ধ করা হয়েছে। স্থানীয় এলাকায় যা 'কারেন্ট জাল' নামে বেশি পরিচিত। তবে সেই নিয়মের তোয়াক্কা না করে বর্তমানে ওই জাল দিয়ে অবাধে বিভিন্ন নদী, পুকুর থেকে মাছ ধরা হচ্ছে বলে অভিযোগ। কারেন্ট জাল অনেকটা মশারির মতো। ওই জালে ছোট মাছ, পোনা আটকে যায়। বর্ষা শুরু হতেই ওই জালের ব্যবহার বৃদ্ধি পাওয়ায় উদ্বিগ্ন পরিবেশপ্রেমীরা। কারণ, এই মরশুমে মাছ বংশবিস্তার করে। এই পরিস্থিতিতে তাঁরা ওই জালের ব্যবহার ও বিক্রি বন্ধে প্রশাসনের হস্তক্ষেপ দাবি করেছেন।

হলদিবাড়ির পরিবেশপ্রেমী সুমন দাসের কথায়, 'নদীয়ালি মাছ রক্ষা করতে ওই জালের ব্যবহার অবিলম্বে নিষিদ্ধ করতে হবে। এমনিতেই নদীর পাড়ে চাষাবাদ ও দূষণের জেরে নদীতে মাছের বংশবিস্তারের সুস্থ পরিবেশ নেই। এরপর এ ধরনের জাল বিছিয়ে নদীর সব মাছ তুলে নেওয়া হলে এর ফল মোটেই ভালো হবে না।'

বর্ষা শুরু হতেই হলদিবাড়ি ব্লকের বিভিন্ন বাজারে দেদারে ওই জাল বিক্রি শুরু হয়েছে। শহর ছাড়াও গ্রামগঞ্জের হাটে বিভিন্ন দোকানে সাজিয়ে রাখা নিষিদ্ধ ওই জাল। বিক্রিও হচ্ছে ভালোই, বলছেন কাশিয়াবাড়ির এক ব্যবসায়ী খোকা মহম্মদ। তিনি বলেন, 'বৃষ্টি হলে এই ধরনের জালের চাহিদা বাড়ে। মাছের বংশবিস্তারের এই মরশুমে এভাবে মাছ ধরা হলে আগামীদিনে বিভিন্ন নদীয়ালি মাছ পুরোপুরি হারিয়ে যাবে।'

হলদিবাড়ি বাজারে বিক্রি হচ্ছে মাছ ধরার ফাঁস জাল।

> বৃষ্টি হলে এই ধরনের জালের চাহিদা বাড়ে। মাছের বংশবিস্তারের এই মরশুমে এভাবে মাছ ধরা হলে আগামীদিনে বিভিন্ন নদীয়ালি মাছ পুরোপুরি হারিয়ে যাবে।
>
> **খোকা মহম্মদ**
> ব্যবসায়ী

আগে হলদিবাড়ি ব্লকের তিস্তা নদী, গিরিয়া, বুড়িতিস্তার মতো নদীগুলোতে প্রচুর মাছ পাওয়া গেলেও অনেক মাছই প্রায় বিলুপ্ত। অধিক আয়ের আশায় ওই জাল দিয়ে মাছ ধরা চলছে বলে স্বীকার করে নিয়েছেন হলদিবাড়ির এক মৎস্যজীবী মনোজ রায়।

'কারেন্ট জাল' নিষিদ্ধ হলেও বাজারে আসছে কোথা থেকে? আর নদীতে এভাবে জাল ফেলে মাছ ধরা হলেও প্রশাসনের নজরদারিই বা কোথায়? এ ব্যাপারে মৎস্য দপ্তরের এক আধিকারিককে প্রশ্ন করা হলে তিনি দায়সারাভাবে জানিয়েছেন, নিষিদ্ধ ওই জাল ব্যবহার বন্ধ করতে মৎস্যজীবীদের মধ্যে অনেকবার সচেতনতামূলক প্রচার করা হয়েছে।

টুকরো খবর

আগুন

বক্সিরহাট, ১৬ জুন : অগ্নিকাণ্ডে মৃত্যু হল গোয়ালে থাকা তিনটি গোরুর। আগুন নেভাতে গিয়ে অগ্নিদগ্ধ হন এক বৃদ্ধা। তাঁর নাম মুক্তা রায়। রবিবার মধ্যরাতে বক্সিরহাটের ঢলডাবরিতে ঘটনাটি ঘটে। পরে পুলিশ এবং স্থানীয়রা তাঁকে উদ্ধার করে তুফানগঞ্জ মহকুমা হাসপাতালে ভর্তি করেন। আশঙ্কাজনক হওয়ায় পরে তাঁকে কোচবিহারে রেফার করা হয়। ঘণ্টাখানেকের চেষ্টায় আগুন নিয়ন্ত্রণে আনে বক্সিরহাট দমকলের একটি ইঞ্জিন। যদিও শর্টসার্কিট থেকেই ওই আগুন বলে প্রাথমিক অনুমান দমকলের।

বিদ্যুৎস্পৃষ্ট

তুফানগঞ্জ, ১৬ জুন : বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে রবিবার রাতে মৃত্যু হল এক তরুণের। ঘটনাটি চিলাখানা-১ গ্রাম পঞ্চায়েতের জায়গীর চিলাখানার। পুলিশ জানিয়েছে, মৃতের নাম বিকাশ সরকার (৩৭)। মৃতের আত্মীয় সূর্যকান্ত দাস বলেন, 'রবিবার রাতে বাড়ি ফিরে বিকাশ বারান্দায় সাইকেল রাখতে যায়। সেসময় টিনের বেড়ার সংস্পর্শে আসতেই বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়।' তাঁকে উদ্ধার করে তুফানগঞ্জ মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে এলে চিকিৎসক মৃত ঘোষণা করেন।

গোরু চুরি

জামালদহ, ১৬ জুন : মেখলিগঞ্জ ব্লকের ১৬৫ উছলপুকুরি বিড়িবান্ধা মোড়ে রবিবার রাতে চুরি হয়। বাড়ির মালিক শিবু অধিকারী জানান, বাড়ি থেকে তিনটি গোরু চুরি গিয়েছে। যার আনুমানিক বাজারমূল্য প্রায় ৮৫ হাজার টাকা। মেখলিগঞ্জ থানায় লিখিত অভিযোগ করবেন তিনি।

কর্মসূচি

হলদিবাড়ি, ১৬ জুন : কোচবিহার জেলা তৃণমূল মহিলা কংগ্রেসের উদ্যোগে বক্সিগঞ্জ গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায় মহিলাদের উন্নয়ন নিয়ে একটি কর্মসূচি পালিত হল সোমবার। এলাকার মহিলাদের সঙ্গে কথা বলার পাশাপাশি প্রচারপত্রও বিলি করা হয়।

জাল পরিচয়পত্র চক্রের ৭ ধৃত

শমিদীপ দত্ত

শিলিগুড়ি, ১৬ জুন : ভোটার কার্ড থেকে শুরু করে আধার কার্ড, বাদ পড়েনি প্যান কার্ডও। তবে আসল নয়, সবই নকল। অথচ এসব আসল হিসেবে বানিয়ে দেওয়া হবে বলে আশ্বাস দিয়ে প্রচুর টাকা আদায় করা হত। তাঁরা যে প্রতারিত হচ্ছেন তা উপভোক্তারা প্রথমদিকে কিছুতেই বুঝতে পারতেন না। স্পেশ্যাল অপারেশন গ্রুপ (এসওজি) ও ভক্তিনগর থানার পুলিশ এমনই এক প্রতারণা চক্রের পর্দা ফাঁস করল। ফকদইবাড়িতে স্টুডিও ও স্টেশনারি দোকানের আড়ালে অফিস তৈরি করে তাতে বায়োমেট্রিক মেশিন বসিয়ে মানুষকে বোকা বানিয়ে দিব্যি এই কারবার চালানো হত। শেষমেশ ক্রেতা সেজে এই চক্রের জড়িত এজেন্টের সঙ্গে যোগাযোগ করে ফিল্মি কায়দায় পুলিশ তাদের পাকড়াও করল।

এই ঘটনায় সাতজনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। ধৃতদের মধ্যে বাড়ির মালিক চিত্তরঞ্জন সরকার, রানিডাঙ্গার মংলু সিংহ, ফকদইবাড়ির হরিকিশোর রায়, গোঁসাইপুরের বিশ্বজিৎ রায় ও দেশবন্ধুপাড়ার আভেশ গুপ্ত এজেন্ট হিসেবে কাজ করত। আশিঘরের তেলিপাড়ার বাসিন্দা ষষ্ঠী মণ্ডল ও চয়নপাড়ার বাসিন্দা টিটু দাস ওই অফিসে জাল আধার কার্ড সহ বিভিন্ন ধরনের জাল পরিচয়পত্র বানাত। কম্পিউটারে বসে কার্ড বানানোর সময় পুলিশ ওই দুজনকে গ্রেপ্তার করে। শহর ও শহর সংলগ্ন এলাকায় বিভিন্ন সময়ই জাল আধার কার্ডের হদিস মিলছে। সম্প্রতি উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ে এক বাংলাদেশি ছাত্রের কাছ থেকেও জাল আধার কার্ডের হদিস মেলে। এসবের সঙ্গে এই চক্রই যুক্ত কিনা বলে প্রশ্ন উঠেছে। শিলিগুড়ি মেট্রোপলিটান পুলিসের ডিসিপি (ইস্ট) রাকেশ সিং বললেন, 'একটি সূত্র মারফত খবর পেয়ে আমরা নজরদারি চালাচ্ছিলাম। এখনও পর্যন্ত সাতজনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। আমাদের অভিযান চলছে।'

তদন্তকারীদের সূত্রে জানা গিয়েছে, মংলুর কাছে আধার কার্ড ও ভোটার কার্ড বানিয়ে দেওয়ার কথা বলা হলে সে ৩৫ হাজার টাকা দাবি করে। অগ্রিম হিসেবে সে ২০ হাজার টাকা নেয়। মংলু পরে এদিন সেই ক্রেতাকে ফকদইবাড়িতে থাকা চিত্তরঞ্জনের এই স্টুডিওতে নিয়ে যায়। বায়োমেট্রিকে ছাপ দেওয়ানোর কথা বলে নিয়ে তাঁকে সেখানে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল। এই চক্র শুধুমাত্র জাল আধার কার্ড ও প্যান কার্ড বানায় বলে মনে করলেও ওই ঘরে তল্লাশি চালাতেই তদন্তকারীদের চোখ কপালে ওঠার জোগাড়। তাঁরা দেখেন এই চক্র জাল কাস্ট সার্টিফিকেট, জন্ম শংসাপত্রও বানাত। পুলিশের প্রাথমিক অনুমান, গোটা উত্তরবঙ্গেই এই চক্র জাল বিস্তার করেছে। তদন্তকারীরা এই ঘটনায় বাড়ির মালিককে মূলচক্রী বলে মনে করছেন।

জাল আধার কার্ড, প্যান কার্ড তৈরির কাজে জড়িতরা।

মেয়েকে ধর্ষণের চেষ্টায় ধৃত বাবা

বক্সিরহাট, ১৬ জুন : ফাদার্স ডে ছিল রবিবার। বাবার সঙ্গে কাটানো মুহূর্তের ছবিতে ভরে উঠেছিল সোশ্যাল মিডিয়া। সেই দিনেই চোদ্দ বছর বয়সি মেয়েকে ধর্ষণের চেষ্টার অভিযোগ উঠল বাবার বিরুদ্ধে। ঘটনাটি ঘটেছে বক্সিরহাটের শালবাড়িতে। তুফানগঞ্জ এসডিপিও কান্নিধারা মনোজকুমার বলেন, 'তদন্তে নেমে সোমবার সকালে অভিযুক্তকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। ধৃতের বিরুদ্ধে পকসো ধারায় মামলা রুজু করে তদন্ত শুরু হয়েছে।' সোমবার নাবালিকার শারীরিক পরীক্ষার জন্য তুফানগঞ্জ মহকুমা হাসপাতালে পাঠানো হয়।

অভিযুক্তকে এদিনই তুফানগঞ্জ মহকুমা দায়রা আদালতে তোলা হয়। সরকারি আইনজীবী আমজাদ হোসেন জানান, ধৃতকে ১২ দিনের বিচার বিভাগীয় হেপাজতের নির্দেশ দিয়েছেন বিচারক।

ওই নাবালিকা স্থানীয় একটি স্কুলে নবম শ্রেণিতে পড়ে। বাড়িতে রয়েছেন মা-বাবা এবং ভাই। ভুটভুটি চালিয়ে যা আয় হয়, তা দিয়েই সংসার চলে। পরিবার সূত্রে জানা গিয়েছে, ঘটনার দিন স্ত্রী এবং ছেলেকে জোর করে কামাখ্যাগুড়িতে নিজের শ্বশুরবাড়িতে পাঠিয়ে দেয় অভিযুক্ত। অভিযোগ, ফাঁকা বাড়ির সুযোগে মেয়ের গোপনাঙ্গে স্পর্শ করার পাশাপাশি গলা চেপে ধরে জোরপূর্বক ধর্ষণের চেষ্টা করে বাবা। এরপর শৌচকর্মের নাম করে কোনওরকমে দৌড়ে প্রতিবেশীর বাড়িতে আশ্রয় নেয় মেয়ে। প্রতিবেশী কাকিমার কাছে বাবার কীর্তির বিষয়ে জানায়। ওই মহিলা ফোনে সবটা জানান নাবালিকার মাকে।

তিনি রাতেই স্বামীর নামে মেয়েকে যৌন নির্যাতনের চেষ্টা করার অভিযোগ দায়ের করেন। অন্যদিকে, বিষয়টি জানতেই অভিযুক্ত বাবা গা-ঢাকা দেওয়ার চেষ্টা করে। কিন্তু সোমবার সকালে তাকে পাকড়াও করেছে পুলিশ। নাবালিকার মা বললেন, 'শ্বশুরবাড়ি যাওয়ার জন্য কয়েকদিন ধরেই বলছিল ও। জোর করে সেদিন আমাকে আর ছেলেকে পাঠিয়ে দেয়। পরে মেয়েকে নিয়ে যাওয়ার কথাও বলে। তবে এরকম কাণ্ড ঘটাবে, বুঝতে পারিনি।'

পথে বিরাট গর্ত, বিপদ কানফাটায়

আশ্বাসই সার, সংস্কার হয়নি

বুল নমদাস

নয়ারহাট, ১৬ জুন : কাঁচা রাস্তার একাংশে ধস নেমে বিশাল দুটি গর্ত তৈরি হয়েছে। ঝুঁকি নিয়ে ওই পথে যাতায়াত করতে হচ্ছে এলাকার বাসিন্দাদের। মাথাভাঙ্গা-১ ব্লকের শিকারপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের কানফাটায় ওই কাঁচা রাস্তার একাংশে ধস নেমে ওই পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে দীর্ঘদিন ধরে। গর্ত বোজানোয় কোনও উদ্যোগ নেই প্রশাসনের।

শিকারপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান দীপিকা বর্মন অবশ্য আশ্বাস দিয়েছেন, 'সমস্যাটি খতিয়ে দেখে দ্রুত ব্যবস্থা নেওয়া হবে।' তৃণমূলের শিকারপুর অঞ্চল সভাপতি নিত্যজিৎ বর্মন সমস্যাটি স্বীকার করেছেন। তিনি বলেন, 'গ্রাম পঞ্চায়েতের সঙ্গে আলোচনা করে ওই দুটি গর্ত দ্রুত বুজিয়ে ফেলা হবে।'

কাঁচা রাস্তা সারাই না হওয়ায় স্থানীয় জনপ্রতিনিধি এবং নেতাদের ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে। এলাকাবাসী জানিয়েছেন, রাস্তায় বড়সড়ো আকারের গর্ত সৃষ্টি হওয়ায় দুর্ঘটনার আশঙ্কা বাড়ছে। দ্রুত গর্ত দুটি বোজানোর দাবি তুলে স্থানীয় বাসিন্দা ঘুটু বর্মন বলেন, 'এখানে মাঝেমধ্যে ছোটখাটো দুর্ঘটনা ঘটে। কয়েকদিন আগে এক মোটরবাইক আরোহী নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে বাইক সহ গর্তে পড়ে যান। আশপাশে উপস্থিত মানুষ তাঁকে টেনে তুলেছিলেন। বড় ধরনের দুর্ঘটনা এড়াতে গর্ত দুটি অবিলম্বে সংস্কার করা দরকার।'

স্থানীয় আরেক বাসিন্দা তরণীমোহন প্রামাণিক বললেন, 'কাঁচা রাস্তাটি দিয়ে কানফাটার পাশাপাশি পার্শ্ববর্তী দুয়াইসুয়াই এলাকার প্রচুর বাসিন্দা যাতায়াত করেন। স্থানীয় পড়ুয়ারাও ওই রাস্তা ব্যবহার করেন। ঝুঁকি নিয়ে বাইক এবং টোটো এই রাস্তা দিয়ে চলাচল করে। কৃষিনির্ভর এলাকা হওয়ায় কৃষিপণ্যও ওই রাস্তা দিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়। গর্ত দুটি সারাই হলে বহু মানুষ উপকৃত হবেন।'

রাস্তার পাশে রয়েছে একাধিক পুকুর। জানা গেল, বর্ষায় কয়েক বছর আগে জলের তোড়ে রাস্তায় ধস নেমে গর্ত দুটি তৈরি হয়েছিল। ২০২৪ সালে গ্রাম পঞ্চায়েতের উদ্যোগে গর্ত দুটি সংস্কার করা হলেও কিছুদিন যেতে না যেতে ফের গর্ত তৈরি হয়। ওই পথে সেই সময় থেকেই ঝুঁকি নিয়ে চলাচল করতে হচ্ছে।

কানফাটায় রাস্তা ভেঙে সৃষ্টি হয়েছে গর্ত।

রাস্তা বেহালে নাজেহাল

- গর্ত দুটি বোজানোর দাবি তুলেছেন স্থানীয় বাসিন্দারা
- গর্ত বোজানোর কোনও উদ্যোগ নেই প্রশাসনের
- বড় ধরনের দুর্ঘটনা এড়াতে গর্ত দুটি অবিলম্বে সংস্কার করা দরকার
- স্থানীয় জনপ্রতিনিধি এবং নেতাদের ভূমিকা নিয়ে উঠছে প্রশ্ন

ছোট্ট তারা

সঞ্চিতা দাস
তুফানগঞ্জ-১ ব্লকের খাসবস স্পেশাল ক্যাডার প্রাইমারি স্কুলের তৃতীয় শ্রেণির ছাত্রী। পড়াশোনার পাশাপাশি নৃত্যে নজর কেড়েছে এই খুদে।

রাস্তা সারাই

কোচবিহার, ১৬ জুন : রাস্তার একাংশজুড়ে তৈরি হয়েছে বিভিন্ন আকারের গর্ত। পিডব্লিউডির এগজিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ার মৃন্ময় দেবনাথ জানান, বর্ষাকালটা কোনওরকমে কাটানোর জন্য গর্তগুলোকে বুজিয়ে রাস্তাটি ম্যাস্টিক করা হচ্ছে। এই রাস্তার জন্য এস্টিমেট করা হয়েছে। অনুমোদন পেলেই পরবর্তীতে দিনহাটা রোড নতুন করে তৈরি করা হবে।

পাঠকের লেন্সে 8597258697 picforubs@gmail.com

জল ও জীবন।। ঘোষপুকুরে ছবিটি তুলেছেন ইসলামপুরের কৌশিক পাল।

সংসার চালাতে একাশিতেও কর্মব্যস্ত

শ্রীবাস মণ্ডল

ফুলবাড়ি, ১৬ জুন : পেট বড়ই বালাই। সেই পেট চালাতে বৃদ্ধ বয়সেও নিজের পেশাকে আঁকড়ে রেখেছেন মাথাভাঙ্গা-২ ব্লকের ফুলবাড়ির নবগঞ্জের সুশীল বর্মন। ৮১ বছর বয়সে এখনও প্রতিদিন ১০ থেকে ১২ কিলোমিটার সাইকেল চালান। বিভিন্ন এলাকায় পৌঁছে তিনি অ্যালুমিনিয়ামের বাসনপত্র এবং টিনের তৈরি বিভিন্ন জিনিস মেরামত করেন।

সোমবার তিনি বেরিয়েছিলেন পূর্ব ফুলবাড়ির উদ্দেশে। টুনিরটারিতে রাস্তার পাশে বসে এক বাড়ির অ্যালুমিনিয়ামের কিছু পাত্র মেরামত করছিলেন তিনি। সেখানেই কথা হচ্ছিল সুশীল বর্মনের সঙ্গে। ১২ বছর বয়স থেকে এই পেশার সঙ্গে যুক্ত রয়েছেন বলে জানালেন বৃদ্ধ।

নলকূপের ভূগর্ভস্থ জল তোলার পাইপ বসানোর কাজও তিনি জানেন। সময় পেলে এখনও সেই কাজ করেন বলে জানালেন। বললেন, 'একটা সময় এই কাজ করে ভালো রোজগার হত। সময়ের সঙ্গে তাল মিলিয়ে এখন বাসনপত্রের পরিবর্তন ঘটেছে। এখন পুরোনো বাসনপত্র মানুষ মেরামত করতে চান না, নতুন কিনতেই বেশি অভ্যস্ত। তাই রোজগারও কম হয়।' কেমন রোজগার হয়? জানালেন, খুব বেশি হলে দিনে ১৫০ থেকে ২০০ টাকা। কিন্তু এই টাকায় কি এখন দুজন মানুষের পেট চলে?

এক ছেলে এবং এক মেয়ে রয়েছে, দুজনেরই বিয়ে হয়ে গিয়েছে। এখন সুশীল এবং তাঁর স্ত্রী সুরবালা বর্মন মেয়ের বাড়িতেই থাকেন। সুরবালা পেশায় বিষহরা গানের শিল্পী। তিনি সরকারের তরফে প্রতি মাসে ১০০০ টাকা করে শিল্পী ভাতা পান। কিন্তু সুশীল বার্ধক্য ভাতাটাও পান না। পাননি সরকারি প্রকল্পের ঘরও।

নিজের কাজে ব্যস্ত সুশীল বর্মন।

আক্ষেপের সুরেই সুশীল বললেন, 'দুয়ারে সরকার শিবিরে বার্ধক্য ভাতার জন্য অনেকবার আবেদন করেছি। কিন্তু সেই ভাতা এখনও পর্যন্ত জোটেনি। সরকারি ভাতা পেলে কিছুটা সুরাহা হত।' প্রশাসনের তরফে বিষয়টি দেখার আর্জি জানালেন তিনি। কারণ শেষ বয়সে এসে আর কতদিন এই কাজ করতে পারবেন, সেই প্রশ্নই তুললেন। সুশীলের কথা শুনে ফুলবাড়ি গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান নিপেন বিশ্বাস অবশ্য খোঁজ নিয়ে দেখার আশ্বাস দিলেন। তাঁর কথায়, 'ওই বৃদ্ধ কেন সরকারি ভাতা পাচ্ছেন না, সেটা খতিয়ে দেখা হবে।'

বিচার চেয়ে পোস্টার

নয়ারহাট, ১৬ জুন : নয়ারহাটের ঝালমুড়ি বিক্রেতা সুভাষ বর্মনের হত্যাকাণ্ডের বিচার এবং জড়িতদের ফাঁসির দাবিতে পোস্টার সাঁটানো হল। দ্রুত তদন্ত শেষ করে চার্জশিট জমা করার দাবিও জানানো হয়। সোমবার পুঁটিমারির বাসিন্দাদের একাংশ নয়ারহাট বাজার সহ সংলগ্ন এলাকায় পোস্টারগুলি লাগান। মাথাভাঙ্গা থানার পুলিশ জানিয়েছে, তদন্ত অনেক দূর এগিয়েছে। আদালতে দ্রুত চার্জশিটও জমা পড়বে। ৬ মে মাথাভাঙ্গা-১ ব্লকের নয়ারহাট বাজারে সুভাষকে পিটিয়ে খুন করার অভিযোগ উঠেছিল। ঘটনার ১২ দিনের মাথায় খুনের অভিযোগে মাথাভাঙ্গা থানার পুলিশ রাহুল বর্মন নামে খাগড়িবাড়ির এক তরুণকে গ্রেপ্তার করেছিল। বর্তমানে রাহুল জেল হেপাজতে রয়েছে।

মুখোমুখি সংঘর্ষ

গোপালপুর, ১৬ জুন : মাথাভাঙ্গা-১ ব্লকের মাঝিরবাড়ি পাওয়ার হাউস এলাকায় সোমবার সকালে দুটি গাড়ির মুখোমুখি সংঘর্ষ ঘটে। একটি ট্রাক এবং ডাম্পারের সংঘর্ষে ডাম্পারটি রাস্তার ধারে উলটে যায়। আহত হন দুই গাড়ির চালক। দুর্ঘটনার জেরে বেশ কিছুক্ষণ যান চলাচল বন্ধ হয়ে পড়ে। মাথাভাঙ্গা থানার পুলিশ এসে যান চলাচল স্বাভাবিক করে।

শঙ্কার সেতু

পুনের ইন্দ্রায়ণী নদীর সেতু ভেঙে জলে পড়ে গিয়ে একাধিক মৃত্যুর ঘটনার পর দেশজুড়ে অন্য সেতুগুলির অবস্থা নিয়ে প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে। সরকারিভাবে স্বীকার করা না হলেও উত্তরবঙ্গের বহু সেতুরই বেহাল অবস্থা। খোঁজ নিল উত্তরবঙ্গ সংবাদ।

আলিপুরদুয়ার

বিপজ্জনক সেতু : ২১টি

বীরপাড়ায় ৪৮ নম্বর এশিয়ান হাইওয়েতে গ্যারগেন্ডা নদীর সেতু, বীরপাড়ার শিশুঝুমরায় হাওড়াধুরা এবং মুসলিমধুরার রাস্তার সেতু, আলিপুরদুয়ার-২ এবং কুমারগ্রাম ব্লকের সীমানায় মরা রায়ডাক নদীর সেতু, আলিপুরদুয়ার-১ ব্লকে সোনাপুর কলোনি মোড় থেকে খয়েরবাড়ি রাস্তায় বুড়ি নদীর সেতু, মথুরা থেকে নাথুয়াটারি যাওয়ার রাস্তায় চোপরো নদীর সেতু, আলিপুরদুয়ার-১ ব্লকের ৮ মাইল এবং উত্তর সোনাপুর এলাকায় কুমাই নদীর ২টি সেতু, কুমারগ্রামের এনকেএস গ্রাম পঞ্চায়েত অফিস সংলগ্ন বালুঝোরা সেতু, কুমারগ্রামের বিত্তিবাড়ি ডাহারু চৌপথি রোডে ঘোলানি ২ নম্বর সেতু, পুখড়িগ্রাম মধ্য হলদিবাড়ি রুটে ঘোলানি ৩ নম্বর সেতু, ফালাকাটার জটেশ্বর গুয়াবরনগর গ্রাম পঞ্চায়েতের সীমানায় বিরকিটি নদীর সেতু, জটেশ্বর দেওগাঁও সীমানায় মুজনাই নদীর বঙ্কিমেরঘাটের সেতু, জটেশ্বর খগেনহাট রোডে তাতাসি নদীর সেতু, ফালাকাটার ৮ মাইলে উড্ডা নদীর পাকা সেতু, রাঙ্গালিবাজনা ফালাকাটা রোডে মরাতোর্ষা নদীর ওপর সেতু

সবচেয়ে খারাপ অবস্থা

■ গ্যারগেন্ডা সেতু
১৯৬৮ সালে চীন-ভারত যুদ্ধের পর বীরপাড়া থেকে ৩১ নম্বর জাতীয় সড়কটি সম্প্রসারিত করা হয় ওই সময় তৈরি করা হয় গ্যারগেন্ডা নদীর সেতুটি। ২০১৫ সালে অ্যাপ্রোচ রোড ভেঙেছিল। এবছর অ্যাপ্রোচ রোড ভাঙার পাশাপাশি বসে গিয়েছে সেতুটি। কারণ পূর্বদিকের পিলার বসে গিয়েছে। ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে নোজ। ঝুঁকি নিয়ে গ্যারগেন্ডা সেতু পেরিয়ে উত্তর-পূর্ব ভারতের রাজ্যগুলিতে যাতায়াত করছে হাজার হাজার ভারী গাড়ি।

■ বঙ্কিম সেতু
ফালাকাটা ব্লকের দেওগাঁও এবং জটেশ্বর গ্রাম পঞ্চায়েতের সীমানায় মুজনাই নদীর ৮-১০টি ঘাটে আজও সেতু তৈরি করা হয়নি। আর কমবেশি ৫০ হাজার মানুষের ভরসা একমাত্র বঙ্কিমেরঘাটের পাকা সেতুটি ভীষণভাবে দুর্বল হয়ে পড়েছে। যান চলাচল করলে দুলতে থাকে সেতুটি।

■ তাতাসি সেতু
জটেশ্বরের তাতাসি নদীর সেতুর লোহার পাতগুলি দুর্বল হয়ে পড়েছে। রেলিং নিশ্চিহ্ন। বিপজ্জনক সেতুর ওপর দিয়ে বাস, মালবোঝাই ট্রাক এবং শ'য়ে শ'য়ে ছোট গাড়ি চলাচল করে।

■ মরাতোর্ষা সেতু
ফালাকাটার ৫ মাইলের কাছে মরাতোর্ষা সেতুটি প্রায় ৩৫ বছর আগে তৈরি করা হয়। পরবর্তীতে রাঙ্গালিবাজনা পাঁচ মাইল রোড পাকা করা হয়। প্রায় ৫০ হাজার মানুষের ভরসা সেতুটির রেলিংয়ের বেশিরভাগ অংশ বিচ্ছিন্ন।

■ উড্ডা সেতু
৩ এপ্রিল ফালাকাটার ৮ মাইলে উড্ডা নদীর সেতুর মাঝের অংশ বসে যায়। আজও মেরামত করা হয়নি। ঝুঁকি নিয়ে সেতু পারাপার করছেন হাজার হাজার মানুষ।

■ বালুঝোরা সেতু
সংকোশ চা বাগান, সংকোশ ও কুমারগ্রাম বনবস্তি সর্বোপরি ভুটানের কালিখোলা (লেময়জিংখা) মহকুমা শহর যাতায়াতের প্রধান রাস্তায় বিপজ্জনক বালুঝোরা সেতু পারাপার চলছে ঝুঁকি নিয়ে।

■ বুড়ি সেতু
সোনাপুর কলোনির বুড়ি নদীর সেতুর খুঁটি ক্ষতিগ্রস্ত হয় আট বছর আগে। জেলা পরিষদ পুনর্নির্মাণের জন্য টেন্ডার করলেও পরে বাতিল হয়। পুনরায় টেন্ডার হয়নি।

জলপাইগুড়ি

বিপজ্জনক সেতু : ১১টি

বিধাননগর গ্রাম পঞ্চায়েতের কূর্তি, চম্পাগুড়ি গ্রাম পঞ্চায়েতের অন্তর্গত নাগরাকাটা চা বাগানের সুখানি, লুকসান গ্রাম পঞ্চায়েতের লুকসান মোড়ে কুজি ডায়নার লালপুল, গয়েরকাটা-নাথুয়া রাজ্য সড়কের ওপর নোনাই, রাজগঞ্জ ব্লকে একাধিক গ্রাম সংযোগকারী তিস্তা লিংক ক্যানালের সেতু, বেলাকোবার বক্সীপাড়ার ক্যানাল সেতু, গৌরীহাটে করলা নদীর ওপর ভেঙে থাকা সেতু।

সবচেয়ে খারাপ অবস্থা

■ কূর্তি সেতু
সেতুটিকে দুর্বল ঘোষণা করে প্রশাসনিক স্তর থেকে সাইনবোর্ড লাগানো হয়েছে বহু আগেই। তবুও বিকল্প না থাকায় ওই সেতুর ওপর দিয়েই কার্যত প্রাণ হাতে করেই চলছে যাতায়াত। ওই পঞ্চায়েতের কয়েক হাজার বাসিন্দার যোগাযোগের একমাত্র মাধ্যম কূর্তি সেতু।

■ লালপুল
বছর চারেক আগে প্রবল জলস্ফীতির কারণে নাগরাকাটা ব্লকের লুকসানের কুজি ডায়না নদীর ওপর শতবর্ষ প্রাচীন লালপুলের পিলার বসে যায়। তারপর থেকে যাতায়াত বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। ফলে আশপাশের চ্যাংমারি, ধরণীপুর, ক্যারন চা বাগান সহ লালঝামেলা বস্তির বাসিন্দাদের ঘুরপথে যাতায়াত করা ছাড়া আর কোনও বিকল্প নেই।

■ ব্রিটিশ আমলের সেতু
নাগরাকাটা চা বাগানের ফ্যাক্টরি লাগোয়া একটি প্রাচীন সেতুর দশাও বেহাল। ভারী ট্রাক যাতায়াত তো দূরের কথা, ট্র্যাক্টর গেলেও সেতু দুলতে থাকে। নাগরাকাটার পাশাপাশি লাগোয়া হিলা চা বাগানের বাসিন্দাদেরও যাতায়াতের ভরসা ওই একমাত্র জীর্ণ সেতুই। বহুবার নানা স্থানে শ্রমিকরা দরবার করলেও কাজের কাজ কিছুই হয়নি।

■ নোনাই সেতু
গয়েরকাটা-নাথুয়া রাজ্য সড়কের ওপর বেহাল অবস্থায় পড়ে রয়েছে নোনাই সেতু। ৭ বছর আগে সেতুটি মাঝবরাবর বসে যাওয়ার পর আজও সংস্কার হয়নি। ডাইভারশন তৈরি করে দেওয়া হলেও সেখানে হাইট বার রয়েছে। তাই সেখান দিয়ে বাস চলাচল বন্ধ। বিপৎসংকুল অরণ্যপথে চলছে টোটোরিকশা ও ছোট গাড়িতে ঝুঁকির যাতায়াত।

■ ক্যানালের ওপর সেতু
রাজগঞ্জ ব্লকের উত্তর শিমুলগুড়ি, মেনঘরা, দক্ষিণ শিমুলগুড়ি, কুন্দরদিঘির মতো গ্রামগুলির মধ্যে সংযোগকারী তিস্তা-মহানন্দা লিংক ক্যানালের ওপর সেতু যেন মরণফাঁদ। যে কোনওদিন ভেঙে যেতে পারে। ছোট গাড়ি গেলেই সেতু দুলতে থাকে।

কোচবিহার

বিপজ্জনক সেতু : ২৩টি

কোচবিহার-১ ব্লকের হাঁড়িভাঙ্গার রাসমোহনেরঘাট সেতু, দিনহাটার নিগমনগর ঘাটপারের সেতু, উত্তর বড় হলদিবাড়ির তেঁতুলতলা, দেওয়ানগঞ্জের গিরিয়ার মোড়, আলসিয়ার মোড়, বেলতলি, পারমেখলিগঞ্জ গ্রাম পঞ্চায়েত দপ্তরের সামনের সেতু, কুচলিবাড়ির সতী নদীর শীতলা সেতু, আক্রার বাজার সংলগ্ন সেতু, খুঠামারা নদীর ওপর দেওশাল সেতু, গিরিধারী নদীর ওপর দেবনাথপাড়া সেতু, রত্নাই নদীর ওপর মাদুরঘাট সেতু, সিঙ্গিমারি নদীর বোচারঘাট সেতু, নিশিগঞ্জ-১ গ্রাম পঞ্চায়েতের চকিয়ারছড়া নদীর সেতু, মাথাভাঙ্গা-১ ব্লকের নয়ারহাট বাজার সংলগ্ন সেতু, গোপালপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের শিউলি সেতু, ঘোকসাডাঙ্গা-আটপুকুরি রাস্তার সেতু, জয়ন্তীরহাট পারডুবির মাঝে দোলং নদীর সেতু, ফেশ্যাবাড়িতে শালটিয়ার সেতু, মাথাভাঙ্গা-শীতলকুচি সড়কে উপেন বর্মন সেতু, তুফানগঞ্জ-১ ব্লকের জমেরডাঙ্গা এলাকার খোঁড়া নদীর সেতু, উত্তর ধলপল এলাকার সেতু, জামালদহ-রানিরহাট রাস্তার সুটুঙ্গা সেতু

সবচেয়ে খারাপ অবস্থা

■ **দিনহাটার নিগমনগর ঘাটপারের সেতু**
দিনহাটার নিগমনগর ঘাটপারের সেতু দিয়ে গাড়ি যাওয়ার সময় সেতুটি দোলে। বহুবার প্রশাসনের কাছে আবেদন করেও লাভ হয়নি। কয়েকদিন আগেই পাশ্ববর্তী সিতাইয়ের গিরিধারী নদীর সেতুটি ভেঙে পড়েছে

■ **হলদিবাড়ির সেতু**
২০১৯ সালের নভেম্বর হলদিবাড়ি ব্লকের পাঁচটি বেহাল সেতুকে অত্যন্ত বিপজ্জনক হিসেবে চিহ্নিত করা হয়। ভারী যানবাহন নিয়ন্ত্রণে সেতুগুলির দুই প্রান্তে হাইটবার লাগানো হয়েছে। উত্তর বড় হলদিবাড়ির তেঁতুলতলা, দেওয়ানগঞ্জের গিরিয়ার মোড়, আলসিয়ার মোড়, বেলতলি ও পারমেখলিগঞ্জ গ্রাম পঞ্চায়েত দপ্তরের সামনে থাকা সেতুর বেহাল অবস্থা।

■ **শীতলা সেতু**
মেখলিগঞ্জের কুচলিবাড়ির সতী নদীর শীতলা সেতুর দুই ধারে রাস্তা ধসে গিয়েছে। সেতুর লোহার খুঁটি মরচে পড়ে ক্ষয়ে হয়েছে। ঝুঁকি নিয়ে যাতায়াত চলছে।

■ **রাসমোহনের ঘাটের সেতু**
কোচবিহার-১ ব্লকের হাঁড়িভাঙ্গার গ্রাম পঞ্চায়েতের রাসমোহনের ঘাটে ৪০ বছরের পুরোনো লোহার সেতু খুবই দুর্বল। কাঠামো দুর্বল হওয়ায় সেতুতে উঠলে তা রীতিমতো দুলতে থাকে।

■ **চকিয়ারছড়া সেতু**
নিশিগঞ্জ-১ গ্রাম পঞ্চায়েতের চকিয়ারছড়া নদীর ওপর দুর্বল লোহার সেতু দিয়ে গাড়ি পারাপার হওয়ার সময় সরু সেতুটি দুলতে থাকে।

■ **শিমুলগুড়ি ও শিউলি সেতু**
মাথাভাঙ্গা-১ ব্লকের নয়ারহাট বাজার সংলগ্ন শিমুলগুড়িতে উপনি নদীর কাঠের সেতুর পাটাতনের একাংশ খুলে গিয়েছে। মরচে ধরে লোহার খুঁটির সংকটজনক অবস্থা। ভারী যানবাহন চলাচল বন্ধ। তবে টোটো ও বাইক গেলেও সেতুটি কেঁপে ওঠে। গোপালপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের বুড়াবুড়ি এলাকায় শিউলি সেতুর খুঁটিতে মরচে ধরে ক্ষয় হয়ে গিয়েছে। রেলিংও ভেঙে গিয়েছে। ভারী যানবাহন চলাচলের সময় দুলতে থাকে সেতুটি।

■ **শালটিয়া সেতু**
ফেশ্যাবাড়িতে শালটিয়ার ওপর ভগ্নপ্রায় সেতুতে জীবনের ঝুঁকি নিয়ে পারাপার চলে। রেলিং ভেঙে গিয়েছে। লোহার খুঁটি মরচে ধরে ক্ষয়ে গিয়েছে। গাড়ি পারাপারের সময় সেতু দুলতে থাকে।

■ **উপেন বর্মন সেতু**
মাথাভাঙ্গা-শীতলকুচি সড়কে ধরলা নদীর ওপর উপেন বর্মন সেতুর একটি পিলারে ফাটল ধরেছে। ৫ বছর আগে পূর্ত দপ্তরের তরফে সেতুটি দুর্বল ঘোষণা করা হয়। বর্তমানে সেতুর দুইদিকের হাইটবার ভেঙে যাওয়ায় সেতুটি সংকটজনক অবস্থায় রয়েছে।

■ **খোঁড়া নদীর সেতু**
তুফানগঞ্জ-১ ব্লকের যমেরডাঙ্গা এলাকায় খোঁড়া নদীর ওপর প্রায় তিন দশক আগে একটি লোহার পিলারযুক্ত সেতু করা হয়। বর্তমানে পিলারে মরচে পড়েছে। সেতুটি ভেঙে পড়ার আশঙ্কা করছেন স্থানীয়রা। উত্তর ধলপল এলাকায় প্রায় দুই দশক আগে জেলা পরিষদের অর্থসাহায্যে পাকা সেতু করা হয়। বর্তমানে সেতুটিতে ফাটল দেখা গিয়েছে।

■ **সুটুঙ্গা সেতু**
জামালদহ-রানিরহাট সংযোগকারী রাস্তার সুটুঙ্গা সেতুর নীচ থেকে অবাধে বালি তোলার ফলে সেতুটিতে ক্ষতির আশঙ্কা দেখা গিয়েছে। যানবাহন চলাচল করলে দুলতে থাকে এই সেতুটি।

মন্ত্রী বলছেন

উত্তরবঙ্গের প্রতিটি জেলাতেই আমরা রাস্তাঘাটের পাশাপাশি সেতু তৈরির কাজ করছি। তবে, সবটা করা আমাদের পক্ষে সম্ভব নয়। বাজেটের মধ্যে থেকেই আমাদের কাজ করতে হচ্ছে। বাকি কাজ পূর্ত দপ্তর করছে।

-উদয়ন গুহ, উত্তরবঙ্গ উন্নয়নমন্ত্রী

শহরে ব্রডব্যান্ডের তার গোছানোর কাজ শুরু। সোমবার। - জয়দেব দাস

কেবল গোছাচ্ছেন অপারেটররা

গৌরহরি দাস

কোচবিহার, ১৬ জুন : খবরের জেরে কেবল ও ব্রডব্যান্ডের তার গোছানোর কাজ শুরু হল। সোমবার কেবল ও ব্রডব্যান্ড অপারেটর্স সংগঠনের যৌথ উদ্যোগে কোচবিহার শহরের মদনমোহন ঠাকুরবাড়ি এলাকায়। কেবল ও ব্রডব্যান্ডের তার গোটা শহরের রাস্তার উপর কীভাবে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে রয়েছে তা নিয়ে গত ৯ জুন উত্তরবঙ্গ সংবাদে প্রতিবেদন প্রকাশিত হয়। এদিন থেকে প্রায় ৫০টি অপারেটর্সের প্রতিনিধিরা এই কাজ শুরু করেছেন। গোটা শহরে একইভাবে এই তার গোছানোর কাজ তারা করবে বলে জানিয়েছে। শহরের কেবল অপারেটর সংস্থার কর্ণধার রানা দাস বলেন, 'শহরের রাস্তার উপর যেভাবে কেবল ও ব্রডব্যান্ডের তার পড়ে রয়েছে, তা হেরিটেজ শহরের পক্ষে খুবই বেমানান ও দৃষ্টিকটু। সেকারণে কেবল ও ব্রডব্যান্ড অপারেটর্স সংগঠনের তরফে আমরা তার গোছানোর কাজ শুরু করেছি।'

এদিন মদনমোহনবাড়ির সামনে গিয়ে দেখা গেল, অপারেটর্সের প্রতিনিধিরা কেউ মইয়ে উঠে তার ঠিক করছেন। কেউ আবার উঁচু লাঠি সহ বিভিন্ন যন্ত্র দিয়ে তার গোছাতে ব্যস্ত। তাঁরা জানিয়েছেন, সামনেই রথযাত্রা অনুষ্ঠান রয়েছে। প্রতিবছর মদনমোহনের রথযাত্রার সময় রথ আটকে যাওয়ার কারণে প্রচুর কেবল ও ব্রডব্যান্ডের তার কাটতে হয়। সেজন্য প্রাথমিকভাবে মদনমোহনবাড়ির সামনে রথ যাওয়ার যে রাস্তা অর্থাৎ বিশ্বসিংহ রোড হয়ে রাজবাড়ির সামনে কেশব রোড হয়ে গুঞ্জবাড়ি পর্যন্ত রাস্তার উপর ছড়িয়ে থাকা তারগুলি তাঁরা ঠিক করবেন। পরে একইভাবে গোটা শহরে কাজ করা হবে।

বর্তমানে শহরে কেবল ও ব্রডব্যান্ডের তারগুলি রাস্তার উপরে যে যেখান দিয়ে পেরেছে নিয়ে গিয়েছে। বিভিন্ন জায়গায় ছিঁড়ে গিয়ে তারগুলি রাস্তার উপর ঝুলছে।

উদ্যোগ

■ কেবল ও ব্রডব্যান্ডের তার গোছানোর কাজ শুরু হল

■ সোমবার কেবল ও ব্রডব্যান্ড অপারেটর্স সংগঠনের যৌথ উদ্যোগে কোচবিহার শহরের মদনমোহন ঠাকুরবাড়ি এলাকায়

■ এদিন থেকে প্রায় ৫০টি অপারেটর্সের প্রতিনিধিরা এই কাজ শুরু করেছেন

■ গোটা শহরে একইভাবে তার গোছানোর কাজ করা হবে

এতে গোটা শহরের সৌন্দর্য যেন ঢাকা পড়ে গিয়েছে। এবার থেকে অপারেটর্স সংগঠন সেই তারগুলি রাস্তার একপাশ দিয়ে একসঙ্গে রোল করে নিয়ে যাবে। ফলে রাস্তা দিয়ে যানবাহন চলাচল করতে সমস্যা হবে না। পাশাপাশি দৃশ্য দূষণ কমবে। কোচবিহারের সাধারণ মানুষ এই উদ্যোগকে স্বাগত জানিয়েছেন।

মায়ের বকুনিতে 'আত্মঘাতী' কিশোর

মনোজ বর্মন

শীতলকুচি, ১৬ জুন : মোবাইলে গেম খেলা নিয়ে এক কিশোরকে তার মা বকাঝকা করায় সে আত্মঘাতী হয়েছে বলে অভিযোগ উঠেছে। রবিবার শীতলকুচি ব্লকের পশ্চিম শীতলকুচি গ্রামে ঘটনাটি ঘটে। শীতলকুচি গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান পাপড়ি বর্মন বললেন, 'ওই পড়ুয়ার মৃত্যুতে আমরা শোকাহত। শিশু এবং কিশোর-কিশোরীদের একাংশ মোবাইলে আসক্ত হয়ে পড়ছে। অভিভাবকরা সচেতন না হলে এধরনের ঘটনার পুনরাবৃত্তি হবে।' শীতলকুচি থানার ওসি অ্যান্থনি হোড়ো বলেন, 'মৃতদেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য মাথাভাঙ্গা মর্গে পাঠানো হয়েছে। ঘটনার তদন্ত শুরু হয়েছে।'

কয়েকমাস আগে গোপীনাথ হাইস্কুলের অষ্টম শ্রেণির ওই ছাত্রের বাবা মারা যান। ওই কিশোর মায়ের সঙ্গে থাকত। পরিবারের সদস্যরা জানিয়েছেন, মোবাইল হাতে পেলে ওই পড়ুয়া লেখাপড়া করতেই চাইত না। এজন্য তার মা ওই কিশোরকে বকাঝকা করেন। মোবাইল ফোন ঘাঁটা ছেড়ে লেখাপড়া করতে বলেন। অভিযোগ, এরই জেরে অভিমানে ওই কিশোর শোয়ার ঘরের দরজা বন্ধ করে মায়ের শাড়ি দিয়ে গলায় ফাঁস দিয়ে ঝুলে পড়ে। পরিবারের সদস্যরা পরে ওই পড়ুয়াকে শীতলকুচি ব্লক প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে নিয়ে গেলে কর্তব্যরত চিকিৎসক তাকে মৃত বলে ঘোষণা করেন।

মৃত কিশোরের জেঠু বললেন, 'মোবাইল গেম খেলা নিয়ে সামান্য বকাঝকার জেরে এমনটা যে ঘটে যেতে পারে তা আমরা ভাবতেই পারছি না।'

মোবাইল গেম খেলা নিয়ে সামান্য বকাঝকার জেরে এমনটা যে ঘটে যেতে পারে তা আমরা ভাবতেই পারছি না।

মৃতের জেঠু

কোর্টের গাছ কাটায় বিতর্ক

দিনহাটা ও গোপালপুর, ১৬ জুন : রাতের অন্ধকারে কে বা কারা দিনহাটা কোর্ট চত্বরের চারটি গাছ কেটে ফেলেছে বলে অভিযোগ। কার নির্দেশে ওই গাছগুলি কাটা হল তা নিয়ে ধোঁয়াশা রয়েছে। আইনজীবী জাকারিয়া হোসেন বলেন, 'রবিবার কোর্ট বন্ধ ছিল। সেই সুযোগে বার অ্যাসোসিয়েশনের পিওন বিদ্যুৎ রায় কনট্রাক্টরের নির্দেশে গাছগুলো কেটে দিয়েছেন বলে আমার অনুমান।' যদিও অভিযোগ অস্বীকার করে বিদ্যুৎ বলেন, 'বার অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি তাহিরুল ইসলাম গাছ কাটার নির্দেশ দিয়েছিলেন।' এদিকে আবার তাহিরুল বলেন, 'গাছ কাটার বিষয়ে আমার কিছু জানা নেই।'

অন্যদিকে, মাথাভাঙ্গা-১ ব্লকে হাজরাহাট-১ গ্রাম পঞ্চায়েতের দইভাঙ্গি বনাঞ্চলে চারাগাছ নষ্টর অভিযোগ উঠল। বিষয়টি নিয়ে থানায় অভিযোগ জানিয়েছে বন দপ্তর।

হিউমপাইপ দিয়ে ঝুঁকির যাতায়াত

তন্দ্রা চক্রবর্তী দাস

কোচবিহার, ১৬ জুন : সমস্যা যেন মিটতেই চাইছে না ছাট গুড়িয়াহাটি-২ গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায়। একদিকে পানীয় জল, আরেকদিকে নর্দমা নিয়ে এমনিতেই জেরবার হয়ে আছেন সেখানকার মানুষ। এবার উঠে এল আরেকটা ভয়াবহ সমস্যা। একটা বিরাট অংশের লোকজনের যাতায়াতের একমাত্র রাস্তা হল হিউমপাইপ। শুনতে অবাক লাগলেও বাস্তবে তাই হচ্ছে।

স্থানীয় বাসিন্দা মৃণালকান্তি চক্রবর্তীর কথায়, 'বাচ্চারা এই রাস্তা দিয়েই স্কুলে যায়। অনেক সময় মুমূর্ষু রোগীকে এই হিউমপাইপের উপর দিয়েই হাসপাতালে নিয়ে যেতে হয়। এই হিউমপাইপটি কোনও কারণে ভেঙে গেলে যোগাযোগের একমাত্র রাস্তাটি সবার জন্য বন্ধ হয়ে যাবে। আমরা দ্রুত হিউমপাইপের উপর কালভার্ট তৈরির দাবি করছি।'

ছাট গুড়িয়াহাটি গ্রাম পঞ্চায়েতের চারটি বুথের লোকজনের যাওয়া আসার রাস্তার অবস্থা খুবই সংকটজনক। ১৬৩ নম্বর বুথে নর্দমার ওপর কালভার্ট নেই। কালভার্টের জায়গায় রয়েছে একটি হিউমপাইপ।

কালভার্টের দাবি

এই হিউমপাইপের উপর দিয়েই যাওয়া আসা করছেন মানুষজন। রেললাইনের দুই ধারে বাসিন্দাদের যাওয়া-আসার ওই একটিই রাস্তা। সেই রাস্তাটি ১৬৩ নম্বর বুথ ছাড়াও ১৬৪, ১৬৬ নম্বর বুথ এবং নতুনপল্লির প্রায় হাজার চারেক বাসিন্দা ব্যবহার করে থাকেন।

বছর ১৫-২০ আগে ওই হিউমপাইপ বসানো হয়েছিল। তারপর বহুবার কালভার্টের দাবি ওঠে সেখানে। কিন্তু এলাকাবাসীদের কথা দিলেও আজ পর্যন্ত সেই কালভার্ট তৈরি করা হয়নি বলে অভিযোগ। এই নর্দমার ওপর হিউমপাইপের জায়গায় যদি একটা উঁচু কালভার্ট তৈরি করে দেওয়া হয় তাহলে এলাকাবাসীদের খুব সুবিধা হবে।

এ বিষয়ে ছাট গুড়িয়াহাটি-২ গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান বিশ্বজিৎ মল্লিককে একাধিকবার ফোন করা হলেও ফোন না তোলায় তার সঙ্গে যোগাযোগ করা সম্ভব হয়নি। তবে স্থানীয় পঞ্চায়েত নুরজাহান বিবি বলেন, 'এক বছর আগেই এই কালভার্টের জন্য প্রস্তাব দেওয়া আছে। অঞ্চল মিটিংয়ে এই নিয়ে আলোচনাও হয়েছে। টাকা ঢুকলেই কালভার্ট করে দেওয়া হবে।'

স্বেচ্ছায় জমি দান

হলদিবাড়ি, ১৬ জুন : বালাডাঙ্গা-শিমুলতলী রথযাত্রা কমিটি সোমবার জগন্নাথ মন্দির তৈরির জন্য বৈঠক করল। মন্দির তৈরীর প্রয়োজনীয় জমি দান করার সিদ্ধান্তের কথা ঘোষণা করেন কমিটির এক বরিষ্ঠ সদস্য আনন্দ সরকার। কমিটির সভাপতি অরুণ সরকার বলেন, 'এখানের রথযাত্রা এবার ৫৫ তম বর্ষে পদার্পণ করবে। মেলা শেষ হলে দান করা জমিতে জগন্নাথ মন্দির গড়ে তোলার কাজ শুরু করা হবে।'

কাজের সূচনা

শীতলকুচি, ১৬ জুন : শীতলকুচি ব্লকের গোঁসাইরহাট ও গোলেনাওহাটি গ্রাম পঞ্চায়েতে সোমবার থেকে ছয়টি কংক্রিটের রাস্তার কাজের সূচনা হল। সূচনা করলেন শীতলকুচি কলেজের পরিচালন সমিতির সদস্য তপনকুমার গুহ। উপস্থিত ছিলেন পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি মদন বর্মন, গোলেনাওহাটি গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান রফিকুল ইসলাম প্রমুখ।

RABINDRA BHARATI UNIVERSITY
56 A B.T. Road, Kolkata-700050

Admission Notice : FC/UG/05/25 Dated : 17/06/2025

Online application are invited for admission to 4(four)-year Under Graduate Programme under the National Curriculum and Credit Framework (NCCF) in the following subjects:

1) Subjects under Faculty of Fine Arts:
Rabindra Sangeet, Vocal Music, Dance, Drama, Instrumental Music, Percussion and Western Classical Music

2) Subjects under Faculty of Visual Arts:
Painting, Sculpture, History of Art, Graphics-Printmaking and Applied Art.

Application Forms can be filled up Online on the University admission portal https://online.rbu.net.in from 18/06/2025 to 01/07/2025.
For further details, please visit the University website (www.rbu.ac.in) and admission portal (https://online.rbu.net.in).
For the subjects under the Faculty of Arts please follow the W.B. Centralized Admission Portal.

Sd/-
Secretary, Faculty Councils

■ ৪৬ বর্ষ ■ ৩০ সংখ্যা, মঙ্গলবার, ২ আষাঢ় ১৪৩২

ঘৃণার যুদ্ধ

বিদ্বেষের জাল গ্রাস করছে পৃথিবীকে। সেই বিদ্বেষের তীব্রতা বিশ্বে নতুন করে যুদ্ধ ডেকে আনছে। এই বিদ্বেষের অন্যতম কারণ উগ্র জাতীয়তাবাদী ভাবনা। আরেক কারণ ধর্মীয় বিভাজন। ইজরায়েল-ইরান সংঘাতকে ধর্মযুদ্ধ বলা যাবে না ঠিকই, কিন্তু এতে সন্দেহ নেই যে, এই যুদ্ধ ধর্মীয় বিদ্বেষের কারণে। একদিকে ইহুদি জনগোষ্ঠীর তীব্র মুসলিম বিদ্বেষ, অন্যদিকে ইহুদিদের প্রতি মুসলিম বিশ্বের একাংশের চরম ঘৃণা চরমসীমায় পৌঁছানোয় ভয়ংকর এই যুদ্ধ পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে।

যুদ্ধটা পশ্চিম এশিয়ায় হলেও অভিঘাত ছড়িয়ে পড়ছে ইউরোপ, আমেরিকাজুড়ে। ওই দুই মহাদেশের অধিকাংশ দেশ ইরানের বিরুদ্ধাচরণ করছে মুসলিম বিদ্বেষের কারণেই। আমেরিকা, ব্রিটেন, ফ্রান্স ইত্যাদি খ্রিস্টান ধর্ম প্রভাবিত দেশ কার্যত তেল আভিভকে নিঃশর্তে সমর্থন করছে। বর্তমান বিশ্বে দক্ষিণপন্থার কান্ডারি মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প সর্বশক্তি নিয়ে ইরানে ঝাঁপিয়ে পড়ার হুমকি দিচ্ছেন। পশ্চিম এশিয়ার মার্কিন ঘাঁটিগুলিতে তেহরান আগাম হামলার হুঁশিয়ারি দিয়েছে একই বিদ্বেষের কারণে।

পৃথিবীতে ইহুদিদের একমাত্র দেশ ইজরায়েলের পাশাপাশি ইউরোপ-আমেরিকার দেশগুলি ইরানের চোখে ধর্মীয় শত্রু। বিপরীতে শিয়া-সুন্নি বিভেদে মুসলিম বিশ্ব কিন্তু দ্বিধাবিভক্ত। অনেক মুসলিম দেশ ইরানের বিরোধিতায় শামিল। কিন্তু ইসলাম ধর্মকে কেন্দ্র করে ইরানের বর্তমান শাসকরা একধরনের উগ্র জাতীয়তাবাদী চেতনা তৈরি করে নিজেদের ক্ষমতা ধরে রাখতে মরিয়া। এই চেতনায় ইরানের সব মানুষ বিশ্বাস না করলেও আয়াতুল্লা খামেনেই-এর জমানা দেশে সন্ত্রাসের রাজত্ব কায়েম করেছে।

সংযত না হলে এই যুদ্ধের সুদূরপ্রসারী পরিণাম হতে পারে। যদিও ভূখণ্ড দখলের মতো সাম্রাজ্যবাদী অভিযান এই যুদ্ধের লক্ষ্য নয়। এই সংঘাতের পিছনে রয়েছে অপরের ধর্মকে কোণঠাসা, এমনকি নির্মূল করার বাসনা। যে কারণে ইরানের প্রধান শাসক আলি খামেনেইকে ইজরায়েলের শাসকদের প্রাণে খতম করার পরিকল্পনার কথা শোনা যাচ্ছে। যদিও তার পরিণাম ভয়ংকর হয়ে উঠতে পারে আঁচ করে তেল আভিভকে আপাতত নিরস্ত করেছেন ট্রাম্প।

নিরস্ত করেছেন বলে সেই পরিকল্পনা হিমঘরে নাও চলে গিয়ে থাকতে পারে। ধর্মীয় বিদ্বেষ ধিকিধিকি করে জ্বলে। যে আগুনে ছারখার হয়ে যেতে পারে অনেককিছু। সেই পরিস্থিতি তৈরি হলে বদলে যেতে পারে বিশ্বের অনেক সমীকরণ। ভারতবর্ষ, পাকিস্তান বা বাংলাদেশে মেরুকরণ যেমন অশান্তি ডেকে আনছে, ইজরায়েল-ইরান যুদ্ধ চলতে থাকলে তেমনই বিশ্বব্যাপী ধর্মীয় উন্মাদনা আরও উসকে ওঠা অসম্ভব নয়।

ধর্মীয় বিদ্বেষের কারণে প্যালেস্তাইন ও ইজরায়েলের তিক্ততা চলছে দশকের পর দশক। সেই বিরোধ পৃথিবীব্যাপী মেরুকরণের প্রভাবে চরমাকার নিয়েছে বলে হামাস প্রথমে ইজরায়েলে হামলা ও অপহরণের মতো ঘৃণ্য কাজ করেছিল। বদলা নিতে প্যালেস্তাইনকে কার্যত ধ্বংসস্তূপে পরিণত করে দিয়েছে দক্ষিণপন্থার আরেক প্রতিভূ বেঞ্জামিন নেতানিয়াহুর সরকার। প্যালেস্তাইনকে কার্যত নিশ্চিহ্ন করে এই সুযোগে নিজের ক্ষমতা নিশ্চিত করতে মরিয়া ইজরায়েলের প্রধানমন্ত্রী।

একথা স্পষ্ট যে, নেতানিয়াহু বা খামেনেই নিজেদের শাসন সুরক্ষিত রাখতে ধর্মীয় বিদ্বেষ উসকে দিচ্ছেন ভয়ংকরভাবে। নিজের ঘরে আগুন লাগতে পারে বুঝেও নিজেদের লক্ষ্যে অনড় তাঁরা। ধর্মের এই রোষানল মানবতার পাশাপাশি সভ্যতার ধ্বংসযজ্ঞ শুরু করেছে। বিশেষ করে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির ওপর চরম আঘাত হানছে এই যুদ্ধ।

সংঘাতে যেমন বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি ব্যবহার হচ্ছে, তেমনই ধ্বংসও হচ্ছে। দু'দেশের বিমানঘাঁটি, অস্ত্রাগার, তেল ও গ্যাসের ভাণ্ডারের ওপর হামলায় সেই ধ্বংসের চেহারাটা স্পষ্ট। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির কোটি কোটি টাকার সম্পদ শুধু নয়, অত্যন্ত দক্ষ বিজ্ঞানীদের নির্মূল করা হচ্ছে। যে ধ্বংস হয়েছে রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধে, মায়ানমার, সিরিয়া কিংবা দক্ষিণ আফ্রিকার অনেক দেশের ঘরোয়া যুদ্ধেও। বিজ্ঞানকে ধ্বংস করে, বিজ্ঞান ও যুক্তিবাদী চেতনাকে বিনষ্ট করে সভ্যতাকে পিছিয়ে দেওয়ার মারণযজ্ঞ শুরু হয়েছে পৃথিবীতে। এ যুদ্ধ ঘৃণার, বিদ্বেষের।

অমৃতধারা

অনুতাপ কর, কিন্তু স্মরণ রেখো যেন পুনরায় অনুতপ্ত হতে না হয়। যখনই তোমার কুকর্মের জন্য তুমি অনুতপ্ত হবে, তখনই পরমপিতা তোমাকে ক্ষমা করবেন, আর ক্ষমা হলেই বুঝতে পারবে, তোমার হৃদয়ে পবিত্র সান্ত্বনা আসছে, আর তা হলেই তুমি বিনীত, শান্ত ও আনন্দিত হবে। যে অনুতপ্ত হয়েও পুনরায় সেই প্রকার দুষ্কর্মে রত হয়, বুঝতে হবে যে সত্বরই অত্যন্ত দুর্গতিতে পতিত হবে। শুধু মুখে মুখে অনুতাপ অনুতাপই নয় ও আরও অন্তরে অনুতাপ আসার অন্তরায়। প্রকৃত অনুতাপ এলে তার সমস্ত লক্ষণই অল্পবিস্তর প্রকাশ পায়। জগতে মানুষ যত কিছু দুঃখ পায় তার অধিকাংশই কামিনী-কাঞ্চনে আসক্তি থেকে আসে ও দুটো থেকে যত দূরে সরে থাকা যায় ততই মঙ্গল।

-শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূলচন্দ্র

তিন যুদ্ধের স্মৃতি ভোলা খুব কঠিন

ইদানীং শুধু যুদ্ধ যুদ্ধ হুংকার পৃথিবীজুড়ে। কোথাও সরকারিভাবে যুদ্ধ ঘোষণা হয়েছে, কোথাও হয়নি।

অশোক ভট্টাচার্য

যুদ্ধ নিয়ে বিভিন্ন দেশে চর্চার মাঝে ছোটবেলার আমার কিছু কথা আজও মনে পড়ে। তিনটি যুদ্ধের কথা আমার স্মরণে যা আছে, তা নিয়েই আমার কিছু কথা।

যুদ্ধের প্রথম অভিজ্ঞতা ১৯৬২ সালে চিন-ভারত যুদ্ধের কয়েকটি দিনের। সেই প্রথম সাইরেনের আওয়াজ শুনেছিলাম। সেটা কেমন, তখনই তা বুঝেছিলাম। সেই সময় থেকেই যুদ্ধ নিয়ে মনের মধ্যে একটা আতঙ্ক সৃষ্টি হয়েছিল। শিলিগুড়িতে আমার অনেক স্কুলের বন্ধুদের মধ্যেও সেই সময় যুদ্ধ নিয়ে আমার মতোই মানসিক অবস্থার সৃষ্টি হয়েছিল। যতদূর মনে পড়ে সেই সময়ে ট্রেঞ্চে ঢুকতে হয়নি।

প্রথমে শুনেছিলাম, চিনারা কালিম্পং হয়ে শিলিগুড়িতে ঢুকবে। পরে দেখলাম, চিনাবাহিনী ম্যাকমোহন লাইন পেরিয়ে নেফার বোমডিলা হয়ে অসমের তেজপুরের কাছাকাছি চলে এসেছে। তখন আমাদের বাড়িতে রাখা হত যুগান্তর পত্রিকা। খবর শোনার জন্য একমাত্র ভরসা ছিল রেডিও। আকাশবাণীতে তিনজনের খবর শোনার জন্য আকুল হয়ে অপেক্ষায় থাকতাম। বাংলা সংবাদের তিন পাঠক বা পাঠিকারা ছিলেন তখন নীলিমা সান্যাল, ইভা নাগ আর বিজন বোস। তাঁরা সংবাদ পাঠ করতেন ভারতীয় সৈন্যরা কীভাবে 'বীর বিক্রমে' পশ্চাদপসরণ করছে। শুনতে শুনতে খুব কষ্ট পেতাম।

সেই সময় দেখতাম পাড়ায় পাড়ায় দেশপ্রেমের আবেগ ছড়িয়ে পড়তে। পাড়ায় পাড়ায় পোস্টার পড়ত 'চিনের ড্রাগন ভারত ছাড়ো'। আমার কাকা জগদীশ ভট্টাচার্য তখন শিলিগুড়ি-কার্সিয়াং কেন্দ্র থেকে কংগ্রেস বিধায়ক ছিলেন। ফলে আমাদের পরিবারেও দেশপ্রেমের আবেগের প্রভাব কিছুটা হলেও পড়েছিল। কংগ্রেস ও সরকারের পক্ষ থেকে আবেদন জানানো হত, 'আমেরিকা আমাদের বন্ধু দেশ'। সেখান থেকে অস্ত্র কিনতে হবে, এর জন্য সোনা দরকার।

বাঘা যতীন পার্কে এক জনসভা হল। সভায় রাজ্যের তখনকার কয়েকজন মন্ত্রীও ছিলেন। তাঁরা উপস্থিত সকলের কাছে সোনার গয়না দান করবার আহ্বান জানান। বলেছিলেন অস্ত্র কিনতে সোনা দরকার। অনেককেই দেখেছি সাড়া দিয়ে সোনার গয়না দান করতে। আমার মাকেও দেখেছিলাম আবেগে হাতের দুটি সোনার চুড়ি দান করতে। এভাবে বহু সোনার গয়না কাপড়ের পুটুলি করে কলকাতায় নিয়ে যাওয়া হয়েছিল।

তখন আমি ক্লাস এইটে পড়ি। রাজনীতির কিছুই বুঝতাম না। কিন্তু দেশপ্রেমের আবেগের কথা মনে পড়ে। রাস্তায় সেনাবাহিনীর কর্মীদের দেখলেই আমরা বন্ধুরা মিলে স্যালুট দিতাম। চিনের বিরুদ্ধে ঘৃণা ও বিদ্বেষ ছড়াবার কথাও কিছু কিছু মনে আছে। শিলিগুড়িতে থাকত একজন চিনা মহিলা। সে ছিল পাগল। একদিন কিছু মানুষ সেই চিনা মহিলাটিকে বলল চিনের এজেন্ট এবং দেশপ্রেমের আবেগে ওকেও মারধর করা হল।

সেবক রোডে রাখা হয়েছিল অনেক খচ্চর। এদের নিয়ে যাওয়া হত চিন সীমান্তে। আমরা বন্ধুরা মিলে যেতাম খচ্চর দেখতে। একদিন শুনলাম বাগডোগরা বিমানবন্দরে বোমা পড়েছে। তারপর যুদ্ধের ভয় আরও বেড়ে গেল। আমার একটু একটু মনে আছে, তখন কমিউনিস্টদের বলা হত চিনের দালাল, দেশদ্রোহী। পরে শুনেছিলাম জ্যোতি বসু, প্রমোদ দাশগুপ্ত ও শিলিগুড়ির বীরেন বসু, চারু মজুমদার, সৌরেন বসু সহ অনেক কমিউনিস্ট নেতাকে ভারত রক্ষা আইনে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। পরে বীরেনদার কাছ থেকে সুযোগ হলেই শুনতাম তাদের সেই সময়ের জেলে থাকার দিনগুলির কথা। ১৯৬৩ সালে শিলিগুড়ি কেন্দ্রে উপনির্বাচন হয়, সে নির্বাচনে জয়ী হয়েছিলেন কংগ্রেস প্রার্থী অরুণ মৈত্র। কমিউনিস্ট পার্টির প্রার্থী ছিলেন চারু মজুমদার। জেল থেকে লড়াই করেও তিনি ৩৪০০-এর মতো ভোট পেয়েছিলেন। এক ঘৃণা ও বিদ্বেষের পরিবেশের মধ্যেও তিনি যে এত মানুষের সমর্থন পেয়েছিলেন তা অবশ্যই ছিল তাৎপর্যপূর্ণ।

পরে শুনেছিলাম, কমিউনিস্ট পার্টির নেতারা বলেছিলেন, পাশাপাশি দুই দেশের মধ্যেকার সমস্যা আলোচনার মাধ্যমে মীমাংসা করে নেওয়া হোক। এই কথা বলার জন্যই তাঁদের দেশদ্রোহী আখ্যায়িত করে ভারতরক্ষা আইনে গ্রেপ্তার করা হয়েছিল। যদিও পরে চিন-ভারত দ্বিপাক্ষিক স্তরে আলোচনা করেই যুদ্ধ বন্ধ হয়েছিল।

১৯৬৫ সালে হয় দ্বিতীয় ভারত-পাকিস্তান যুদ্ধ। যুদ্ধের সময় আমি ক্লাস ইলেভেনে শিলিগুড়ি বয়েজ হাইস্কুলের ছাত্র। যুদ্ধ হয়েছিল পশ্চিম পাকিস্তান ও পূর্ব পাকিস্তান দুই সীমান্তে। এই যুদ্ধের ভালো প্রভাব পড়েছিল শিলিগুড়ি সহ উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন স্থানে। সেই যুদ্ধের সময় প্রধানমন্ত্রী লালবাহাদুর শাস্ত্রী স্লোগান দিয়েছিলেন 'জয় জওয়ান জয় কিষান'। সেই সময় শিলিগুড়ি শহরে বিভিন্ন বাড়িতে ফাঁকা জমিতে লাগানো হত বিভিন্ন ধরনের তরিতরকারি বা শাকসবজি। আমার মনে আছে, আমাদের বাড়িতেও লাগিয়েছিলাম বিভিন্ন ধরনের সবজি, পাশেই কাটা হয়েছিল ট্রেঞ্চ। মাঝেমধ্যেই সাইরেন বাজত। আমরা মুহূর্তের মধ্যে শুয়ে পড়তাম ট্রেঞ্চে। পাড়ায় পাড়ায় হত রাইফেল ট্রেনিং। এই ট্রেনিং দিত এসএসবি।

তখন কমিউনিস্ট পার্টি ভাগ হয়ে সৃষ্টি হয়েছিল সিপিআইএম। তখনও তারা যুদ্ধ নয়, শান্তির কথা বলেছিল। কমিউনিস্ট পার্টি বলেছিল আলোচনার মাধ্যমে সমস্যার মীমাংসার কথা। সেবারও শুধু এই কারণে সিপিআইএম-কে বলা হয়েছিল দেশদ্রোহী। সেই সময়েও বিনা বিচারে গ্রেপ্তার করা হয়েছিল সিপিআইএম-এর বহু নেতাকে।

১৯৭১ সালে ভারত-পাকিস্তানের মধ্যে যুদ্ধ হয় পূর্ব পাকিস্তানের দিকে। এই যুদ্ধের সময় শুরু হয়েছিল পূর্ব পাকিস্তানের হিন্দু-মুসলিম নির্বিশেষে বাঙালিদের পাকিস্তানের শাসন থেকে মুক্তির লড়াই। যে যুদ্ধ পরিণত হয়েছিল বাংলাদেশ মুক্তিযুদ্ধে। ভারতীয় সেনাবাহিনী পূর্ববঙ্গে প্রবেশ করে বাংলাদেশ মুক্তিযুদ্ধকে প্রভূত সহায়তা করেছিল। তখন আকাশবাণীতে প্রচারিত হত দেবদুলাল বন্দ্যোপাধ্যায়ের সংবাদ ও সমীক্ষা পাঠ। খুব আগ্রহ সহকারে আমরা তা শুনতাম। পরে পাকিস্তানবাহিনী আত্মসমর্পণ করতে বাধ্য হয়েছিল।

যুদ্ধের সময় শিলিগুড়ির আশপাশে নির্মিত হয়েছিল বহু শরণার্থী শিবির। বহু মানুষ ওপার বাংলা থেকে এপার বাংলায় সীমান্ত পেরিয়ে চলে আসত। যতগুলি যুদ্ধের কথা বললাম ভারত-পাকিস্তানের মধ্যে, তখনও দুটি দেশের কোনওটিই পারমাণবিক বোমা তৈরি করেনি। ফলে সমস্ত যুদ্ধের প্রভাব সীমাবদ্ধ ছিল দুটি দেশের সীমানার মধ্যে। আজ কিন্তু যুদ্ধ হলে প্রভাব পড়বে আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে। আমেরিকা, চিন, গ্রেট ব্রিটেন, রাশিয়া কোনও দেশই চায়নি এই যুদ্ধ অব্যাহত থাকুক। এটা ঠিক মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র বা কোনও তৃতীয়পক্ষের হস্তক্ষেপের মধ্য দিয়ে না হয়ে দুটি দেশের মধ্যে দ্বিপাক্ষিক স্তরে আলোচনার মাধ্যমে উভয় দেশে যদি শান্তি প্রতিষ্ঠিত হত তাহলেই অনেক বেশি ভালো হত।

আগের তিনটি যুদ্ধে ধর্মনিরপেক্ষতা নিয়ে কোনও প্রশ্ন ওঠেনি, সাম্প্রতিক যুদ্ধের মধ্যে দিয়ে ভারতের গোদি মিডিয়ার মুখোশ খুলে গিয়েছে। যারা চেয়েছিল দুটি দেশের মধ্যে যুদ্ধ যুদ্ধ উন্মাদনা বৃদ্ধি পাক। তারা চেয়েছিল দেশের সম্প্রীতি ও জাতীয় ঐক্য বিঘ্নিত হোক। তারা হতাশ হয়েছে নিশ্চয়ই। হতাশ হয়েছে তারাও, যারা দুই দেশের মানুষের মধ্যে ঘৃণা ও বিদ্বেষের পরিবেশ সৃষ্টি করতে চেয়েছিল।

ভারতে এই যুদ্ধের সময় বিভিন্ন ধর্মের মানুষ যে ঐক্য ও সংযম দেখিয়েছেন তা অবশ্যই প্রশংসনীয়। যাঁরা মারা গিয়েছেন সীমান্তে এই যুদ্ধে, তাঁদের মধ্যে ছিলেন হিন্দু-মুসলমান দুই ধর্মেরই মানুষ। শাসকদলের কিছু নেতার কথাবার্তায় ছিল অসংযমতার পরিচয়, যারা ভারতীয় সংবিধানের মূল ভিত্তির ওপর আক্রমণ হানতে চেয়েছিল। যদিও তারা হতাশ হয়েছে। সামরিক বাহিনীর তিনটি ক্ষেত্রের কিছু উচ্চপদস্থ প্রশাসনিক আধিকারিকরা দিয়েছেন সংযমতা ও নিয়ন্ত্রিত ভাষা ব্যবহারের উদাহরণ, তাও প্রশংসনীয়। সমস্ত বিরোধী রাজনৈতিক দল এই সময় সরকারের পাশে যেভাবে দাঁড়িয়েছে তা অবশ্যই প্রশংসনীয়। প্রেস ব্রিফিং-এ সোফিয়া কুরেশি ও ব্যোমিকা সিং-এর মতন দুজন নারী মুখকে সামনে এনে দেশের মানুষের কাছে একটি সদর্থক বার্তা দিতে চাওয়া হয়েছে, তাও অবশ্যই প্রশংসার যোগ্য। তাঁরা দায়িত্ব পালন করেছেন সংবিধানের মূল্যবোধের ওপর ভিত্তি করে।

আপাতত এই যুদ্ধে যদি কেউ পরাজিত হয়ে থাকে, তবে পরাজিত হয়েছে গোদি মিডিয়া। কিছু যুদ্ধ উন্মাদ, এই সাময়িক যুদ্ধ বন্ধ রাখাকে পছন্দ করছে না। টেলিভিশনে বা বিভিন্ন পোর্টালে ঠান্ডা ঘরে বসে কিছু অবসরপ্রাপ্ত সামরিক বাহিনীর আধিকারিকরা এখনই পাকিস্তানকে ধ্বংস করার পরামর্শ দিচ্ছেন, কেউ আবার গাল দিচ্ছেন ধর্মনিরপেক্ষতা নিয়ে। যেন যত নষ্টের গোড়া ভারতের ধর্মনিরপেক্ষ গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ। এরা কেউ একটাও কথা বলছে না এই জঙ্গিদের বিরুদ্ধে। অথচ দেশের মানুষ চায় সন্ত্রাসবাদ নির্মূল হোক। সংবিধানের ধর্মনিরপেক্ষতা সুরক্ষিত থাকুক। পাকিস্তানের ওপর অসামরিক ও কূটনৈতিক চাপ অব্যাহত থাকুক।

(লেখক রাজ্যের প্রাক্তন মন্ত্রী)

আজ

১৯৩০

আজকের দিনে জন্মগ্রহণ করেন অভিনেতা অনুপকুমার।

১৯৭৩

টেনিস তারকা লিয়েন্ডার পেজ জন্মগ্রহণ করেন আজকের দিনে।

আলোচিত

বাংলা ভাষায় কথা বললে কিছু রাজ্যে হেনস্তা করা হচ্ছে। বাংলাদেশি বলে সেই সমস্ত বাসিন্দাকে বিতাড়িত করা হচ্ছে। আর কেন্দ্রের হাফ মিনিস্টার তো পাঞ্জাবিদের হাওয়াই চটি ছুড়েছেন। হাফ মিনিস্টার হাওয়াই চটির একটা দোকান খুলুন না!

- মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়

ভাইরাল/১

তামিলনাড়ুর কোডাইকানালে বন্ধুদের সঙ্গে ঘুরছিলেন এক ব্যক্তি। এক বাঁদর তাঁর ৫০০ টাকার নোটের বান্ডিল নিয়ে গাছে উঠে যায়। নোটগুলি হাওয়ায় ওড়াতে থাকে। নীচে দাঁড়িয়ে পর্যটক ও তাঁর বন্ধুরা নোটগুলি কুড়োচ্ছেন। ভাইরাল ভিডিও।

ভাইরাল/২

মহিলা যাত্রীকে চড় এক বাইক ট্যাক্সি সার্ভিসের চালকের। বেঙ্গালুরুর ওই মহিলা বাইক ট্যাক্সি বুক করেছিলেন। চালকের বেপরোয়া বাইক চালানোয় অসন্তুষ্ট হন তিনি। আপত্তি জানানোয় মহিলাকে কষিয়ে চড় মারে চালক। মহিলা ছিটকে রাস্তায় পড়েন। তদন্তে পুলিশ।

জনমন
জনমত

গভীর অসুখে আক্রান্ত উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়

যথাসময়ে উঠে এল রূপায়ণ ভট্টাচার্যের কলমে (৭ জুন, ছয়ের পাতা, উত্তরবঙ্গ সংবাদ)- 'দুটি নিহত বাগান এবং দুটি মৃত নদী'- উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের করুণ ও অসহায় চিত্র। কিন্তু অসম্পূর্ণ রয়ে গিয়েছে এই করুণ কাহিনী। উত্তরবঙ্গের এই উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানটি শুধুমাত্র উত্তরবঙ্গের প্রাচীনতম কিংবা বৃহত্তমই নয়, এটা উত্তরের মানুষজনের কাছে অত্যন্ত গর্বের।

পশ্চিমবঙ্গের অনেক বিশ্ববিদ্যালয়ের মতো উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ও দীর্ঘসময় ধরে উপাচার্যহীন, স্বভাবতই অভিভাবকহীন। কিন্তু উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের সংকট অনন্য মাত্রা পায় যখন দেখি 'নেই'-এর লম্বা তালিকা। নেই উপাচার্য, রেজিস্ট্রার, পরীক্ষা নির্দেশক, অর্থনীতি সচিব (ফিন্যান্স অফিসার), কলেজ সমূহের পরিদর্শক, উন্নয়ন আধিকারিক (ডেভেলপমেন্ট অফিসার) ও সিকিউরিটি অফিসার। মাত্র একজন ডিন দিয়ে চলছে পঠনপাঠনের দেখাশোনা, সঙ্গে বিভিন্ন বিভাগে অনেক শিক্ষক ও শিক্ষাকর্মীর পদ খালি।

এই অবস্থায় ব্যাহত হচ্ছে দৈনন্দিন কাজকর্ম, নেওয়া যাচ্ছে না অনেক গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত, ডাকা যাচ্ছে না কর্মসমিতির বৈঠক। অভিভাবকহীন বিশ্ববিদ্যালয়ে লোকচক্ষুর সামনে ঘটে চলেছে একের পর এক অনাচার। পরিকল্পনাহীনভাবে রয়েছে এখানে-সেখানে বিল্ডিং, শ্রীহীন দুই মেয়েদের হস্টেলের সামনের প্রবেশপথ, মাগুরমারি নদীর শেষপ্রান্তে জনগণের বেআইনি ডাম্পিং গ্রাউন্ড, যত্রতত্র সীমানা প্রাচীর ভেঙে প্রবেশদ্বার হয়েছে, সঙ্গে সন্ধ্যাকালীন বাইকবাহিনীর দৌরাত্ম্য।

চতুর্দিকে 'নেই'-এর মাঝে অবশ্য আছে অন্তত দুটি জিনিস যা বিশ্ববিদ্যালয়ের অমূল্য সম্পদ। এক, সবুজ বনানী। অবহেলিত যত্নহীন বাগানের সৌন্দর্য হারিয়ে গেলেও অক্ষত চা গাছ। তাতে অন্তত সবুজটুকু বেঁচে আছে। গত কয়েক বছরে সংশ্লিষ্ট বিভাগের নিরন্তর চেষ্টায় গাছের সংখ্যা অনেক বেড়েছে। ফল, ফুল সহ এই মুহূর্তে বিশ্ববিদ্যালয়ে অসংখ্য গাছ যেন রং ও তুলি দিয়ে আঁকা মনোরম প্রকৃতির ছবি।

দুই, বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার। উপচে পড়ছে ছাত্রছাত্রীদের উপস্থিতি। সকাল দশটা থেকে সন্ধ্যা সাড়ে সাতটা পর্যন্ত সময়কালে পড়াশোনায় মগ্ন অসংখ্য পড়ুয়া। গ্রন্থাগারের একতলা ও দোতলা দুটি কক্ষই উন্মুক্ত ছাত্রছাত্রীদের জন্য। তবুও বসার জায়গা সংকুলান হচ্ছে না। বইয়ের তাকও সকলের জন্য উন্মুক্ত। সহজলভ্য বই। তার জন্য আগেকার মতো কাগজে লিখে দাবি করার প্রয়োজন নেই। গ্রন্থাগারিকের আন্তরিক সহযোগিতায় পাওয়া যাচ্ছে এখানে-সেখানে বসার জায়গা। ব্যবস্থা করা হয়েছে অতিরিক্ত বৈদ্যুতিক পাখার। এমনকি শনি ও রবিবারও গ্রন্থাগার উন্মুক্ত। আট ও নয়ের দশকে যা ছিল অকল্পনীয়। তখন দৈনন্দিন পাঠকের সংখ্যাও ছিল সীমিত।

এই তীব্র বেকারত্ব, ইন্টারনেট ও মোবাইলের যুগে পড়াশোনার প্রতি গভীর আগ্রহ বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার মান এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার শুভ সংকেত সন্দেহ নেই।

স্মরজিৎ ঘোষ
২ নম্বর গেট, উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়।

সম্পাদক ও স্বত্বাধিকারী : সব্যসাচী তালুকদার। স্বত্বাধিকারীর পক্ষে প্রলয়কান্তি চক্রবর্তী কর্তৃক সুহাসচন্দ্র তালুকদার সরণি, সুভাষপল্লি, শিলিগুড়ি-৭৩৪০০১ থেকে প্রকাশিত ও বাড়িভাসা, জলেশ্বরী-৭৩৫১৩৫ থেকে মুদ্রিত। কলকাতা অফিস : ২৪ হেমন্ত বসু সরণি, কলকাতা-৭০০০০১, মোবাইল : ৯০৭৩২০৪০৪০। জলপাইগুড়ি অফিস : থানা মোড়-৭৩৫১০১, ফোন : ৯৬৪১২৮৯৬৩৬। কোচবিহার অফিস : সিলভার জুবিলি রোড-৭৩৬১০১, ফোন : ৯৮৮৩৫৫০৮০৫। আলিপুরদুয়ার অফিস : এনবিএসটিসি ডিপোর পাশে, আলিপুরদুয়ার কোর্ট-৭৩৬১২২, ফোন : ৯৮৮৩৫৩৯৮৭৮। মালদা অফিস : বিহানি আবাসন, গ্রাউন্ড ফ্লোর (নেতাজি মোড়ের কাছে), গোলাপট্টি, বাঁধ রোড, মালদা-৭৩২১০১, ফোন : ৯৮০০৫৮৫৯৫০। শিলিগুড়ি ফোন : সম্পাদক ও প্রকাশক : ৯৫৬৪৫৪৬৮৬৮, জেনারেল ম্যানেজার : ২৪৩৫৯০৩, বিজ্ঞাপন : ২৫২৪৭২২/৯০৬৪৮৪৯০৯৬, সার্কুলেশন : ৯৭৭৫৭৮৫৮৭৭, অফিস : ৯৫৬৪৫৪৬৮৬৮, নিউজ : ৭৮৭২৯৩৩৮৮৮, হোয়াটসঅ্যাপ : ৯৭৩৫৭৩৯৬৭৭।

Editor & Proprietor : Sabyasachi Talukdar
Uttar Banga Sambad: Published & Printed by Pralay Kanti Chakraborty on behalf of Proprietor from Siliguri, West Bengal, Pin 734001, Printed at Jaleswari, West Bengal, Pin 735135, Regn. No. 35012/1980 and Postal Regn. No. WB/NBSR/D-03/2003-08. E.Mail : uttarbanga@hotmail.com, Website : http://www.uttarbangasambad.in

অতীতের পাতায় নাম লেখানোর পথে হাট

অনেক শহরের লাগোয়া এলাকায় হাট এখনও আছে। অধিকাংশকে হাট না বলে বাজার বলা ভালো। গ্রামে হাটের জৌলুস কমে চলেছে।

জয়দেব সাহা

সপ্তাহে একটা দিন অনন্তপুরে হাট বসে। অনন্তপুর ঠিক কোথায়? সে আমাদের খুব চেনা কোনও একটা গ্রাম অথবা শহরতলি। এই হাটেই প্রতি সপ্তাহে দোকান নিয়ে বসেন ষাটোর্ধ্ব একজন মানুষ। এত ভিড়ের মধ্যেও বড্ড নিঃসঙ্গ তিনি। জিজ্ঞেস করলে জানা যাবে, তাঁর সঙ্গে যাঁরা আগে হাট করতেন, তাঁদের কেউই আর আসেন না। এসেছে একঝাঁক নতুন মুখ। নতুন মুখগুলোর সঙ্গে নতুন পরিচয় হয়েছে ঠিকই, কিন্তু বয়সের পার্থক্য হয়তো এই পরিচয়কে সাবলীল হতে দেয় না। ষাটোর্ধ্ব মানুষটা দেখেছে এই গ্রামীণ হাটের বিবর্তন। একটা সময় সকাল থেকেই ভিড় উপচে পড়ত দোকানে। সে কত যুগ পুরোনো গল্প! সময়ের সঙ্গে এই রূপরেখাটি বদলে গেছে। ঠিক যেমন পুরোনো মানুষগুলো আর নেই, তেমনই নেই পুরোনো সেই মানুষের ভিড়।

গ্রাম অথবা শহরতলির হাটগুলো আজ ঠিক কোন জায়গায় দাঁড়িয়ে? প্রশ্নটা বড্ড কঠিন। হাট এখনও জীবন্ত এক দলিল, কিন্তু হারিয়ে যাওয়ার দিকে এগিয়ে যাচ্ছে না কি? একটা সময় এই হাটগুলো ছিল ব্যবসার অন্যতম প্রধান জায়গা। গ্রাম আর শহরতলিগুলো সপ্তাহে একদিন অথবা দু'দিন মেতে উঠত মানুষের ভিড়ে। আশপাশের লোকালয় থেকেও মানুষ ভিড় জমাত কেনাকাটার জন্য। এই ভিড়েই কত মানুষের দেখাসাক্ষাৎ হত পরিচিত মানুষজনদের সঙ্গে। ঠিক অনেকটা মেলার মতো।

সময় তো পরিবর্তনের গল্প লিখতে ভালোবাসে। পরিবর্তনের এই স্রোতে আসতে আসতে গ্রামগঞ্জেই গড়ে উঠল ছোটখাটো বাজার। গজিয়ে উঠল অনেক দোকানপাট। মানুষ সহজেই পেয়ে গেল নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসপত্র। সুতরাং হাটের উপর নির্ভরশীলতা কমে আসল। কিন্তু এসবের মধ্যেও একেবারে ধসে যায়নি হাট ব্যবস্থা। তবে তার ব্যাপ্তি তো কমেছেই অনেকটা। এরপর আসল অনলাইন অর্ডার আর বিশাল মলের যুগ। প্রথমে শহরে এই মলগুলো গজিয়ে উঠলেও আসতে আসতে সেগুলো ছড়িয়ে পড়ল শহরতলিতেও। প্রয়োজনীয় প্রায় সমস্ত কিছুই পাওয়া যায় এই ঠান্ডা ঘরের মলগুলোতে।

মানুষের স্রোত এবার বেঁকে বসল হাটের অভিমুখ থেকে। এর সঙ্গে যখন প্রায় সবই অনলাইনে অর্ডার করলেই ঘরে পৌঁছে যাচ্ছে, মানুষ কেন দৌড়াবে মাইল পেরিয়ে হাটের দিকে। হাটের ভিড় এভাবেই কমতে কমতে হয়ে এসেছে বড্ড বেমানান। পুরোনো জৌলুস হারিয়ে সে হয়তো এখন দিন গুনছে, কোন এক বসন্ত পেরোলে বিদায়ঘণ্টা বাজবে তারও। ওই যে, সময় পরিবর্তনের গল্প লিখতে ভালোবাসে।

অনেক শহরের লাগোয়া এলাকায় হাট এখনও আছে। সেটা হাট না বলে বাজার বলাই ভালো। এখনও অনেক গ্রামগঞ্জে হাট বসে। জৌলুস কমলেও বসে তো। মানুষ আজও ভিড় জমায়। হয়তো এই ভিড়টা কমে এসেছে, তবু টিকে আছে কোনওভাবে। অনেক দোকানদার আজও হাটকে কেন্দ্র করে সংসার চালান। কিন্তু এবার হয়তো বিকল্প খুঁজতে শুরু করছেন তাঁরাও। যে ষাটোর্ধ্ব মানুষটা আজও নিঃসঙ্গ হলেও হাটে বসেন, তিনি হয়তো ক'বছর পর আর আসবেন না। এভাবেই পুরোনো দলিলগুলো মুখ ফেরাবে হাট ব্যবস্থা থেকে। সময়ের স্রোতে দোকানিরা এক এক করে গুটিয়ে নেবে নিজেদের দোকান। অতীতের পাতায় লেখা থাকবে একটা ব্যবস্থার ইতিহাস। সময় গল্প লিখবে আরেকটা পরিবর্তনের ধারার।

(লেখক মালদার সামসীর বাসিন্দা। পাটনা আইআইটি রিসার্চ স্কলার)

সম্পাদকীয় বিভাগে লেখা পাঠান। ৪০০ শব্দের মধ্যে।
ইউনিকোডে ডক ফাইলে লেখা পাঠান।
মেল—ubsedit@gmail.com

শব্দরঙ্গ ■ ৪১৬৮

১			২	★	৩		৪
	★	★		★		★	
	★	৫					
৬			★	★	★	★	★
★	★	★	★	★	৭		৮
৯		১০		১১		★	
	★		★		★	★	
১২			★	১৩			

পাশাপাশি : ১। ভাতের সঙ্গে আলু সেদ্ধ ৩। সিন্থেটিক নয়, উদ্ভিদ থেকে পাওয়া তুলো ৫। হাত-পা ছুড়ে শোক প্রকাশ ৬। অত্যাধুনিক, নতুনত্ব ৭। কাঁটাওয়ালা গাছ ৯। আলোচনা বা বাক্যবিনিময় ১২। মৃণাল বা পদ্মফুলের ডাঁটা ১৩। যাঁরা পাটি বা মাদুর তৈরি করেন।

উপর-নীচ : ১। যার সহায় সম্বল নেই খুবই দৈন্যদশা ২। একেবারে সোজাসুজি নয়, বাঁকা বা তির্যক ৩। চর্যাপদের একজন বিখ্যাত কবি ৪। এঁটোকাঁটা বা উচ্ছিষ্ট ৫। কোয়া আছে এমন ফল ৭। বন্যাও হতে পারে মাছও হতে পারে ৮। কোথাও না থেমে একনাগাড়ে ৯। মনে মনে ভাবা বা আন্দাজ করা ১০। চোখের পাতা পড়তে যত সময় লাগে ১১। চলতে গিয়ে হঠাৎ থমকে যাওয়া।

সমাধান ■ ৪১৬৭

পাশাপাশি : ১। তাড়কা ৪। মউনি ৫। বিপ্র ৭। ইজারা ৮। শতানীক ৯। নেপচুন ১১। আউল ১৩। টালি ১৪। হজমি ১৫। নরুন।

উপর-নীচ : ১। তাউই ২। কামরা ৩। অনির্দেশ ৬। প্রতীক ৯। নেওটা ১০। নরহরি ১১। আমিন ১২। লণ্ঠন।

বিন্দুবিসর্গ

জনগণনার বিজ্ঞপ্তি জারি

'২৬-এর অক্টোবরে শুরু প্রথম দফা

নিজস্ব সংবাদদাতা, নয়াদিল্লি, ১৬ জুন : প্রতীক্ষার অবসান। ২০২১-এ করোনা সংক্রমণের কারণে স্থগিত হওয়া জনগণনা অবশেষে হতে চলেছে ২০২৬ সালে। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রকের ঘোষণা অনুযায়ী, দু'ধাপে হবে এবারের জনগণনা। প্রথম ধাপের কাজ শুরু হবে আগামী বছর অক্টোবরে। শেষ ধাপ ২০২৭-এর ১ মার্চ থেকে। এটি হবে ২০১১ সালের পর দেশের প্রথম পূর্ণাঙ্গ জনগণনা। বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়েছে, প্রথম দফায় গৃহতালিকা ও জাতসংক্রান্ত তথ্য সংগ্রহ করা হবে। সেখানে বলা হয়েছে, 'ভারতের ১৬তম জনগণনায় লাদাখ, জম্মু ও কাশ্মীর, হিমাচলপ্রদেশ এবং উত্তরাখণ্ডের তুষারাবৃত ও পার্বত্য অঞ্চলে জনগণনার তারিখ হল ২০২৬ সালের ১ অক্টোবর।'

এই প্রথমবার স্বাধীন ভারতের জনগণনায় জাত সংক্রান্ত তথ্য সংগ্রহ করা হবে। এর আগে ১৯৩১-এ পূর্ণাঙ্গ জাতগণনা হয়েছিল ব্রিটিশ আমলে। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রক জানিয়েছে, প্রথম ধাপে ব্যক্তির জাতিগত পরিচয়, উপজাতি, ভাষা, শিক্ষাগত যোগ্যতা, আর্থ-সামাজিক অবস্থার তথ্য সংগ্রহ করা হবে। দ্বিতীয় ধাপে হবে ব্যক্তিগত জনগণনা। দীর্ঘদিন ধরে কংগ্রেস সহ বিভিন্ন রাজনৈতিক দল ও সামাজিক সংগঠন জাতভিত্তিক জনগণনার দাবি জানিয়ে আসছিল। লোকসভার বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধি, জাতভিত্তিক গণনা এবং আইন তৈরি করে কৃষকদের জন্য ন্যূনতম সহায়ক মূল্য নিশ্চিত করার দাবি জানিয়েছেন।

তবে জাত গণনার সিদ্ধান্তের পিছনে রাজনৈতিক হিসাব স্পষ্ট বলে মনে করছেন বিশ্লেষকরা। বিহার সরকার ইতিমধ্যে রাজ্যে জাতগণনা সেরে ফেলেছে এবং তার ভিত্তিতে আর্থিক সহায়তা ও সংরক্ষণের নীতি পুনর্গঠনের প্রস্তাব দিয়েছে। ২০১১-র 'সোশিও ইকনমিক অ্যান্ড কাস্ট সেনসাস'-এর ফলাফল প্রকাশ না করার জন্য কেন্দ্রীয় সরকার দীর্ঘদিন চাপে ছিল। এবার সেই দাবিকেই কার্যত স্বীকৃতি দিল সরকার। এবারের জনগণনা হবে ডিজিটাল পদ্ধতিতে। সংশ্লিষ্ট কর্মীরা মোবাইল অ্যাপ ও ট্যাবলেট ব্যবহার করে তথ্য সংগ্রহ করবেন। এতে ডেটাবেস তৈরি ও বিশ্লেষণের কাজ তাড়াতাড়ি হবে বলে মনে করা হচ্ছে।

একনজরে

- ২০১১-র পর দেশের প্রথম পূর্ণাঙ্গ জনগণনা
- প্রথম ধাপের কাজ শুরু '২৬-এর অক্টোবরে
- শেষ ধাপ ২০২৭-এর মার্চ থেকে
- প্রথম ধাপে জাতিগত পরিচয়, ভাষা, শিক্ষাগত যোগ্যতা, আর্থসামাজিক অবস্থার তথ্য সংগ্রহ
- শেষ ধাপে ব্যক্তিগত জনগণনা

২০২৬-এর এই জনগণনা শুধু জনসংখ্যার নিরিখে নয়, এটি ভারতের আর্থ-সামাজিক কাঠামোর বিশ্লেষণের ক্ষেত্রেও গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব ফেলবে। জাতি, ভাষা, পেশা ও সামাজিক স্তর অনুযায়ী বিস্তারিত তথ্য সামনে এলে নীতি নির্ধারণ আরও কার্যকর ও অন্তর্ভুক্তিমূলক হবে বলে মনে করছেন বিশেষজ্ঞরা। এই কাজের জন্য প্রায় ৩৪ লক্ষ গণনাকারী এবং ১.৩ লক্ষ আধিকারিককে ডিজিটাল ডিভাইস সরবরাহ করা হবে। থাকবে স্ব-গণনার সুযোগ। ইচ্ছুক নাগরিকরা নির্দিষ্ট অ্যাপের মাধ্যমে নিজেদের তথ্য নিজেরাই দিতে পারবেন।

এদিকে কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদক জয়রাম রমেশ জানিয়েছেন, তাঁর দল 'দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করে' যে আসন্ন জনগণনায় শুধু জাতগণনা নয়, বরং জাতি অনুযায়ী বিশদ সামাজিক ও অর্থনৈতিক তথ্য সংগ্রহের জন্য 'তেলেঙ্গানা মডেল' অনুসরণ করা উচিত। তিনি বলেন, 'তেলেঙ্গানা মডেলকে সামনে রেখে জনসংখ্যার পরিসংখ্যান সংগ্রহের পাশাপাশি শিক্ষা, স্বাস্থ্য, জীবিকা, জমির মালিকানা, আয়ের তথ্য জানা জরুরি।'

ভুল বার্তা যাচ্ছে : মুখ্যমন্ত্রী

ওবিসি তালিকা নিয়ে প্রশ্ন হাইকোর্টের

স্বরূপ বিশ্বাস ও রিমি শীল

কলকাতা, ১৬ জুন : আদালতের নির্দেশ অমান্য করে রাজ্যের নামমাত্র সমীক্ষার ভিত্তিতে তড়িঘড়ি নতুন ওবিসি তালিকা প্রকাশ করা নিয়ে কলকাতা হাইকোর্টে প্রশ্ন উঠল। সামাজিক, আর্থিক ও পেশাগতদিক বিবেচনা করে রাজ্যের জনগোষ্ঠীগুলির মধ্যে সমীক্ষার কথা বলেছিল আদালত। কিন্তু রাজ্য জেলাভিত্তিক কিছু পরিবারের মধ্যে নামমাত্র সমীক্ষা করেছে। তাই আগের ও এখনকার ওবিসি তালিকার সঙ্গে সামান্য ফারাক রয়েছে। এই অভিযোগে আদালতে নতুন মামলা দায়ের হয়েছে। সোমবার এই সংক্রান্ত মামলায় রাজ্যের ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন তোলে বিচারপতি তপোব্রত চক্রবর্তী ও বিচারপতি রাজাশেখর মান্থার ডিভিশন বেঞ্চ।

এদিকে, ওবিসি তালিকা নিয়ে সাধারণ মানুষের একাংশের মনে অসন্তোষ তৈরি হওয়ায় বিচলিত মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তাঁর এই উদ্বেগ সোমবার বিধানসভাতেও প্রকাশ পেয়েছে। রাজ্য মন্ত্রীসভার বৈঠকেও তাঁর উদ্বেগের কথা গোপন রাখতে পারেননি মুখ্যমন্ত্রী। মন্ত্রীসভার বৈঠকে সতীর্থ মন্ত্রীদের মুখ্যমন্ত্রী বলেন, বিরোধীদের বিভিন্ন কাজকর্মের জন্য ওবিসি তালিকা নিয়ে জনমানসে ভুল বার্তা যাচ্ছে। যা মোটেই ভালো নয়। এই নিয়ে মানুষকে সঠিকভাবে বোঝাতে হবে। তালিকা নিয়ে সরকারের কিছু করার নেই। আদালতের নির্দেশে ওবিসি তালিকা তৈরি হয়েছে। তালিকা তৈরির দায়িত্বে ছিল অনগ্রসর শ্রেণি কমিশন। এক্ষেত্রে সরকারের ভূমিকা সীমিত ছিল।

এদিন হাইকোর্টে বিচারপতি রাজাশেখর মান্থা বলেন, 'আদালত বলেছিল, বিধানসভায় বিল আকারে পাশ করাতে হবে। কিন্তু রাজ্য তা না করে প্রশাসনিক বিজ্ঞপ্তি জারি করেছে। রাজ্য নিজেদের মতো কাজ করলে আদালত প্রশ্ন তুলতে বাধ্য হবে।' রাজ্য জানায়, এই মামলার জন্য নিয়োগ প্রক্রিয়া আটকে রয়েছে। ডিভিশন বেঞ্চের মত, 'নিয়োগ প্রক্রিয়া বন্ধ রাখার কথা বলা হচ্ছে না। যে গোষ্ঠী বাদ পড়েছিল, তাদের আবার সুযোগ করে দেওয়া হচ্ছে কেন? সমগ্র জনসংখ্যার ভিত্তিতে সমীক্ষা করতে বলা হয়েছিল। তা হয়েছে কি না স্পষ্ট নয়।' আবেদনকারীদের

> বিরোধীদের বিভিন্ন কাজকর্মের জন্য ওবিসি তালিকা নিয়ে জনমানসে ভুল বার্তা যাচ্ছে। যা মোটেই ভালো নয়। এই নিয়ে মানুষকে সঠিকভাবে বোঝাতে হবে।
>
> **মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়**

দাবি, রাজ্যের কাছে জনসংখ্যা সংক্রান্ত নির্দিষ্ট তথ্য নেই। রাজ্যের নতুন ওবিসি তালিকার বিজ্ঞপ্তিতে অন্তর্বর্তী স্থগিতাদেশ দেওয়া হোক। কেন্দ্রের বক্তব্য, রাজ্যের দেওয়া তালিকা থেকে ৩৫টি সম্প্রদায়কে জাতীয় অনগ্রসর কমিশন বাদ দিয়েছে। কোন জনগোষ্ঠী ওবিসি জনগণনা ছাড়া নির্দিষ্ট করে বলা সম্ভব নয়। নিয়োগ আটকে থাকা প্রসঙ্গে ডিভিশন বেঞ্চের বক্তব্য, আপনারা ৬৬ সম্প্রদায়কে নিয়ে কাজ করতে পারেন। আদালত সেক্ষেত্রে হস্তক্ষেপ করছে না।'

এদিন বিধানসভাতেও ওবিসি তালিকা নিয়ে মন্তব্য করেন মুখ্যমন্ত্রী। তিনি বলেন, ১৪০টি জনগোষ্ঠীর যে তালিকা তৈরি হয়েছে সেখানে অমুসলিম জনগোষ্ঠীও রয়েছে। ওই তালিকার ৮০টি মুসলিম সংখ্যালঘু জনগোষ্ঠী। বাকি ৬০টি অমুসলিম জনগোষ্ঠী। নতুন তালিকা নিয়ে মুসলিমদের একাংশের মনে ক্ষোভ রয়েছে। তাঁদের অসন্তোষের কারণ সমীক্ষার সময় যাঁরা 'ওবিসি-এ' তালিকাভুক্ত ছিলেন, তাঁরা অনেকেই 'ওবিসি-বি' তালিকাভুক্ত হয়ে গিয়েছেন। আবার অনেকে 'ওবিসি-বি' তালিকা থেকে 'ওবিসি-এ'তে চলে গিয়েছেন। এই নিয়ে তাঁদের মধ্যে তালিকা নিয়ে ক্ষোভ ও অসন্তোষ।

দুর্ঘটনার পর নিখোঁজ পরিচালক

আহমেদাবাদ, ১৬ জুন : আহমেদাবাদে বিমান দুর্ঘটনার পর থেকেই নিখোঁজ গুজরাটের এক চিত্রপরিচালক। নারোদার বাসিন্দা ওই পরিচালকের নাম মহেশ কালাওয়াদিয়া। টাওয়ারের অবস্থান অনুযায়ী তাঁর মোবাইলটি শেষবার ছিল দুর্ঘটনাস্থল থেকে মাত্র ৭০০ মিটার দূরে। তারপর থেকে মোবাইলে ফোন করেও স্বামীর সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারেননি মহেশের স্ত্রী হেতাল কালাওয়াদিয়া। গুজরাটের সিভিল হাসপাতালে গিয়ে ডিএনএ নমুনা দিয়ে এসেছে মহেশের পরিবার। এখন অপেক্ষা ছাড়া উপায় নেই।

তাঁর স্ত্রী জানিয়েছেন, গত বৃহস্পতিবার দুপুরে কাজের সূত্রেই ল গার্ডেনে একজনের সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিলেন মহেশ। তারপর আর বাড়ি ফেরেননি তিনি। হেতালের কথায়, 'বৃহস্পতিবার দুপুর ১টা ১৪ মিনিটে ফোন করেছিলেন মহেশ। আমাকে জানিয়েছিলেন, ওঁর কাজ হয়ে গিয়েছে। বাড়ি ফিরছেন। কিন্তু বাড়ি না ফেরায় ওঁকে ফোন করি। ওঁর মোবাইল 'বন্ধ' দেখায়। এরপর পুলিশের কাছে জানতে পারি, দুর্ঘটনাস্থল থেকে ৭০০ মিটার দূরে শেষবার ওঁর মোবাইলের অবস্থান ধরা পড়েছিল।'

মোদিকে সর্বোচ্চ সম্মান সাইপ্রাসের

সর্বোচ্চ সম্মান পাওয়ার পর মোদি ও নিকোস ক্রিস্টডুলিডেস।

নিকোসিয়া (সাইপ্রাস), ১৬ জুন : সাইপ্রাসের সর্বোচ্চ নাগরিক সম্মান 'গ্র্যান্ড ক্রস অফ দ্য অর্ডার মাকারিওজ থার্ড' পেলেন ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। সোমবার তাঁকে এই সম্মান দিলেন সাইপ্রাসের প্রেসিডেন্ট নিকোস ক্রিস্টডুলিডেস।

আপ্লুত মোদি বলেছেন, 'এই সম্মান আসলে ১৪০ কোটি ভারতীয়কে দেওয়া হয়েছে। এটি তাঁদের শক্তি ও আশা-আকাঙ্ক্ষার প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলি। আমি এই সম্মান উৎসর্গ করলাম ভারত ও সাইপ্রাসের বন্ধুত্ব, মূল্যবোধ ও বোঝাপড়ার প্রতি।'

মোদি এদিন ফের বলেন, 'এটা যুদ্ধের যুগ নয়।' ২০২২ সালে রাশিয়া ইউক্রেন আক্রমণের কয়েক মাস পরে সমরখন্দে এসসিও বৈঠকের ফাঁকে মোদি একথা পুতিনকে বলেছিলেন। এবার বললেন সাইপ্রাসে দাঁড়িয়ে। মোদির ধারণা, ইজরায়েল ও ইরানে যা ঘটছে, তা বন্ধের জন্য দু'দেশকেই আলোচনার টেবিলে আসতে হবে। মোদি বলেন, 'আলোচনার মাধ্যমে স্থিতিশীলতা আসবে।'

সাইপ্রাস বরাবর ভারতের পাশে। নিরাপত্তা পরিষদের স্থায়ী সদস্যপদ ভারতকে দেওয়ার পক্ষে সওয়াল করেছে সাইপ্রাস। সন্ত্রাস দমনে সিঁদুর অভিযানে নয়াদিল্লির পক্ষে সরব হয়েছে নিকোসিয়া সরকার। পাকিস্তানের বন্ধু তুরস্কের শত্রুদেশ সাইপ্রাসের সঙ্গে ভারতের সম্পর্ক নতুন উচ্চতায় পৌঁছোবে বলে আশা মোদির।

সোনিয়া স্থিতিশীল

নয়াদিল্লি, ১৬ জুন : কংগ্রেসনেত্রী সোনিয়া গান্ধির অবস্থা স্থিতিশীল। চিকিৎসকরা তাঁকে পর্যবেক্ষণে রেখেছেন। নয়াদিল্লির স্যর গঙ্গারাম হাসপাতালের চেয়ারম্যান ড. অজয় স্বরূপ সোমবার এই তথ্য জানিয়েছেন। রবিবার রাতে ওই হাসপাতালে ভর্তি হন সোনিয়া। তিনি পাকস্থলীর সমস্যায় ভুগছেন। ৭৮ বছর বয়সি সাংসদকে হাসপাতালের গ্যাস্ট্রোএন্টেরোলজির অস্ত্রোপচার বিভাগে ভর্তি করা হয়। গত সপ্তাহে সিমলায় প্রিয়াংকার বাড়িতে বেড়াতে গিয়ে অসুস্থ হয়েছিলেন সোনিয়া। সেইসময় উচ্চ রক্তচাপের সমস্যায় ভুগছিলেন। অসুস্থ হন চলতি বছরের ফেব্রুয়ারিতেও। তখনও তাঁকে স্যর গঙ্গারাম হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছিল। কোভিডে অসুস্থ সোনিয়া সেরে ওঠার পর থেকেই তাঁকে নানা শারীরিক সমস্যায় ভুগতে দেখা যাচ্ছে।

রিপোর্ট তলব হাইকোর্টের

কলকাতা, ১৬ জুন : মেধার ভিত্তিতে পোস্টিং হয় নাকি যেখানে ইচ্ছা পাঠিয়ে দেওয়া হয়, তিন চিকিৎসকের বদলির মামলায় এমনটাই প্রশ্ন করল কলকাতা হাইকোর্ট। আরজি কর আন্দোলনের অন্যতম মুখ চিকিৎসক দেবাশিস হালদার, চিকিৎসক অনিকেত মাহাতো, চিকিৎসক আসফাকুল্লা নাইয়ার কাউন্সেলিং অনুযায়ী পোস্টিং না হওয়ায় মামলায় সোমবার বিচারপতি বিশ্বজিৎ বসু রাজ্যের উদ্দেশে প্রশ্ন করেন, 'এই চিকিৎসকদের পোস্টিংয়ের সিদ্ধান্ত বা পোস্টিংয়ের পদ্ধতির ন্যায্যতা কীভাবে প্রমাণ করবেন?' বিচারপতির পর্যবেক্ষণ, 'অনিকেত এখনই কাজে যোগ না দিলে তাঁর বিরুদ্ধে কোনও কড়া পদক্ষেপ রাজ্য করবে না বলেই আশা করছে আদালত।'

বিক্ষোভ পদ্মের

নিজস্ব সংবাদদাতা, নয়াদিল্লি, ১৬ জুন : বাংলাদেশের কুষ্টিয়ায় বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের পৈতৃক ভিটে ভাঙচুরের ঘটনায় তীব্র প্রতিক্রিয়া জানাল দিল্লি বিজেপি। সোমবার রাজধানীতে বাংলাদেশ হাইকমিশনের সামনে এক প্রতিবাদ কর্মসূচিতে নেতৃত্ব দেন বিজেপির দিল্লি রাজ্য সভাপতি বীরেন্দ্র সচদেবা।

প্রতিবাদকারীরা 'রবীন্দ্রনাথ শুধু বাংলার নয়, সারা বিশ্বের, তাঁর অপমান বরদাস্ত করা হবে না'— এই বার্তা নিয়ে সরব হন। এদিকে কলকাতায় শিয়ালদা থেকে বেকবাগান পর্যন্ত একটি পদযাত্রা করে। এরপর অগ্নিমিত্রা পালের নেতৃত্বে ৫ সদস্যের প্রতিনিধিদল বাংলাদেশের ডেপুটি হাইকমিশনে একটি স্মারকলিপি জমা দেন।

মারণ আগুনে ভস্মীভূত খিদিরপুরের বাজার। সোমবার আবির চৌধুরীর তোলা ছবি।

অগ্নিকাণ্ডে ক্ষতিপূরণ মমতার

কলকাতা, ১৬ জুন : রবিবার গভীর রাতে খিদিরপুরে ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডে এক হাজারেরও বেশি দোকান ভস্মীভূত হয়ে গিয়েছে। দমকলের ১৫টি ইঞ্জিন প্রায় ৪ ঘণ্টার চেষ্টায় আগুন নিয়ন্ত্রণে আনে। খিদিরপুরের ক্ষতিগ্রস্ত ব্যবসায়ীদের ক্ষতিপূরণ দেওয়ার কথা ঘোষণা করলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। যে সমস্ত ব্যবসায়ীর দোকান সম্পূর্ণ ভস্মীভূত হয়ে গিয়েছে, তাঁদের ১ লক্ষ টাকা করে, আংশিক ক্ষতিগ্রস্তদের ৫০ হাজার টাকা করে দেওয়া হবে বলে ঘোষণা করেছেন মমতা। একই সঙ্গে বাজারের সংস্কারের কাজ করবে রাজ্য সরকার। এদিন বিধানসভা থেকেই খিদিরপুরে অগ্নিকাণ্ডে বিধ্বস্ত এলাকায় পৌঁছোন মমতা। তাঁর সঙ্গে ছিলেন কলকাতার মেয়র ফিরহাদ হাকিম। তিনি ব্যবসায়ীদের সঙ্গে কথা বলেন। আগুন লাগার কারণ খতিয়ে দেখতে দমকলমন্ত্রী সুজিত বসুকে নির্দেশ দেন মমতা। ঘটনাস্থলে গিয়ে আগুন নিয়ন্ত্রণে আনে। ঘটনাস্থলে যান দমকলমন্ত্রী সুজিত বসুও। স্থানীয় লোকজনের বিক্ষোভের মুখে পড়তে হয় সুজিতকেও। এদিকে এই ঘটনায় শুভেন্দু অধিকারী দাবি করেছেন, ব্যবসায়ীদের উচ্ছেদ করার জন্যই আগুন লাগানো হয়েছে।

উদ্ধার ডিভিআর

কলকাতা, ১৬ জুন : ডোমজুড়ে পর্ন কাণ্ডে অভিযুক্ত শ্বেতা খান ও আরিয়ান খানের ফ্ল্যাট থেকে সিসিটিভির ডিভিআর বাজেয়াপ্ত করল পুলিশ। রবিবার রাতে হাওড়ার বাঁকড়ায় তাঁদের ফ্ল্যাটে হানা দেয় পুলিশ। তল্লাশি চালিয়ে নির্যাতিতার মোবাইল ফোন, ল্যাপটপ ও কাঁচি উদ্ধার করেছেন পুলিশ আধিকারিকরা। ওই ফ্ল্যাটে কারা যাতায়াত করতেন, সেখানে পর্নগ্রাফি চলত কি না সেই সমস্ত তথ্য জানতে চায় পুলিশ।

মুখ্যমন্ত্রীর কটাক্ষে পালটা তোপ সুকান্তর

কলকাতা, ১৬ জুন : নাম না করে বিজেপি রাজ্য সভাপতি সুকান্ত মজুমদারকে 'হাফ মিনিস্টার' বলে কটাক্ষ করলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। পালটা জবাবে নিজেকে হাফ মিনিস্টার বলে মেনে নিয়েই সুকান্ত বললেন, 'এই হাফই ২০২৬-এ আপনাকে বাপ বাপ বলিয়ে ছাড়বে।'

চলতি অধিবেশনে সোমবার ছিল বিধানসভায় মুখ্যমন্ত্রীর দ্বিতীয় উপস্থিতি। এদিন শুরু থেকেই কেন্দ্র-বিরোধিতা ও রাজ্যের প্রধান বিরোধী দল বিজেপিকে নিশানা করেন মুখ্যমন্ত্রী। সম্প্রতি মহেশতলা যেতে গিয়ে জিঞ্জিরা বাজারে বাধা পেয়ে সুকান্তর নেতৃত্বে রাজ্য বিজেপির নেতারা কালীঘাটে যান। সেখান থেকে মুখ্যমন্ত্রীর বাড়ির দিকে যেতে গিয়ে গ্রেপ্তার হন তাঁরা। পরে সুকান্ত দাবি করেছিলেন, মহেশতলায় তুলসী গাছের অপমানের জন্য মঞ্চ সহ একটি তুলসীগাছ তাঁরা মুখ্যমন্ত্রীর হাতে তুলে দিতে তাঁর বাড়িতে যেতে চেয়েছিলেন। গ্রেপ্তারির সময় পুলিশকে লক্ষ্য করে হাওয়াই চটি ছোড়ার অভিযোগ ওঠে সুকান্তর বিরুদ্ধে। এদিন বিধানসভায় সেই প্রসঙ্গ টেনে মুখ্যমন্ত্রী নাম না করে বিজেপির উদ্দেশে বলেন, 'আপনাদের হাফ মিনিস্টার আমাদের পাড়ায় গিয়ে এক পঞ্জাবি অফিসারকে জুতো ছুড়ে মারেন। এটাই কি রাজনৈতিক শালীনতা?' পরে হুঁশিয়ারি দিয়ে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, 'আমার বাড়িতে আপনি ঢোকার চেষ্টা করলে আমরাও আপনার বাড়ির ঠিকানা জানি। বাড়াবাড়ি করলে জবাব পাবেন।'

এই প্রসঙ্গে সুকান্ত বলেন, 'মুখ্যমন্ত্রী বিরাট নাম, কিন্তু ওঁর মনের মধ্যে পাকিস্তান আর বাংলাদেশ। ওরকম ফুলপ্যান্ট মুখ্যমন্ত্রী হয়ে কোনও লাভ নেই। আমরা হাফ বা ফুল যে মন্ত্রীই হই না কেন বা মন্ত্রী নাই হই, বুকের মধ্যে ভারত আছে। যেটুকু করি দেশকে ভালোবেসে করি।' এরপর মুখ্যমন্ত্রীর উদ্দেশে হুঁশিয়ারি, ২০১১-য় ওঁর মন্ত্রীসভাতেও ৬ জন হাফপ্যান্ট মন্ত্রী ছিলেন। অপেক্ষা করুন, এই হাফ মন্ত্রীরাই আপনাকে ২৬-এ বাপ বাপ করে ছাড়বে।

পুলিশকে জুতো ছোড়া নিয়ে মুখ্যমন্ত্রীর অভিযোগের জবাবে এদিন সুকান্ত মুখ্যমন্ত্রীকে পালটা চ্যালেঞ্জ

> আপনাদের হাফ মিনিস্টার আমাদের পাড়ায় গিয়ে এক পঞ্জাবি অফিসারকে জুতো ছুড়ে মারেন। এটাই রাজনৈতিক শালীনতা?
>
> **মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়**

> আমরা হাফ বা ফুল যে মন্ত্রীই হই না কেন বা মন্ত্রী নাই হই, বুকের মধ্যে ভারত আছে। যেটুকু করি দেশকে ভালোবেসে করি।
>
> **সুকান্ত মজুমদার**

জানিয়ে বলেন, 'কোন পঞ্জাবি পুলিশ অফিসারের মাথায় জুতো লেগেছে তার প্রমাণ দিতে পারলে মন্ত্রিত্ব থেকে পদত্যাগ করব।' সুকান্তর দাবি, ছোড়া জুতো লেগেছিল তাঁরই নিরাপত্তারক্ষীর গায়ে। মুখ্যমন্ত্রীকে চ্যালেঞ্জ করে বলেন, 'গত নবান্ন অভিযানের সময় ওঁর পুলিশ এক আন্দোলনকারীর পাগড়ি টেনে ছিঁড়ে তাঁর চুলের মুঠি ধরেছিল। সেই অপরাধের জবাব দিন আগে।'

কেন্দ্রকে ৫ প্রশ্ন অভিষেকের

নবনীতা মণ্ডল

নয়াদিল্লি, ১৬ জুন : পহলগাম হামলার ৫৫ দিন পরেও অধরা চার জঙ্গি। নেই কেন্দ্রের কোনও জবাব। নেই কোনও নির্ভরযোগ্য সরকারি ব্যাখ্যাও। এই নীরবতার আবহেই এবার মোদি সরকারকে চাঁচাছোলা ভাষায় আক্রমণ করলেন তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। তাঁর এক্স হ্যান্ডেলে ধারাবাহিক পাঁচটি প্রশ্ন তুলে কেন্দ্রকে কার্যত ঘেরাও করলেন তিনি। সূত্রের খবর, এই পাঁচ দফা প্রশ্নই আগামী লোকসভা অধিবেশনে তৃণমূলের অন্যতম প্রধান রাজনৈতিক হাতিয়ার হতে চলেছে। শুধু তৃণমূল নয়, বিরোধী শিবিরের বহু দল এই ইস্যুতেই মোদি সরকারকে সংসদে কোণঠাসা করতে প্রস্তুত।

২০২৬-এ বেশ কয়েকটি রাজ্যে বিধানসভা নির্বাচনকে সামনে রেখে

পহলগামকাণ্ড

বিজেপি যেন 'অপারেশন সিঁদুর' এবং যুদ্ধ পরিস্থিতিকে নির্বাচনি অস্ত্রে পরিণত করতে না পারে, সে বিষয়ে তৎপর বিরোধীরা।

সেই মর্মেই সোমবার সকালে এক্স হ্যান্ডেলে পোস্টে অভিষেক লেখেন, 'পহলগাম কাণ্ডের ৫৫ দিন পেরিয়ে গেলেও সংবাদমাধ্যম থেকে শুরু করে বিরোধী দলগুলিকে গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন তুলতে দেখা যায়নি। গণতন্ত্রের পক্ষে তা গভীরভাবে উদ্বেগজনক। তাই একজন দায়িত্ববান জনপ্রতিনিধি হিসেবে আমি কেন্দ্রের কাছে এই ৫টি প্রশ্নের স্পষ্ট জবাব দাবি করছি।'

পাক-সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে ভারতের পক্ষে ৩৩টি দেশে কেন্দ্রের তরফে প্রতিনিধিদলে তৃণমূলের হয়ে প্রতিনিধিত্ব করেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় নিজেই।

প্রথম প্রশ্নে অভিষেক জানতে চান, 'সীমান্ত পেরিয়ে অনুপ্রবেশ কীভাবে হল। ৪ জন জঙ্গি কড়া নিরাপত্তা বেষ্টনী ভেঙে কীভাবে ভারতে ঢুকে ২৬ জন নিরীহ নাগরিককে হত্যা করল? এই ভয়াবহ নিরাপত্তা লঙ্ঘনের দায় কে নেবে? কোথায় ব্যর্থতা ঘটেছে?' দ্বিতীয় প্রশ্ন, 'যদি এটা গোয়েন্দা ব্যর্থতা হয়, তবে ঘটনার এক মাসের মাথায় আইবি প্রধানের মেয়াদ কেন বাড়ানো হল? তাঁকে জবাবদিহির বদলে পুরস্কৃত করা হল কেন? এর পিছনে কোনও রাজনৈতিক বাধ্যবাধকতা আছে কি?'

'যদি সরকার বিরোধী নেতা, সাংবাদিক, বিচারপতিদের ওপর পেগাসাস স্পাইওয়্যার ব্যবহার করতে পারে, তাহলে কেন সেই প্রযুক্তি সন্ত্রাসী নেটওয়ার্কের বিরুদ্ধে প্রয়োগ করা হয়নি?' প্রশ্ন অভিষেকের।

অভিষেক জানতে চান, 'হামলার জন্য দায়ী চার জঙ্গি এখন কোথায়? তাঁরা কি নিহত, না পালিয়ে বেড়াচ্ছে? যদি মারা গিয়ে থাকে, তবে সরকার এখনও স্পষ্ট বিবৃতি দিচ্ছে না কেন?'

অভিষেকের পঞ্চম প্রশ্ন, 'ভারত যদি সত্যিই বিশ্বের চতুর্থ বৃহত্তম অর্থনীতি হয়, তবে পহলগামে হামলার ঠিক পরেই কেন আইএমএফ ও বিশ্বব্যাংক পাকিস্তানকে ১ বিলিয়ন এবং ৪০ বিলিয়ন ডলারের আর্থিক সহায়তা ও বিনিয়োগ অনুমোদন করল?

শুভেন্দুকে অনুমতি

কলকাতা, ১৬ জুন : 'বিরোধী দলনেতাকে আটকে দেওয়া হলে সাধারণ মানুষের কী হবে?' মহেশতলায় যেতে চেয়ে শুভেন্দু অধিকারীর মামলায় রাজ্যের উদ্দেশে এমনটাই মন্তব্য করেন বিচারপতি সৌগত ভট্টাচার্য। সোমবার শর্তসাপেক্ষে বিরোধী দলনেতাকে আরও একজন বিধায়কের সঙ্গে মহেশতলায় যাওয়ার অনুমতি দিয়েছে আদালত। তবে কোনও রাজনৈতিক বক্তব্য বা বিতর্কিত মন্তব্য, মিছিল করা যাবে না। সাধারণ মানুষের সঙ্গে কথাবার্তা বলতে পারবেন তিনি।

আক্ষেপ ব্রাত্যর

কলকাতা, ১৬ জুন : শিক্ষা দপ্তরের চাপ সামলাতে গিয়ে মাথার চুল উঠে যাচ্ছে ব্রাত্য বসুর। সোমবার বিধানসভায় মধ্যাহ্নভোজের বিরতির সময় তৃণমূলের মুখ্য সচেতক নির্মল ঘোষের ঘরে বসে এই কথা নিজেই বলেছেন ব্রাত্য। এদিন নির্মলবাবুর ঘরে বসেছিলেন ব্রাত্য। তখন দলের এক তরুণ বিধায়ক ব্রাত্যকে বলেন, 'দাদা আপনার মাথায় চুল কিন্তু কমে যাচ্ছে।' পাশে বসে থাকা উত্তরবঙ্গ উন্নয়নমন্ত্রী উদয়ন গুহ কটাক্ষের সুরে বলেন, 'তুমি যে দপ্তর চালাচ্ছ, তাতে মাথার চুল না কমলে বুঝতে হবে, তুমি কোনও কাজই করো না।' ধূমপান করতে করতে হেসে ফেলেন ব্রাত্য। বলেন, 'সত্যি যা চাপ, সবসময় মাথার চুল খাড়া হয়ে থাকে।'

মাথায় বড় টাক ছিল বিপর্যয় মোকাবিলা দপ্তরের মন্ত্রী জাভেদ খানের। প্রায় দু'দশকের বেশি তেলা টাক নিয়ে দেখা গিয়েছে জাভেদকে। কিন্তু সম্প্রতি জাভেদ খানের ওই চকচকে টাকে কিছু চুল দেখা গিয়েছে। ওই চুল কোথা থেকে এল? ব্রাত্যর কথা শুনে জাভেদ বলেন, 'আমি হেয়ার ট্রান্সপ্ল্যান্ট করিয়েছি। তাই হালকা চুল গজাচ্ছে। তবে এখনও পুরোপুরি হয়নি। ডিসেম্বরে ফের করতে হবে।' তা শুনে আক্ষেপের সুরে ব্রাত্য বলেন, 'মাথার চুল আর আমার ধরে রাখা সম্ভব হবে না।'

আটকে ১০ হাজার ভারতীয় পড়ুয়া

তেহরান ও নয়াদিল্লি, ১৬ জুন : ইরান-ইজরায়েলের হামলা-পালটা হামলার জেরে ইরানে আটকে পড়েছেন ১০ হাজারের বেশি ভারতীয় পড়ুয়া। তাঁদের অধিকাংশ তেহরান ও তার আশপাশের মেডিকেল কলেজগুলিতে ডাক্তারি পড়তে গিয়েছিলেন। শুক্রবার থেকে কার্যত হস্টেলবন্দি ভারতীয় পড়ুয়ারা। তাঁদের দেশে ফেরানোর চেষ্টা করছে বিদেশমন্ত্রক। তেহরানের ভারতীয় দূতাবাসকে পড়ুয়াদের সঙ্গে যোগাযোগ রাখার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। যুদ্ধের জেরে ইরানের আকাশসীমা বন্ধ। এই পরিস্থিতিতে পড়ুয়াদের উদ্ধারের জন্য বিকল্প পথের খোঁজ চলছে।

সাউথ ব্লকের একটি সূত্র জানিয়েছে, বিমান পরিষেবা বন্ধ থাকায় ইরানের তরফে ভারতীয়দের স্থলপথে দেশে ফেরানোর প্রস্তাব দেওয়া হয়েছে। সেইমতো ইরানের কোনও স্থলবন্দর দিয়ে আজারবাইজান, তুর্কমেনিস্তান ও আফগানিস্তানের মধ্যে দিয়ে পড়ুয়াদের ভারতে নিয়ে আসার বিষয়টি খতিয়ে দেখা হচ্ছে। সংশ্লিষ্ট দেশগুলির সঙ্গেও এ ব্যাপারে আলোচনা চলছে। এদিকে পড়ুয়াদের নিরাপত্তা নিয়ে উদ্বেগ বাড়ছে। রবিবার রাতে তেহরান ইউনিভার্সিটি অফ মেডিকেল সায়েন্সের ক্যাম্পাসে আছড়ে পড়েছিল ইজরায়েলি ক্ষেপণাস্ত্র। বিস্ফোরণে দু'জন ভারতীয় পড়ুয়া আহত হয়েছেন। আহতরা কাশ্মীরের বাসিন্দা। তাঁদের আঘাত গুরুতর নয় বলে ইরান সরকার জানিয়েছে। ঘটনার পর উদ্ধার অভিযানে নামার প্রস্তুতি শুরু হয়েছে সাউথ ব্লকে।

বিপদে ড্রিমলাইনার

নয়াদিল্লি, ১৬ জুন : আবার সেই ড্রিমলাইনার! মাত্র ৩৬ ঘণ্টার ব্যবধানে মাঝআকাশে কোনওটা যান্ত্রিক বিভ্রাটে, কোনওটা বোমাতঙ্কের মুখে পড়ে নিজের নিজের উড়ানবন্দরে ফিরতে বাধ্য হল ভারত অভিমুখী তিন-তিনটি ড্রিমলাইনার বিমান। তিনটি বিমানই ছিল বোয়িং ৭৮৭-৮ ড্রিমলাইনার, যার একটি ব্রিটিশ এয়ারওয়েজের, একটি এয়ার ইন্ডিয়ার এবং লুফথানসার বিমান সংস্থার। বিমানগুলির নামার কথা ছিল যথাক্রমে চেন্নাই, দিল্লি এবং হায়দরাবাদে।

প্রথম ঘটনাটি রবিবারের। চেন্নাইগামী ব্রিটিশ এয়ারওয়েজের বিএ-৩৫ বিমানটি লন্ডনের হিথরো বিমানবন্দর থেকে উড়েছিল দেরিতে, দুপুর ১টা ১৬ মিনিটে। কিন্তু আকাশে প্রায় দুই ঘণ্টা ওড়ার পর মাঝপথেই ফিরে আসতে বাধ্য হয়। প্রযুক্তিগত ত্রুটির কথা জানিয়ে বিমানটি নিরাপদে নামে হিথরোয়। সংশ্লিষ্ট এয়ারলাইন্স জানিয়েছে, বিমানে যাত্রী ও ক্রু সদস্যরা স্বাভাবিকভাবেই নেমে পড়েছেন। তাঁদের যাত্রা ফের শুরু করার প্রস্তুতি চলছে।

এর কয়েক ঘণ্টা পর সোমবার সকালে হংকং থেকে দিল্লিগামী এয়ার ইন্ডিয়ার ফ্লাইট এআই-৩১৫ আকাশে ওড়ার ৯০ মিনিটের মধ্যেই পাইলট 'আর এগোতে চাই না' বলেই ফিরে যান হংকং আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে। ফ্লাইটরেডার২৪-এর তথ্য অনুযায়ী ভারতীয় সময় সকাল সাড়ে ন'টা নাগাদ টেক-অফ করেছিল বিমানটি। এয়ার ইন্ডিয়া জানিয়েছে, বিমানটি 'সতর্কতামূলক পদক্ষেপ' হিসাবে ফিরিয়ে আনা হয়েছে। সব যাত্রী ও কর্মী নিরাপদে নামেন এবং বিমানের নিরাপত্তা পরীক্ষা চলছে। বিকল্প ব্যবস্থা হিসাবে যাত্রীদের দিল্লি পাঠানোর আশ্বাস দেওয়া হয়েছে।

সবেতন ছুটি চাই, দাবি গৃহপরিচারিকাদেরও

নয়নিকা নিয়োগী

কলকাতা, ১৬ জুন : ৫৫ বছর বয়সের পর চাই পেনশন, ইএসআই ও অন্যান্য সামাজিক সুরক্ষা। বাকি দশটা কাজের মতোই এই কাজেও চাই মাতৃত্বকালীন সবেতন ছুটি। উৎসবের সময়েও গৃহকর্তাদের দিতে হবে সবেতন ছুটি ও বোনাস। আন্তর্জাতিক গৃহপরিচারিকা দিবসে সোমবার এই দাবিতে কলকাতার মৌলালি যুবকেন্দ্রে সরব হলেন রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তের গৃহপরিচারিকারা। তাঁদেরই একজন মিনু দেবনাথ। তাঁর অভিযোগ, 'বাবুরা ঝি বলে ডাকেন। সারাজীবন মুখে রক্ত তুলে যখন খাটি, পেনশন তো চাইবই।' রাজ্য ও কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে এই পেশায় ন্যূনতম মজুরি ধার্য করার অনুরোধও জানিয়েছে তাঁদের সংগঠন 'পশ্চিমবঙ্গ গৃহপরিচারিকা সমিতি'।

তথ্য বলছে, ভারতে ১০ জন গৃহশ্রমিকের ৯ জনই মহিলা। তাই নারী সম্মান নিয়ে প্রশ্ন তুলে সংগঠনের দাবি, 'আমাদের জন্য পূর্ণাঙ্গ আইন তৈরি করতে হবে। গৃহশ্রমিক কল্যাণ পর্ষদ তৈরি করে অনিয়ন্ত্রিত প্লেসমেন্ট এজেন্সি ও আয়া সেন্টারগুলিকে নিয়ন্ত্রণ করতে হবে।' গৃহপরিচারিকাদের নিয়মিত গরহাজিরার অভিযোগ রাজ্যজুড়ে। কোনও গৃহিণীর বক্তব্য, সপ্তাহের অর্ধেক দিন 'ডুব মারেন' গৃহপরিচারিকারা। আবার কারোর অভিযোগ, চাহিদার সুযোগে বেশি মজুরি চান অনেকেই। এই প্রশ্ন তুলতেই আক্রমণাত্মক সুরে দক্ষিণ ২৪ পরগনার ঝর্না সরদারের উত্তর, 'বাবুরা অসুস্থ হলে তাঁদের তো সিএল, পিএল আছে। আমরা অসুস্থ হতে পারি না? সেই সময় ছুটি নিতেই পারি। তখন মাইনে কাটলে হবে? বোনাসও তো অর্ধেক দেয়। ঘর মুছলে আর জামাকাপড় কাচলে মাত্র ৫০০ টাকা। ওই টাকায় সংসার চলে?' সংগঠনের তরফে স্বপ্না ত্রিপাঠী বলেন, 'দার্জিলিং, জলপাইগুড়ি ও কোচবিহারের মতো উত্তরবঙ্গের জেলাগুলিতে সংগঠনের ভিত বেশ শক্ত। ভারত সরকারের শ্রমবিধিতে বলা হয়েছে, কোনও বাড়িতে পাঁচজন গৃহশ্রমিক কাজ করলে তবেই মজুরি সহ আইনের অন্যান্য সুযোগসুবিধা পাওয়া সম্ভব। আমাদের রাজ্যে এত বড়লোক কেউ নেই যে বাড়িতে পাঁচজন করে পরিচারিকা রাখবেন। আমরা মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে এবং শ্রমমন্ত্রী মলয় ঘটককে চিঠি দিয়েছি বেশ কয়েকবার। উত্তর পাইনি।'

ইন্টারন্যাশনাল লেবার অর্গানাইজেশনের তথ্য অনুযায়ী, ভারতে প্রায় ৮ কোটি গৃহশ্রমিক থাকা সত্ত্বেও সেই পেশা এখনও মান্যতা পায়নি আইনতভাবে। মিনু বলেন, 'তিন বাড়িতে কাজ করি। মাইনে পাই মাত্র ২৩০০ টাকা। ওই কটা টাকাতে ছেলেকে পড়াশোনা করিয়েছি। মেয়েকে বিয়ে দিয়েছি। অর্ধেক বাড়ি তো বোনাসও দেয় না। বোনাস চাইতে গেলে দুর দুর করে তাড়িয়ে দেয়। জয়নগর থেকে বালিগঞ্জ পর্যন্ত রোজ ট্রেনে ঝুলে ঝুলে যাতায়াত করি। ছুটি নিলেই মাইনে কাটে। আমাদের জন্য বেতন ধার্য করা হবে না কেন?' হাসি মুখে কটাক্ষের সুরে কুসুম সরদারের সংযোগ, 'আমরা ছাড়া চলবে না, সমাজের চাকা ঘুরবে না।'

শান ইস্যুতে দায় এড়ালেন গৌতম

শুভঙ্কর চক্রবর্তী

শিলিগুড়ি, ১৬ জুন : শান ভৌমিকের কুকীর্তি প্রকাশ্যে আসতেই বাংলাদেশি পড়ুয়াদের নিয়ে সতর্ক হল উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ। বিশ্ববিদ্যালয়ে পাঠরত সমস্ত বাংলাদেশি ছাত্রকে ভিসা, পাসপোর্ট সহ সশরীরে তাঁর দপ্তরে হাজির হওয়ার নির্দেশ দিলেন বিশ্ববিদ্যালয়ের ফরেন স্টুডেন্ট সেল-এর কোঅর্ডিনেটর এবং জয়েন্ট রেজিস্ট্রার স্বপনকুমার রক্ষিত। প্রতিবেশী দেশের পড়ুয়াদের নিয়ে যখন উদ্বিগ্ন বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ তখন শান ইস্যুতে কার্যত দায় ঝেড়ে ফেললেন শিলিগুড়ির মেয়র গৌতম দেব। অবৈধভাবে ভারতীয় নথি তৈরি করে বেশ কয়েক বছর থেকে মেয়রের ওয়ার্ডেই ফ্ল্যাট কিনে বসবাস করছিল শান। তাতেই প্রশ্ন উঠেছে শহরের নিরাপত্তা নিয়ে। সেসব নিয়ে কোনও বাক্য ব্যয় না করলেও এদিন সামাজিক মাধ্যমে একটি দায়সারা বিবৃতি দিয়ে গৌতম শুধু জানিয়ে দেন, ৩৩ নম্বর ওয়ার্ডের ভোটার তালিকায় শান-এর নাম নেই।

খোদ মেয়রের ওয়ার্ডে বসেই বছরের পর বছর ধরে বেআইনি কারবার চালিয়ে যাওয়া বাংলাদেশি ছাত্রের কীর্তি প্রকাশ্যে আসতেই শোরগোল পড়ে যায় শহরে। তারপরই সোমবার দুপুরে ৬৭ শব্দের একটি বিবৃতি প্রকাশ করেন মেয়র। তাতে তিনি জানান, যে ডেভেলপার ফ্ল্যাট বিক্রি করেছেন তাঁর কাছে ওই বাংলাদেশি ছাত্রের কোনও বৈধ নথিপত্র প্রায় নেই। বৈধ নথিপত্র ছাড়া কেন ফ্ল্যাট বিক্রি করা হল তারজন্য সংশ্লিষ্ট ডেভেলপারের বিরুদ্ধে কোনও পদক্ষেপ হচ্ছে কি না তা অবশ্য জানাননি গৌতম। শান যে অবৈধভাবে ভোটার কার্ড এবং আধার কার্ড বানিয়েছেন তা-ও ঘুরিয়ে স্বীকার করে নিয়েছেন তিনি। আবাসনের এক বাসিন্দার বক্তব্য উদ্ধৃত করে মেয়র লিখেছেন, 'ছেলেটার আধার কার্ড এবং ভোটার আইডি রয়েছে, তবে সেগুলো এই ওয়ার্ডের অন্তর্ভুক্ত নয়।' কোন ওয়ার্ডের অন্তর্ভুক্ত বিবৃতিতে তার উল্লেখ নেই। প্রশ্ন করা হলেও উত্তর মেলেনি।

বাংলাদেশি ইস্যুতে প্রাক্তন মেয়র অশোক ভট্টাচার্য গৌতমের স্পষ্ট বিবৃতি দাবি করেছেন। তাঁর কথা, 'ওই বাংলাদেশি ছাত্র কোন ওয়ার্ডের ভোটার তা স্পষ্ট করে বলুন মেয়র। যে কোনও ওয়ার্ডের ভোটার হলেই তার দায় এড়াতে পারেন না মেয়র। পুরনিগম এবং রাজ্য প্রশাসনে তাঁরাই ক্ষমতায় আছেন। তাই জবাব তাঁদেরকেই দিতে হবে।' শিলিগুড়ির বিধায়ক শংকর ঘোষও শান ইস্যুতে দ্রুত পদক্ষেপ চেয়েছেন। তাঁর বক্তব্য, 'গ্রাম পঞ্চায়েত থেকে পুরসভা সবটাই তৃণমূলের দখলে। তাদের এবং রাজ্য প্রশাসনের প্রত্যক্ষ মদত ছাড়া কোনওভাবেই অবৈধ ভোটার, আধার কার্ড তৈরি করা বাস্তবে সম্ভব নয়। খোদ মেয়রের ওয়ার্ডই যদি বাংলাদেশিদের ঘাঁটি হয় তাহলে অবশিষ্ট শিলিগুড়ির দশা সহজেই অনুমেয়।'

জয়েন্ট রেজিস্ট্রারের দেওয়া তথ্য অনুসারে বর্তমানে উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের ফুড টেকনলজি, আইন, টি-সায়েন্স সহ বিভিন্ন বিভাগে ন'জন বাংলাদেশি ছাত্রছাত্রী রয়েছেন। প্রত্যেক বিভাগীয় প্রধান এবং পড়ুয়াদের আলাদা করে তাঁর দপ্তরে হাজির হওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন স্বপন। তিনি জানিয়েছেন, নির্দেশ পেয়ে ইতিমধ্যেই চারজন পড়ুয়া উপস্থিত হয়েছিলেন।

তাঁদের পাসপোর্ট, ভিসা সহ যাবতীয় নথি যাচাই করা হয়েছে। জয়েন্ট রেজিস্ট্রারের বক্তব্য, 'শানের ঘটনায় আমরা যথেষ্টই উদ্বেগের মধ্যে রয়েছি। প্রত্যেক বাংলাদেশি পড়ুয়ার নথি খতিয়ে দেখা হবে। নথিতে গরমিল থাকলে তাকে কোনওভাবেই পরীক্ষায় বসতে দেওয়া হবে না এবং আইন মেনে পদক্ষেপ করা হবে।' পদ্ধতি মেনে তাঁরা শানের ভর্তি বাতিল করার প্রক্রিয়াও শুরু করেছেন বলেই জানিয়েছেন স্বপন।

এসবের মধ্যেই সোমবার শান ইস্যুতে উত্তপ্ত হল ক্যাম্পাস। এদিন সারা বাংলা তৃণমূল শিক্ষাবন্ধু সমিতির নেতা, কর্মীরা জয়েন্ট রেজিস্ট্রারের দপ্তরের সামনে দীর্ঘক্ষণ বিক্ষোভ দেখান। তাঁদের অভিযোগ, বিশ্ববিদ্যালয়ের নৃতত্ত্ব বিভাগের একজন অধ্যাপক শানের বেআইনি কার্যকলাপকে সমর্থন করে বিভিন্ন জায়গায় বিবৃতি দিচ্ছেন। পাশাপাশি বিশ্ববিদ্যালয়ের চুক্তিভিত্তিক শিক্ষকদের যোগ্যতা এবং নিয়োগ পদ্ধতি অবৈধ বলেও দাবি করেছেন। সংগঠনের রাজ্য কমিটির সদস্য রণজিৎ রায়ের কথা, 'যেভাবে ওই অধ্যাপক শানকে সমর্থন করে বিবৃতি দিচ্ছেন তাতে আমাদের ধারণা বাংলাদেশি ছাত্রের অবৈধ কারবারের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট অধ্যাপকের যোগাযোগ আছে। তাই তাঁকে তদন্তের আওতায় আনা হোক। চুক্তিভিত্তিক শিক্ষকদের কাছে ক্ষমা না চাইলে ওই অধ্যাপককে আমরা তাঁর বিভাগে ঢুকতে দেব না।'

উদ্বিগ্ন এনবিইউ

শান ভৌমিকের ভর্তি বাতিল করার প্রক্রিয়াও শুরু করল উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ

বিশ্ববিদ্যালয়ে পাঠরত সমস্ত বাংলাদেশি ছাত্রকে ভিসা, পাসপোর্ট সহ সশরীরে তাঁর দপ্তরে হাজির হওয়ার নির্দেশ জয়েন্ট রেজিস্ট্রারের

শহরের নিরাপত্তা নিয়ে কথা নেই, ৬৭ শব্দের বিবৃতি দিয়ে দায় সারলেন মেয়র

মেয়রের স্পষ্ট বিবৃতি দাবি অশোক ভট্টাচার্য এবং শংকর ঘোষের

চাপে পড়ে ৩ ভারতীয়কে ফিরিয়েছে বিএসএফ, দাবি পুলিশের

'বাংলা বললেই হেনস্তা'

দীপ্তিমান মুখোপাধ্যায় ও শিবশংকর সূত্রধর

কলকাতা ও কোচবিহার, ১৬ জুন : কোচবিহারের জামালদহ সীমান্ত থেকে তিন ভারতীয়কে ফিরিয়ে আনার পর রাজ্য প্রশাসনের নিশানায় এখন বিএসএফ। বিধানসভায় খোদ মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সোমবার বিজেপিকেই কাঠগড়ায় দাঁড় করান। কোচবিহার জেলা পুলিশও দাবি করে যে, তাদের চাপে বিজিবি'র সঙ্গে কথা বলে ওই তিন ভারতীয়কে ফিরিয়ে আনতে বাধ্য হয়েছে বিএসএফ।

মুখ্যমন্ত্রী ঘটনাটিকে বাংলা ও বাঙালির হেনস্তা বলে তুলে ধরার চেষ্টা করেছেন। যে তিন ভারতীয়কে বিএসএফ জোর করে বাংলাদেশের দিকে ঠেলে দিয়েছিল বলে অভিযোগ, তাঁদের ধরেছিল মহারাষ্ট্র পুলিশ। পরে তাঁদের পশ্চিমবঙ্গে বিএসএফের হাতে তুলে দেওয়া হয়। যদিও ওই তিনজনের বৈধ ভোটার কার্ড, আধার কার্ড ইত্যাদি ছিল বলে কোচবিহার পুলিশের দাবি।

বিধানসভায় মমতা সেই প্রসঙ্গ উল্লেখ করে বলেন, 'বাংলা ভাষায় কথা বললেই বাংলাদেশি বলে ধরে বাংলাদেশে পাঠিয়ে দেওয়া হচ্ছে। আধার কার্ড, প্যান কার্ড সহ সমস্ত ভারতীয় পরিচয়পত্র দেখানো সত্ত্বেও শুধুমাত্র ভাষার ভিত্তিতে এই অন্যায় হচ্ছে।' বিজেপি বিধায়কদের উদ্দেশে তিনি বলেন, 'লজ্জা করে না আপনাদের! শুধুমাত্র বাংলা ভাষায় কথা বলেন বলে মহারাষ্ট্র সরকার এই অন্যায় করেছে। এটা ভাষাভিত্তিক বৈষম্য, এটা রাজ্যবাসীর অপমান। মহারাষ্ট্র সরকার বাংলা ভাষা বলায় কাউকে বাংলাদেশি বললে তা গোটা বাংলাকে বাংলাদেশি বলার সমান। এটা মেনে নেওয়া যায় না।'

অন্যদিকে, কোচবিহার জেলার মাথাভাঙ্গায় সোমবার সাংবাদিক বৈঠকে অতিরিক্ত পুলিশ সুপার সন্দীপ গড়াই বলেন, 'তিনজন ভারতীয়কে বাংলাদেশের বিজিবি আটক করেছে বলে খবর পেয়েছিলাম। তাঁদের মুম্বই পুলিশ বাংলাদেশি সন্দেহে গ্রেপ্তার করেছিল। ওই তিনজনের সব নথি সংগ্রহ করি। পরে কোচবিহার পুলিশের চাপে বিএসএফ বাধ্য হয় বিজিবির সঙ্গে ফ্ল্যাগ মিটিং করতে। এরপর তাঁদের ফিরিয়ে আনা হয়েছে।'

ওই তিন ভারতীয় পশ্চিমবঙ্গের বাসিন্দা। তাঁদের মধ্যে নিজামুদ্দিন মণ্ডল ও মিনারুল শেখ যথাক্রমে মুর্শিদাবাদের হরিহরপাড়া ও বেলডাঙ্গার বাসিন্দা। অন্যজন মোস্তাকা কামাল শেখের বাড়ি পূর্ব বর্ধমানের মন্তেশ্বরে। তাঁদের সোমবার মাথাভাঙ্গায় অতিরিক্ত পুলিশ সুপারের দপ্তরে গাছের চারা দিয়ে স্বাগত জানানো হয়। তাঁদের নিরাপদে বাড়িতে পৌঁছে দেওয়া হবে বলে পুলিশ জানিয়েছে। ওই তিনজন মুম্বইতে কাজ করতেন। বাংলাদেশি সন্দেহে মুম্বই পুলিশ তাঁদের গ্রেপ্তার করে।

ওই খবর পাওয়ার পর সক্রিয় হয়েছিল পশ্চিমবঙ্গ পরিযায়ী শ্রমিক উন্নয়ন পর্ষদ। সংস্থার চেয়ারম্যান তথা তৃণমূলের রাজ্যসভা সাংসদ সামিরুল ইসলাম উদ্যোগী হয়ে মুম্বই পুলিশকে ওই তিনজনের পরিচয়পত্র পাঠিয়েও ছিলেন। কিন্তু তাঁর অভিযোগ, মুম্বই পুলিশ পর্ষদকে না জানিয়ে ওই তিনজনকে বাংলাদেশে পাঠানোর জন্য পশ্চিমবঙ্গে বিএসএফের হাতে তুলে দেয়। মুখ্যমন্ত্রীর অভিযোগ, যেসব রাজ্যে ডাবল ইঞ্জিনের সরকার আছে, সেখানেই এই কাণ্ড ঘটানো হচ্ছে।

এই প্রসঙ্গে কথা বলতে গিয়ে বিধানসভার ভাষণে কেন্দ্রীয় বঞ্চনা টেনে আনেন তিনি। আবাস যোজনা, একশো দিনের কাজের প্রকল্পে প্রায় ৪ বছর কেন্দ্রীয় সরকার টাকা আটকে রেখেছে অভিযোগ তুলে মমতা বলেন, 'কেন্দ্রে চোরেদের সরকার চলছে।' তাঁর একথা বলার সময় বিজেপি বিধায়করা 'শেম শেম' বলে স্লোগান শুরু করেন। তাতে আরও ক্ষিপ্ত হয়ে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, 'আমাদের রাজ্যে ছোট দু-একটি অসংগতি হয়েছে। কিন্তু এই অসংগতি অন্য রাজ্যেও দেখা যায়। কিন্তু শুধুমাত্র বাংলাকেই বঞ্চনা করা হয়। এর থেকেই বোঝা যায় কেন্দ্রীয় সরকার কতটা বাংলা বিদ্বেষী।'

ওই সময় বিজেপির মুখ্যসচেতক শংকর ঘোষ, ডাবগ্রাম ফুলবাড়ি কেন্দ্রের বিধায়ক শিখা চট্টোপাধ্যায় পালটা কটাক্ষ করেন। তাতে বিধানসভায় উত্তেজনা সৃষ্টি হয়। মমতা বলেন, 'মনে রাখবেন আমি জিতে এসেছি। আমাকে জোর করে হারানোর চেষ্টা হয়েছিল। আমাকে বেশি ঘাঁটাবেন না। আমি সবার খবর রাখি। কে কী করছেন সব জানি।' বিরোধীদের তীব্র চিৎকারের মধ্যে ভাষণ চালিয়ে যান মুখ্যমন্ত্রী।

মুর্শিদাবাদের তিন শ্রমিককে বাড়ি পাঠাচ্ছে পুলিশ।

ক্রুদ্ধ মমতা

বাংলা ভাষায় কথা বললেই বাংলাদেশি বলে ধরে বাংলাদেশে পাঠিয়ে দেওয়া হচ্ছে। আধার কার্ড, প্যান কার্ড সহ সমস্ত ভারতীয় পরিচয়পত্র দেখানো সত্ত্বেও শুধুমাত্র ভাষার ভিত্তিতে এই অন্যায় হচ্ছে।

মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়

দেরিতে ট্রেন, যাত্রী ভোগান্তি

শতাব্দী সাহা

চ্যাংরাবান্ধা, ১৬ জুন : সকালের ট্রেন ছাড়ছে দুপুরে। ঘণ্টার পর ঘণ্টা স্টেশনেই দাঁড়িয়ে থাকছেন যাত্রীরা। স্বাভাবিকভাবেই গন্তব্যে পৌঁছাচ্ছেও দেরিতে। কার্যত বিনা নোটিশে গত প্রায় দুই সপ্তাহ থেকে বামনহাট-শিলিগুড়ি ডেমু প্যাসেঞ্জার এভাবেই চলছে। এতেই ফাঁপরে পড়েছেন যাত্রীরা। এই যেমন সোমবার চ্যাংরাবান্ধা স্টেশন থেকে ওই ট্রেন সকাল ৭টা ৫১ মিনিটে ছাড়ার কথা। তবে সেটা দুপুর প্রায় সাড়ে বারোটা নাগাদ চ্যাংরাবান্ধা থেকে ছাড়ে।

এদিন কোচবিহার ফলিমারির বাসিন্দা নুরনেহার বিবি ডাক্তার দেখানোর জন্য শিলিগুড়ির উদ্দেশে রওনা দিয়েছিলেন। দীর্ঘক্ষণ অপেক্ষার পর হতাশার সুরে তিনি বলেন, 'আমরা বাড়ি থেকে ভোর সাড়ে চারটায় বের হয়েছি। পাঁচটা পঁচিশ আমাদের ওখানে ট্রেনের সময়। কিন্তু ফলিমারি স্টেশন থেকে সেই ট্রেনে আমরা সকাল আটটায় উঠি। শিলিগুড়িতে দুপুর একটার সময় আমার ডাক্তার দেখানোর কথা। এখন চ্যাংরাবান্ধাতে সাড়ে বারোটা বেজে গেল কী করে একটার মধ্যে শিলিগুড়ি পৌঁছাব কে জানে? যাওয়াটাই বেকার হয়ে গেল।'

একই কথা বলেন দেওয়ানহাটের বাসিন্দা মৃন্ময় বর্মন। তাঁর কথায়, '৫টা ৫০ মিনিটে যেখানে দেওয়ানহাটে থাকার কথা সেখানে ট্রেন সাড়ে আটটার সময় সেখান থেকে ছেড়েছে। শিলিগুড়িতে যে কাজে যাচ্ছি জানি না সেই কাজ সম্পন্ন করে বাড়ি ফিরতে পারব কি না।'

তবে ঠিক কী কারণে দেরি? এই নিয়ে চ্যাংরাবান্ধা রেলওয়ে স্টেশনের স্টেশনমাস্টার এসকে সুমনকে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি কারণ জানেন না বলেই মন্তব্য করেন। এই নিয়ে সরব হয়েছে চ্যাংরাবান্ধা নাগরিক মঞ্চ। মঞ্চের সম্পাদক রতন দাস বলেন, 'আমরা এ বিষয়টি নিয়ে রেলওয়ে কর্তৃপক্ষের দ্বারস্থ হব। এই ট্রেন মেখলিগঞ্জ ব্লকের বড় ভরসা। ট্রেনের কেন নিয়মিত দেরি হচ্ছে তার জবাব চাইব আমরা।'

যদিও উত্তর-পূর্ব রেলের মুখ্য জনসংযোগ আধিকারিক কপিঞ্জলকিশোর শর্মা বলেন, 'সেবক রেলস্টেশনে কাজ হচ্ছে। নতুন প্ল্যাটফর্ম তৈরি হচ্ছে। সেবক-রংপো রেললাইনেরও কাজ হচ্ছে। সেই কারণেই মূলত এই ট্রেনের দেরি হচ্ছে।

৩০ জুন পর্যন্ত কিছুটা সমস্যা হবে। তবে আমি ইতিমধ্যে আলিপুরদুয়ার রেলওয়ে ডিভিশনের সঙ্গে কথা বলেছি। যাতে রেলওয়ের কাজে অসুবিধা না হয় এবং যাত্রী ভোগান্তিও না হয় সেই বিষয়ে খেয়াল রেখে বামনহাট-শিলিগুড়ি ডেমু প্যাসেঞ্জার চালানোর বিষয়ে পদক্ষেপ করা হবে।'

গত দুই সপ্তাহ ধরে ভোগান্তির মুখে পড়ায় ক্ষুব্ধ যাত্রীরা। চ্যাংরাবান্ধার ব্যবসায়ী মিতুল সাহার কথায়, 'শিলিগুড়ি থেকে ট্রেনে করে মালপত্র নিয়ে আসতে আমাদের খুবই সুবিধা হত। কিন্তু এখন দিন-দিন এই ট্রেনের যা পরিস্থিতি দাঁড়িয়েছে সময়মতো ট্রেন না পাওয়ার ফলে ট্রেনে করে মালপত্র নিয়ে আবার চ্যাংরাবান্ধা ফেরত আসা একদিনে সম্ভবপর হবে না বলেই মনে হচ্ছে। বাধ্য হয়ে বাসে করে মালপত্র আনছি।'

দুপুরে চ্যাংরাবান্ধা স্টেশনে দাঁড়িয়ে বামনহাট শিলিগুড়ি ডেমু প্যাসেঞ্জার।

শেষপর্যন্ত মালা

প্রথম পাতার পর

সুরজিতের বন্ধু খোকন স্টেশন চত্বরে পার্কিং লটের দায়িত্ব সামলান। সবাই মিলে সেই মইয়ে উঠলেন। খোকন সবার আগে। একবার পড়েও যাচ্ছিলেন। বাকিরা কোনওমতে সামলালেন। তারপর সবার মিলিত চেষ্টাই সেই ছবিতে মালা পড়ল। ততক্ষণে সেই জায়গায় বেশ ভিড় জমে গিয়েছে। ছবিতে মালা পড়ার মুহূর্তেই হাততালি পড়ল চটপট। ভিজে গেল কারও কারও চোখের কোণ।

কার ছবিতে মালা পড়ল জানেন? সুরজিৎ অপকট, 'আমরা তো এটা গান্ধিজির ছবি বলেই জানতাম। এ ছবি যে দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশের তা তো কেউ আমাদের জানাননি।' বস্তুত, দেশবন্ধুকে কেন্দ্র করে এদিন শহরের কোথাও কোনও উদ্যোগ চোখে পড়েনি। কিছুটা দূরেই তাঁরই নামাঙ্কিত যে উড়ালপুল, সেখানেও কারও কোনও উদ্যোগ চোখে পড়েনি।

এহেন দৃশ্য যে কারও মন খারাপ করবে। কিন্তু তাঁর ছবি ঘিরে এদিন সুরজিৎ, খোকনরা যা করে দেখালেন তা নিশ্চয়ই দেশবন্ধুকে কিছুটা হলেও তৃপ্তি দেবে। তাঁর প্রয়াণের শতবর্ষে সেটাই হয়তো শহর শিলিগুড়ির প্রাপ্তি।

নির্ধারিত সময়ে পরিষেবা চালু নয়

দেবদর্শন চন্দ

কোচবিহার, ১৬ জুন : লোকবলের অভাব? নাকি অন্য কোনও কারণ? এখনও তা স্পষ্ট নয়। তবে হঠাৎ পিছিয়ে গেল উত্তরবঙ্গ রাষ্ট্রীয় পরিবহণ নিগমের বাতানুকূল বাস পরিষেবা চালুর দিনক্ষণ। কথা ছিল, চলতি মাসের ১৫ তারিখ থেকে কোচবিহার-শিলিগুড়ি, শিলিগুড়ি-কোচবিহার, আলিপুরদুয়ার-শিলিগুড়ি এবং রায়গঞ্জ-শিলিগুড়ি রুটে এই বাস পরিষেবা চালু করা হবে। এই নিয়ে মাসখানেক আগে সোশ্যাল মিডিয়ায় প্রচারের পাশাপাশি সাংবাদিক সম্মেলন করেছিলেন উত্তরবঙ্গ রাষ্ট্রীয় পরিবহণ নিগমের চেয়ারম্যান পার্থপ্রতিম রায়। কিন্তু নির্ধারিত দিনে চালু হয়নি ওই বাস পরিষেবা। যদিও শীঘ্রই সেই পরিষেবা চালুর আশ্বাস দিয়েছেন পার্থপ্রতিম। তাঁর কথায়, '১৫ তারিখ রবিবার ছিল। তাই সেদিন পরিষেবা চালু করা যায়নি। আমরা ইতিমধ্যেই সব শিডিউল তৈরি করেছি। বাসগুলির সময়, ভাড়া সব ঠিক হয়েছে। আমরা এখন তৈরি।'

তবে ওই যুক্তি মানতে নারাজ অনেকে। এই নিয়ে জল্পনা শুরু হয়েছে। এব্যাপারে নিগমের এক আধিকারিক বলেন, 'আমাদের লোকবলের যথেষ্ট অভাব রয়েছে। যে সংখ্যক কর্মী রয়েছেন, তাঁদের একাধিক কাজ করতে হচ্ছে।' তাহলে কি কর্মী এবং আধিকারিকের অভাবেই নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে বাসগুলির রুট, সময়, ভাড়া ঠিক করতে পারেনি সংশ্লিষ্ট দপ্তর? বিষয়টি নিয়ে নিগমের ম্যানেজিং ডিরেক্টর দীপঙ্কর পিপলাই বলেন, 'ওই তারিখটা আমাদের টার্গেট ছিল ঠিকই। সবসময় নির্ধারিত সময়ে সবকিছু করা হয়ে ওঠে না। আমাদের কিছু চাপ থাকে। শীঘ্রই এই পরিষেবা চালু হবে।' নিগম সূত্রে জানা গিয়েছে, যাত্রীদের সুবিধার্থে আপাতত তিনটি পুরাতন বাস মেরামত করে এবং কলকাতা রুটের একটি নতুন বাস রুটগুলিতে চালানোর পরিকল্পনা কর্তৃপক্ষের। পরবর্তীতে বালুরঘাট-মালদা, ইসলামপুর-শিলিগুড়ি, কলকাতা-শিলিগুড়ি সহ কয়েকটি রুটে পরিষেবা প্রসারের কথা রয়েছে।

লোকবলের অভাব? ধন্দ

স্থিতিশীল অভিজিৎ

কলকাতা, ১৬ জুন : তমলুকের বিজেপি সাংসদ অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায় এখনও বিপন্মুক্ত নন। নিবিড় পর্যবেক্ষণের জন্য এখনও তাঁকে আইসিসিইউতেই রাখা হয়েছে। এদিন তাঁর চিকিৎসার জন্য গঠিত ৭ সদস্যের মেডিকেল বোর্ড তাঁর একাধিক পরীক্ষানিরীক্ষার নির্দেশ দিয়েছে। হাসপাতাল সূত্রে খবর, গত ২৪ ঘণ্টায় তাঁর শারীরিক অবস্থার উন্নতি হয়েছে। সেইসব পরীক্ষার রিপোর্ট আসার পরই চিকিৎসকরা তাঁর চিকিৎসার বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেবেন। সোমবার দুপুরে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী তথা বিজেপির রাজ্য সভাপতি সুকান্ত মজুমদার সহ বিজেপির কয়েকজন নেতা চিকিৎসারত সাংসদকে দেখতে যান। পরে সুকান্ত জানিয়েছেন, এই মুহূর্তে উনি পর্যবেক্ষণে রয়েছেন। তাঁর শারীরিক অবস্থা স্থিতিশীল বলাই ভালো। তবে নিরাময়ের জন্য বেশকিছু সময় লাগবে।

আন্দোলন

কোচবিহার, ১৬ জুন : কোচবিহারের ঐতিহাসিক নিদর্শনগুলিকে অক্ষুণ্ণ রাখার দাবিতে কোচবিহার শহরে আন্দোলন করল কামতাপুর পিপলস পার্টি (ইউনাইটেড)। সংগঠনের তরফে সোমবার মিছিলটি শহরের বিভিন্ন অংশ পরিক্রমা করে জেলা শাসকের দপ্তরের সামনে এসে শেষ হয়। সেখানে কিছুক্ষণ বিক্ষোভ দেখানোর পর জেলা শাসকের দপ্তরে দাবিপত্র জমা দেন সংগঠনের সদস্যরা।

আবার স্বপ্ন

প্রথম পাতার পর

একসময় হলগুলোতে শুধু ফ্যানের ব্যবস্থা ছিল। কিন্তু সময়ের দাবি মেনে এখন হলগুলোতে লাগানো হয়েছে এসি। এছাড়াও নতুন পর্দা এবং আধুনিক সাউন্ড সিস্টেমের ব্যবস্থা করতে হয়েছে। কাঠের চেয়ার সরিয়ে সেখানে এখন গদি আঁটা চেয়ার, সোফা। শুধু তাই নয়, সিনেমা হলে ঢোকার সময় দর্শকরা সেখানের ক্যাফে থেকে ইচ্ছামতো খাবার নিয়ে ঢুকতে পারেন। সিনেমার বিরতির সময় এসে চা-কফিতে একটু গলা ভেজাতে পারেন। এখন ট্রেন্ড হয়েছে ছোট ছোট হলে সিনেমা দেখানোর। আমাদের নিউ সিনেমা হলে একসঙ্গে ১৯৬ জন বসে সিনেমা দেখতে পারেন।'

নিউ সিনেমায় ৪৫ বছর ধরে কাজ করছেন হরেন্দ্রনাথ সাহা। বছর ৬৩-র হরেন্দ্রনাথ পুরোনো যুগের প্রোজেক্টর থেকে শুরু করে আধুনিক সব মেশিনই সমানভাবে সামলাতে পারেন। তিনি বলেন, 'ভবানী, কমলা এবং নিউ-সবক'টি সিনেমা হলেই আমি কাজ করেছি। একসময় দুটো মেশিনে প্রোজেক্টর দিয়ে সিনেমা চালানো হত। একেকটা শিফটে চারজন করে অপারেটর লাগত। এখন সিনেমা চালানোর জন্য দুজন অপারেটরকে দিয়েই কাজ হয়ে যায়। নিউ সিনেমা হলে বর্তমানে কাজ করছেন ১৩ জন।'

ভবানী সিনেমা হলে ওপর-নীচ মিলিয়ে দুটো ক্যাফে রয়েছে। কর্মী সংখ্যা ২৫। কর্মীরা জানালেন, ক্যাফের বিক্রিও খুব খারাপ নয়। এই সিনেমা হলে একসঙ্গে বসে সিনেমা দেখতে পারেন ৩৬০ জন। দুটো হলেই দেখা গেল টিকিট কাউন্টারে অল্পবয়সিদের ভিড়। দর্শকদের মধ্যে বেশিরভাগই কলেজ পড়ুয়া। তবে, নিউ সিনেমা আর ভবানী দুটো হলেই এখন অনলাইনে টিকিট কাটার সুবিধা রয়েছে।

টিকিটের দাম সাধ্যের মধ্যে হওয়ায় সিনেমা হলগুলোতে আজকাল তাও দর্শক দেখতে পাওয়া যায় বলে জানালেন সেখানকার ম্যানেজার। হলগুলোতে ১০০ টাকা থেকে ৩০০ টাকার মধ্যেই টিকিটের দাম। জানা গেল বছরে পাঁচটার মতো খুব ভালো সিনেমা পায় হলগুলো।

সেই সময় সপরিবারে দর্শকরা সিনেমা দেখতে আসেন। সারাবছর মোটামুটি একটা ব্যবসা হয়ে যায়। ম্যানেজার বলেন, ২০০৬-'০৭ সাল পর্যন্ত ঘর থেকে টাকা দিয়ে হল চালাতে হয়েছিল। তারপর থেকে আস্তে আস্তে নিজেদের বদলাতে শুরু করি আমরা। ২০১৭ সাল নাগাদ মোটামুটি আধুনিক চেহারা নেয় হল দুটো। তারপর থেকে আমরা আবার ঘুরে দাঁড়াতে শুরু করেছি।

ভবানী সিনেমা হলের ওপরতলার এক কোনায় অতীতের সাক্ষী হিসেবে এখনও পড়ে রয়েছে পুরোনো দিনের সিনেমা দেখানোর মেশিনগুলো। বাতিলের খাতায় তারা। ঠিক যেমন, যারা সময়ের সঙ্গে নিজেকে বদলাতে পারেনি, সেই হলগুলিও বন্ধ হয়ে গিয়েছে।

আকাশের সাফল্য

কলকাতা, ১৬ জুন : 'নিট ইউজি' (ন্যাশনাল এলিজিবিলিটি কাম এন্ট্রান্স টেস্ট-আন্ডারগ্র্যাজুয়েট) ২০২৫-তে পশ্চিমবঙ্গ থেকে আকাশ ইনস্টিটিউটের পড়ুয়াদের ফলাফল তাক লাগিয়ে দেওয়ার মতো। প্রতিষ্ঠানের কলকাতা কেন্দ্রের দ্বিবার্ষিক ক্লাসরুম প্রোগ্রামের পড়ুয়া রচিত সিনহা চৌধুরী ৭২০ নম্বরের মধ্যে ৬৭০ পেয়ে সর্বভারতীয় স্তরে ১৬তম ও রাজ্যে প্রথম স্থান দখল করেছে। রাজ্যে দ্বিতীয় রূপায়ণ পাল আকাশের এক বছরের ক্লাসরুম প্রোগ্রামের শিক্ষার্থী। তাঁর প্রাপ্ত নম্বর ৭২০-এর মধ্যে ৬৬৬।

চলতি বছরে এই রাজ্যে আকাশের কেন্দ্রগুলো থেকে ১৮ জন শিক্ষার্থী সর্বভারতীয় র‍্যাংকিংয়ে ১০০০-র মধ্যে জায়গা করে নিয়েছে। ৪০০ এর বেশি পড়ুয়ার সরকারি মেডিকেল কলেজে ভর্তি হওয়ার সম্ভাবনা তৈরি হয়েছে। এমন ফলাফল নিট কোচিংয়ের ক্ষেত্রে আকাশকে সবচেয়ে বিশ্বস্ত প্রতিষ্ঠান হিসেবে তুলে ধরেছে। আকাশের ফাউন্ডার ডিরেক্টর সঞ্জয় খেমকা বললেন, 'ছাত্রছাত্রীদের নিয়ে আমরা গর্বিত। পড়ুয়া ও শিক্ষকদের কঠোর পরিশ্রম এবং বৈজ্ঞানিকভাবে পরিকল্পিত পাঠ্যক্রমের ফল এটি।'

তেল আভিভ বিধ্বস্ত

প্রথম পাতার পর

ভাইরাল ভিডিওতে হাইফায় বিরাট এলাকাজুড়ে আগুন জ্বলতে দেখা গিয়েছে। মৃত্যু হয়েছে ৩ জনের। বন্দর পরিচালনার দায়িত্বপ্রাপ্ত ভারতীয় সংস্থা আদানি পোর্টস অবশ্য বন্দরের কাজকর্ম সচল আছে বলে জানিয়েছে। ইরানে পড়তে যাওয়া ১০ হাজার ভারতীয় পড়ুয়াকে আজারবাইজান, তুর্কমেনিস্তান ও আফগানিস্তানের মধ্যে দিয়ে স্থলপথে ফিরিয়ে আনার উদ্যোগ নিয়েছে ভারত।

এই হামলা-পালটা হামলার মধ্যে বিস্ফোরক দাবি করেছেন ইজরায়েলের প্রধানমন্ত্রী বেঞ্জামিন নেতানিয়াহু। তিনি জানিয়েছেন, মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পকে খুনের ছক কষেছিল ইরান। এজন্য গুপ্ত ঘাতক নিয়োগ করা হয়েছিল। ইরান তাঁকেও খুনের ছক কষেছে বলে দাবি করেন নেতানিয়াহু। তিনি বলেন, 'ট্রাম্প অন্যান্য নেতার মতো দুর্বল শর্তে দর কষাকষির রাস্তায় হাঁটেননি। ইরান পরমাণু অস্ত্র রাখতে পারবে না বলে তিনি স্পষ্ট জানিয়েছেন। সেই কারণে তিনি ইরানের শত্রু তালিকায় সবার ওপরে।'

আমেরিকার দুই শীর্ষ আধিকারিক আবার দাবি করেন, ইরানের সর্বোচ্চ ধর্মীয় নেতা আয়াতুল্লা আলি খামেনেইকে খুন করার পরিকল্পনা করেছিল ইজরায়েল। শেষমুহূর্তে তাতে আপত্তি জানান ট্রাম্প। ফলে পিছু হটতে হয়েছে নেতানিয়াহুকে। ইরানের সরকারি সংবাদমাধ্যম জানিয়েছে, তেহরানের ভূগর্ভস্থ বাংকারে আশ্রয় নিয়েছেন খামেনেই নিজেই। সঙ্গে রয়েছেন তাঁর ছেলে তথা উত্তরাধিকারী মুজতবা। ইরানের প্রেসিডেন্ট মাসুদ পেজেশকিয়ান সোমবার পার্লামেন্টে অবশ্য বলেন, 'ইরান পরমাণু অস্ত্র তৈরিতে আগ্রহী নয়। কিন্তু সাধারণ মানুষের স্বার্থে পারমাণবিক শক্তি উৎপাদন এবং গবেষণার অধিকার আমাদের রয়েছে।' পাশাপাশি পারমাণবিক অস্ত্র সংবরণ চুক্তি থেকে সরে যাওয়ার হুঁশিয়ারিও দিয়েছে ইরানের বিদেশমন্ত্রক। ইজরায়েলি হামলার পিছনে আমেরিকার মদত রয়েছে অভিযোগ করে ট্রাম্প সরকারের সঙ্গে পরমাণু আলোচনা চালিয়ে যাওয়া 'অর্থহীন' বলে মন্তব্য করেছেন ইরানের বিদেশমন্ত্রকের মুখপাত্র ইসমাইল বাঘাই। এই সংঘর্ষে নাক গলিয়ে এখন উভয়সংকটে পাকিস্তান। ইরানের জাতীয় নিরাপত্তা কাউন্সিলের সদস্য মহসিন রেজাই সোমবার জানান, পরমাণু হামলা হলে ইজরায়েলের ওপর পালটা পরমাণু হামলার প্রতিশ্রুতি দিয়েছে পাকিস্তান। কিছুক্ষণের মধ্যে অবশ্য রেজাইয়ের দাবি অস্বীকার করে বিবৃতি দিয়েছে শাহবাজ শরিফের সরকার।

বিবেকের ফাইল খোলা হয় সময়

প্রথম পাতার পর

ফিল্ম বানানোর স্বাধীনতা নিয়ে দ্বিমত নেই। যে কেউ যা ইচ্ছে বানাতে পারেন। শুধু বলছি, টাইমিংয়ের কথা। ঠিক ভোটের আগেই এই ফাইল খোলার তাড়না কেন হয়, সেটা নিয়েই হাজারো প্রশ্ন। এই ফিল্মের শিল্পীরা অনেকেই বিজেপির পরিচিত মুখ। তাঁদের একজন মিঠুন চক্রবর্তী, সপুত্র।

আছেন তৃণমূলের সঙ্গে 'সম্পর্কচ্ছিন্ন' সৌরভ দাস। অনুপম খেরের পাশাপাশি শাশ্বত চট্টোপাধ্যায়ও।

তা আবার মুক্তি পাবে দুই ভাগে। প্রথম ভাগের নাম -- বেঙ্গল ফাইলস, রাইট টু লিভ। বাঁচার অধিকার। আসলে ফিল্মের প্রতিপাদ্য হিন্দু গণহত্যা। তার মুক্তি হবে ৫ সেপ্টেম্বর, শিক্ষক দিবসে।

এই পরিচালক দাবি করেন তিনি নরেন্দ্র মোদির সমর্থক, কিন্তু বিজেপির সদস্য নন। তাঁর এই ফিল্ম সাম্প্রদায়িক ঘৃণা ছড়াতে পারে। ফলে সেন্সর বোর্ড আটকে রাখবে বলে যাঁরা ভাবছেন, তাঁদের জানিয়ে রাখি বিবেক নিজেই ফিল্ম সেন্সর বোর্ডের সদস্য।

সেইসঙ্গে দেশের তরফে আইসিসিআরের সাংস্কৃতিক প্রতিনিধি। পেয়েছেন জাতীয় পুরস্কার। নাই বা হলেন তিনি বলিউডের কোনও সফল ফিল্ম নির্মাতা। তিনি দেশের হয়ে ইংল্যান্ডের পার্লামেন্টে ভাষণ দিতে গিয়েছিলেন, বিষয় : ভারত, বিশ্বশান্তি ও মানবতাবাদ।

কী কী ফিল্ম বিবেক বানিয়েছেন তা খোঁজখবর না নিয়ে কেউ বলতে পারবেন না। ২০০৫ সাল থেকে বলিউডে থাকলেও তাঁর খ্যাতি একেবারে হালে নানা ফাইলের সূত্রে।

এক একটা ফাইল বেরোয় আর তা দেখতে সদলবলে যান বিজেপির হোমরাচোমরারা। সার্টিফিকেট দেন খোদ প্রধানমন্ত্রী। কাশ্মীর ফাইলস দেখে গদগদ মোদি বলেছিলেন, এতদিন চেপে রাখা সত্যি বেরিয়ে আসছে। এর বদনাম করছে কায়েমি স্বার্থবাদীরা।

সংসদীয় দলের বৈঠকে মোদি বলেছিলেন, দেশভাগ, জরুরি অবস্থা নিয়েও এমন ফিল্ম তৈরি হওয়া উচিত। এই ফিল্ম দেখার জন্য সরকারি কর্মচারীদের আধবেলা ছুটি দেওয়া হয়েছিল বিজেপি শাসিত অসমে। এই ছবি করমুক্ত হয়েছিল উত্তরপ্রদেশ, হরিয়ানা, ত্রিপুরা, গোয়া, উত্তরাখণ্ড, গুজরাট, মহারাষ্ট্র, মধ্যপ্রদেশের মতো পদ্ম ফুলের রাজ্যে।

বেঙ্গল ফাইলসের টিজারও বেরিয়েছে ১২ তারিখে। তাতে বলা হয়েছে, কাশ্মীর ফাইলস যদি আপনাকে আহত করে তবে বেঙ্গল ফাইলস আপনাকে তাড়িয়ে বেড়াবে।

নেপথ্য কণ্ঠ বলছে, বাংলা ধীরে ধীরে দ্বিতীয় কাশ্মীর হয়ে উঠছে। সাম্প্রদায়িক রাজনীতি কতদিন চলবে আর? এই প্রশ্নকে সামনে নিয়ে এসেছে বেঙ্গল ফাইলস ছবির টিজার। তাতে হিংসার টুকরো দৃশ্যের সঙ্গেই দেখা যাচ্ছে জ্বলন্ত দুর্গা প্রতিমা।

এই পরিচালক বিবেকের ডাকে আরজি কর কাণ্ডের সময় এসেছিলেন কলকাতায়। সেসময় তিনি বলেছিলেন, 'ছেচল্লিশের দাঙ্গার সময় থেকে ধর্ষণকে রাজনৈতিক হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করা হচ্ছে। বাংলায় সাম্প্রদায়িক, রাজনৈতিক, নির্বাচনি হিংসা বন্ধ হওয়া উচিত। বাংলাকে আবার মহান করতে হবে। এটা সম্ভব একমাত্র যদি এখানকার রাজনৈতিক ব্যবস্থাকে পুরো বদলে দেওয়া যায়। এই সরকার সম্পূর্ণ ব্যর্থ।'

এরপরও কি ছবি রিলিজের টাইমিং নিয়ে কিছু বলতে হবে?

সাসপেন্ড

প্রথম পাতার পর

আমরা ওঁর ব্যক্তিগত জীবন নিয়ে লেখা যেসব বই বাজারে ঘুরে বেড়াচ্ছে, তা নিয়ে যদি বলি, তাহলে সম্মান থাকবে তো?' শিখার কথায়, 'আমরা তা করি না। কারণ, সেটা আমাদের রুচিতে বাধে। কিন্তু সেটা উনি আমার দুর্বলতা ভাবলে ঠিক করছেন না।' বিজেপির আইনজীবী নেতা কৌস্তুভ বাগচীর প্রসঙ্গ টেনে শিখা বরং হুঁশিয়ারি দেন, 'দরকার হলে জেলে যাব। বিধানসভা থেকে সাসপেন্ড হব, কিন্তু আর এই আক্রমণ বরদাস্ত করব না।'

মুখ্যমন্ত্রী কেন্দ্রীয় বঞ্চনার অভিযোগে ভাষণ দেওয়ার সময় ওয়েলে নেমে বিক্ষোভ দেখাতে শুরু করেন বিজেপি বিধায়ক মনোজ ওরাওঁ। পালটা সরব হন অসীমা পাত্র, সায়ন্তিকা প্রমুখ তৃণমূল বিধায়করা। বারবার সতর্ক করা সত্ত্বেও না শোনায় শেষপর্যন্ত কুমারগ্রামের বিধায়ককে মার্শাল ডেকে কক্ষ থেকে বার করে দেন অধ্যক্ষ। শিখা, মনোজ, শংকর প্রমুখ দলের বিধায়কদের এই ব্যক্তিগত আক্রমণের সমালোচনা করে আসানসোলের বিজেপি বিধায়ক অগ্নিমিত্রা পল অভিযোগ করেন, 'এটা মুখ্যমন্ত্রী তথা তৃণমূলের গ্রেট কালচার। বিরোধীদের মনোবল ভাঙতে এটা মুখ্যমন্ত্রীর কৌশল। মনোজ পুরুষ বলে তাঁর কণ্ঠরোধ করতে মার্শাল ডেকে বের করে দেওয়া হয়েছে। শিখা চট্টোপাধ্যায়, অগ্নিমিত্রা পলরা মহিলা বলে তাঁদের ব্যক্তিগত জীবন, চরিত্র, পেশা নিয়ে আক্রমণ করা হল। ভয় দেখানো হয়।'

অগ্নিমিত্রা বলেন, 'জ্যোতি বসু বা বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য এই সদনে থাকলেও কখনও বিরোধীদের এভাবে ব্যক্তিগত আক্রমণ করেছেন বলে শুনিনি।' শিখার মতে, 'মুখ্যমন্ত্রীর ব্যক্তিগত আক্রমণ কোনও বিচ্ছিন্ন ঘটনা নয়। একজন মহিলা মুখ্যমন্ত্রীর এরকম মনোভাব আমাদের মতো মহিলা সদস্যদের কাছে লজ্জার।'

ছোট্ট তারা

অনিশা মণ্ডল দিনহাটার সেন্ট মেরিজ হাইস্কুলের তৃতীয় শ্রেণির ছাত্রী। আবৃত্তি এবং ছবি আঁকায় পুরস্কার রয়েছে তার। নাচতেও ভালোবাসে সে।

রোদের ফ্যাশন সানগ্লাস

সূর্যের তাপমাত্রা প্রতিদিন উর্ধ্বমুখী। প্রতিদিন কোহলির মতো নিজেই নিজের রেকর্ড ভাঙছে। আর এই প্রখর রোদের মধ্যে যাঁরা হাঁটছেন কিংবা বাইকে করে অফিস যাচ্ছেন এই তাপ থেকে চোখ বাঁচাতে তাঁদের হাতিয়ার একজোড়া রোদচশমা। তবে এটা এখন শুধুমাত্র সূর্যের আলো ঠেকানোর মধ্যে সীমাবদ্ধ নেই। এখন এটা স্টাইল স্টেটমেন্ট হয়ে উঠেছে সব প্রজন্মের কাছেই, আলোকপাত করলেন প্রসেনজিৎ সাহা

দিনহাটা, ১৬ জুন : সময়ের সঙ্গে সঙ্গে বদলেছে রোদচশমার ব্যবহার ও ব্যাখ্যা। আর তাই প্রয়োজনের পাশাপাশি ফ্যাশনেরও গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ হয়ে উঠেছে রোদচশমা। শোনা যায় দ্বাদশ শতকে চিনের আদালতে অপরাধীদের বিচারের রায় ঘোষণার সময় বিচারকরা রঙিন চশমা ব্যবহার করতেন। বিচারকদের উদ্দেশ্য ছিল তাঁদের মনোভাব গোপন করা। আধুনিক সানগ্লাস শিল্পের সূচনা হয় বিশ শতকে। ততদিনে এর উদ্দেশ্য পালটে গিয়েছে। সূর্যের আলো থেকে চোখ রক্ষা করার জন্য এগুলি প্রথমে সমুদ্র সৈকতের দোকানে বিক্রি করা হত। এগুলি দ্রুত সমুদ্র সৈকতগামী এবং বাইরের উৎসাহীদের মধ্যে জনপ্রিয়তা অর্জন করে।

ছোটরাও পরুক

দিনহাটার মতো উত্তরবঙ্গের প্রান্তিক শহরে সমুদ্র না থাক, রোদের তেজ যথারীতি আছে। আর চিকিৎসকরা বলছেন, অতিবেগুনি রশ্মি চোখের কর্নিয়া ও রেটিনায় মারাত্মক ক্ষতি করতে পারে। এতে হতে পারে চোখ জ্বালা, ফোটোকেরাটাইটিস, এমনকি চোখের স্থায়ী ক্ষতিও। তাই দুপুরের রোদে বেরোতে হলে ইউভি প্রোটেকশনযুক্ত রোদচশমা থাকা জরুরি। বিশেষ করে শিশু ও প্রবীণদের ক্ষেত্রে এটি আরও বেশি প্রাসঙ্গিক।

ডাক্তারের মত

চক্ষুরোগ বিশেষজ্ঞ সব্যসাচী দত্তের কথায়, 'রোদচশমা যদি ইউভি প্রোটেকশনযুক্ত হয় তাহলে

চোখের কর্নিয়া ও রেটিনা সুরক্ষিত থাকে, পাশাপাশি রাস্তায় থাকা ধুলোবালি থেকেও চোখকে রক্ষা করে। সেক্ষেত্রে রোদচশমা এই সময়ে অনেকটাই বেশি কার্যকরী।'

লুকের সঙ্গে মিলিয়ে

এখন রোদচশমা মানে শুধু সুরক্ষা নয়, নিজের রুচি ও স্টাইলও প্রকাশ করে। বিভিন্ন নামকরা মডেল সহ নানা ডিজাইন ও রঙের বাহারে এখন চশমা যেন চোখের গয়না। কলেজ পড়ুয়া থেকে তরুণ চাকরিজীবী প্রত্যেকে নিজের লুকের সঙ্গে মিলিয়ে চশমা পরছেন। পোশাকের সঙ্গে ম্যাচ করে একাধিক রঙের চশমা রাখার চলও বেড়েছে।

কয়েক দশক আগে হলিউডের সুবাদে সানগ্লাস গ্ল্যামারের জগতে প্রবেশ করে। অড্রে হেপবার্ন এবং

জেমস ডিনের মতো সেলেব্রিটিদের প্রায়শই সানগ্লাস পরতে দেখা যেত।

গডফাদার ব্ল্যাক গ্রিন ক্যান্ডি স্কোয়ার সানগ্লাস, কালো ফ্রেম এবং সবুজ ক্যান্ডি-রঙের লেন্স সহ বর্গাকার নকশার সানগ্লাস তখন জনপ্রিয় ছিল।

কেনার সতর্কতা

সিনেমার তারকাদের দেখাদেখি তখন রোদচশমা পরার চল বাড়ে। আর এখন তো বিভিন্ন ব্র্যান্ড যেমন শহুরে বাজার দখলে রেখেছে, তেমনি রাস্তাঘাটে বা হাটে-মেলায় কম বাজেটের স্টাইলিশ চশমারও জমজমাট বিক্রি চলছে। দিনহাটায় এক চশমা বিক্রেতা সুজিত দত্তের কথায়, 'বিভিন্ন দামের পাশাপাশি বিভিন্ন ডিজাইনের রোদচশমা বিক্রি হচ্ছে। তবে ইউভি প্রোটেকশন চাইলে এটি দাম দিয়ে নেওয়াই ভালো।'

সুজিত মনে করেন যে কোনও স্থান থেকে রোদচশমা কেনার ক্ষেত্রে যে বিষয়গুলি দেখতে হবে, তা হল চশমাতে ইউভি ৪০০ প্রোটেকশন আছে কি না এবং রঙিন লেন্স মানেই তাতে ইউভি সুরক্ষা থাকবে তা একদম নয়। প্রয়োজনে চোখের চিকিৎসকের পরামর্শ নিয়ে রোদচশমা পরা যেতে পারে।

ঢাল বনাম আয়না

কলেজ পড়ুয়া রন্তি দেবের কথায় রোদচশমা এখন আর শুধু চোখ রক্ষার ঢাল নয়, বরং নিজেকে প্রকাশ করার আয়না। তাই এই রোদে রোদচশমা যেমন প্রয়োজন তেমনি নবীন প্রজন্মের স্টাইলের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ। শিক্ষিকা চুমকি সাহার কথায় চিকিৎসকের পরামর্শে রোদচশমা পড়ায় চোখ অনেকটা ঠান্ডা থাকে। সেইসঙ্গে রোদচশমা যেন ভালো লাগার জিনিসগুলির একটি হয়ে উঠেছে। কলেজ পড়ুয়া অন্বেষা রায়ের তো আবার ড্রেসের সঙ্গে ম্যাচিং করে রোদচশমা পরার শখ। তাঁর কথায়, রোদচশমা চোখ সুরক্ষিত রাখার পাশাপাশি স্টাইলও প্রকাশের মাধ্যম।

ইউভি প্রোটেকশন

- রাস্তাঘাটে বা হাটে-মেলায় কম বাজেটের স্টাইলিশ চশমার জমজমাট বিক্রি চলছে
- বিভিন্ন দামের পাশাপাশি এসব দোকানে বিভিন্ন ডিজাইনের রোদচশমা বিক্রি হচ্ছে
- বিক্রেতাদের মতে, ইউভি প্রোটেকশন চাইলে এটি দাম দিয়ে নেওয়াই ভালো
- রোদচশমা কেনার ক্ষেত্রে দেখতে হবে ইউভি ৪০০ প্রোটেকশন আছে কি না
- প্রয়োজনে চিকিৎসকের পরামর্শ নিয়ে রোদচশমা ব্যবহার করা যেতে পারে

জরুরি তথ্য

ব্লাড ব্যাংক

(সোমবার সন্ধ্যা ৭টা পর্যন্ত)

এমজেএন মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল

এ পজিটিভ	–	১
এ নেগেটিভ	–	২
বি পজিটিভ	–	১
বি নেগেটিভ	–	০
এবি পজিটিভ	–	১
এবি নেগেটিভ	–	০
ও পজিটিভ	–	০
ও নেগেটিভ	–	১

মাথাভাঙ্গা মহকুমা হাসপাতাল

এ পজিটিভ	–	১২
এ নেগেটিভ	–	৩
বি পজিটিভ	–	২০
বি নেগেটিভ	–	২
এবি পজিটিভ	–	৬
এবি নেগেটিভ	–	২
ও পজিটিভ	–	৩৩
ও নেগেটিভ	–	২

দিনহাটা মহকুমা হাসপাতাল

এ পজিটিভ	–	২৬
এ নেগেটিভ	–	২
বি পজিটিভ	–	৫
বি নেগেটিভ	–	০
এবি পজিটিভ	–	২২
এবি নেগেটিভ	–	১
ও পজিটিভ	–	১
ও নেগেটিভ	–	১

ছাত্র পরিষদের শোকসভা

তুফানগঞ্জ, ১৬ জুন : আমেদাবাদে বিমান দুর্ঘটায় মৃতদেরকে শ্রদ্ধা জানাতে তুফানগঞ্জ ২ নম্বর ব্লক কংগ্রেস কমিটির ও ছাত্র পরিষদের তরফে শোকসভা পালন করা হল। এদিন শহরের ব্লক কংগ্রেস ভবনের সামনে প্রদীপ জ্বালিয়ে শোকপ্রকাশ করা হয়। উপস্থিত ছিলেন সংগঠনের সভাপতি মলয়কুমার দাস, সাধারণ সম্পাদক কুট্টি পাল, জেলা কমিটির সদস্য শুভময় সরকার সহ অনেকেই।

বাংলাদেশ কাণ্ডে প্রতিবাদে পদ্ম

কোচবিহার, ১৬ জুন : বাংলাদেশে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের বাড়িতে আক্রমণের ঘটনার প্রতিবাদে কোচবিহারে আন্দোলনে নামল বিজেপি। সোমবার দলের জেলা কার্যালয় থেকে একটি প্রতিবাদ মিছিল শহর পরিক্রমা করে। পাশাপাশি রাজ্যের নানা জায়গায় হিন্দুদের ওপর আক্রমণের প্রতিবাদও জানিয়েছে তারা। মিছিলে দলের জেলা সভাপতি অভিজিৎ বর্মন, বিধায়ক মালতী রাভা সহ অন্যরা উপস্থিত ছিলেন।

গ্রাহক মিছিল

কোচবিহার, ১৬ জুন : স্মার্ট মিটার খুলে নিয়ে পুরানো মিটার প্রদান, বিদ্যুৎ উৎপাদনে শিল্পের বেসরকারিকরণ প্রতিরোধ, বিদ্যুৎ আইন সংশোধনী বিল ২০২২ প্রত্যাহারের দাবি, ন্যূনতম ন্যায্য মূল্যে বিদ্যুৎ সরবরাহ করা সহ বিভিন্ন দাবিতে কোচবিহারে আন্দোলন করল সারা বাংলা বিদ্যুৎ গ্রাহক সমিতি (এবিইসিএ)। বিভিন্ন ব্যানার ফেস্টুন হাতে নিয়ে সংগঠনের তরফে এদিন একটি মিছিল শহরের বিভিন্ন অংশ পরিক্রমা করে। আন্দোলন শেষে দাবি পূরণে বিদ্যুৎ দপ্তরে দাবিপত্র জমা দেন তারা।

নতুন ডেরায় পাখির ঢল

দেবদর্শন চন্দ

কোচবিহার, ১৬ জুন : আশ্রয়স্থল বদলেছে। কিন্তু এই শহরের প্রতি যেন তাদের 'টান' একটুও কমেনি। সে কারণেই প্রতিবারের মতো এবারেও দলে দলে এসে ডেরা বেঁধেছে পরিযায়ী শামুকখোলেরা। একসময় বিমানবন্দর সংলগ্ন এলাকার গাছগুলি ছিল তাদের আশ্রয়স্থল। কিছু বছর আগে সেই গাছগুলি বিমান চলাচলের সুবিধার্থে কেটে ফেললেও কোচবিহারের প্রতি টান একটুও হারায়নি তাদের।

এখন তাদের আশ্রয় আইটিআই মোড়ের বন দপ্তর সংলগ্ন গাছগুলি। এবার অবশ্য শাল বাগান সংলগ্ন এলাকাতেও তাদের দেখা গিয়েছে। গতবারের থেকে এবার শহরে তাদের সংখ্যাটা অনেকটাই বেশি, এমনটাই বলছেন পরিবেশপ্রেমীদের অনেকে। এদিকে এবার সময়ের আগেই বর্ষা ঢুকে পড়ায় পরিযায়ী পাখিরাও খুব তাড়াতাড়ি তাদের ডেরা বেঁধেছে। শহরে তাদের দেখা মিলতেই খুশি সকলে।

প্রতিবারই মে মাস নাগাদ দলে দলে তারা কোচবিহারে আসে। প্রজননের সময় বর্ষাকালটা এখানেই কাটায় তারা। জুনের

অনেক বেশি

- সময়ের আগে বর্ষা ঢুকে পড়ায় পরিযায়ী পাখিরাও তাড়াতাড়ি ডেরা বেঁধেছে
- এখন পাখিদের আশ্রয় আইটিআই মোড়ের বন দপ্তর সংলগ্ন গাছগুলি
- এবার অবশ্য শাল বাগান সংলগ্ন এলাকাতেও পরিযায়ীদের দেখা গিয়েছে
- গতবারের থেকে এবার শহরে শামুকখোলের সংখ্যাটা অনেকটাই বেশি

মাঝামাঝি নাগাদ তারা ডিম দেয়। এরপর প্রায় মাসখানেক ধরে চলে ডিমে তা দেওয়ার পালা। দুই মাস বয়সে এদের বাচ্চারা উড়তে শেখে। এরপর বাচ্চা খানিকটা বড় হলেই সেপ্টেম্বর এবং অক্টোবর নাগাদ আবার তাদের নিজেদের ডেরায় ফিরে যায়। তবে মরাতোর্ষা সংলগ্ন এলাকার ডেরার যেন বদল হয় না। পরিবেশপ্রেমীরা জানিয়েছেন, তোর্ষা এবং শাল বাগানের অনুকূল পরিবেশের কারণেই প্রতিবার এই গাছগুলিতে তারা বাসা বাঁধে। এবছর তাদের সংখ্যাটা প্রায় দেড় হাজারের কাছাকাছি বলে ধারণা করছেন পরিবেশপ্রেমীরা। ডিম ফুটলে এদের সংখ্যাটা আরও বাড়বে।

প্রতি বছর বর্ষার মরশুমে দক্ষিণ এশিয়া সহ উপকূলবর্তী দেশ থেকে পরিযায়ী পাখিরা কুলিক সহ বিভিন্ন জায়গায় এসে ভিড় জমায়। বিমানবন্দর লাগোয়া বড় গাছগুলি থাকলে শামুকখোলদের সংখ্যাটা আরও বাড়ত বলে আশাবাদী সকলেই। এবিষয়ে পরিবেশ আন্দোলনের অন্যতম নেতৃত্ব অরূপ গুহ বললেন, 'শামুকখোলদের সংখ্যা গতবারের থেকে কিছুটা বেড়েছে। এরা আমাদের পর্যটনের অন্যতম অঙ্গ। কোচবিহারের জীববৈচিত্র্য রক্ষায় এদের অনেক অবদান রয়েছে।'

শ্মশান সংস্কারে ১ কোটি ৩৫ লক্ষ

কোচবিহার, ১৬ জুন : খুব শিগগিরই শুরু হবে কোচবিহারের রবীন্দ্রনাথ রায় মহাশ্মশান সংস্কারের কাজ। এজন্য ইতিমধ্যেই ১ কোটি ৩৫ লক্ষ টাকার অনুমোদন চলে এসেছে বলে পুরসভা সূত্রে খবর। পিলখানা রোডে রয়েছে কোচবিহারের এই মহাশ্মশান। কাঠ এবং ইলেক্ট্রিক চুল্লিতে দাহ করার সুবিধে থাকলেও মাঝেমধ্যেই ইলেক্ট্রিক চুল্লি খারাপ থাকায় অসুবিধার মধ্যে পড়তে হয় শ্মশানে আগত যাত্রীদের। বহুদিন হল শ্মশানের নদীর ঘাটটি নিয়েও অসন্তোষ ছিল মানুষের মধ্যে।

জানা গিয়েছে, আধুনিকতার ছোঁয়া লাগতে চলেছে এই মহাশ্মশানে। পুরসভার চেয়ারম্যান রবীন্দ্রনাথ ঘোষ জানান, বহুদিন ধরেই আমাদের কথা ছিল কোচবিহার মহাশ্মশানকে সংস্কার করার। অবশেষে অনুমোদন এসে গিয়েছে। তিনি জানান, গোটা চত্বরটি সংস্কার করা হবে। বসানো হবে পেভার্স ব্লক। শুধু তাই নয়, বাম্বু পাইলিং করে ঘাটটিকে মেরামত করা হবে। এছাড়াও আরও বেশ কয়েকটি জলের কলের ব্যবস্থা করে দেওয়া হবে। শ্মশানে আগত যাত্রীদের জন্য করা হবে আচ্ছাদনের ব্যবস্থা। কাঠের চুল্লি যেখানে রয়েছে সেখানেও মাথার ওপরে আচ্ছাদনের ব্যবস্থা করা হবে। মানুষের শেষযাত্রায় যাতে কোনও সমস্যা না হয় সেই কারণেই এই উদ্যোগ বললেন চেয়ারম্যান।

কেশব রোডে জল পেরিয়ে চলাচল। সোমবার জয়দেব দাসের তোলা ছবি।

অবহেলায় মদনমোহনবাড়ির রথ রাখার ঘর

শুভ্রজিৎ বিশ্বাস

মেখলিগঞ্জ, ১৬ জুন : মেখলিগঞ্জের মদনমোহনবাড়িতে মদনমোহন মন্দির ও দুর্গামণ্ডপের মাঝে রথ রাখার জন্য একটি ছোট অস্থায়ী ঘরের ব্যবস্থা করা হয়েছিল। কিন্তু দীর্ঘদিন সংস্কারের অভাবে সেটি ব্যবহারের অনুপযুক্ত হয়ে পড়েছে। গত বছর ঝড়ে গাছের ডাল পড়ে ঘরটি একেবারেই ভেঙে যায়। তারপর থেকেই রথ কখনও দুর্গামণ্ডপের নীচে, কখনও আবার নাটমন্দির সংলগ্ন এলাকায় খোলা আকাশের নীচে ত্রিপল দিয়ে রাখা হয়। চলতি মাসের ২৭ তারিখ রথযাত্রা। তাই তার আগেই মেখলিগঞ্জে রথের ঘর ঠিক করার দাবি জোরালো হয়েছে। শহরের বাসিন্দা শিবা সাহার কথায়, 'রথে প্রতি বছর শহরের প্রায় হাজার পাঁচেক মানুষ অংশগ্রহণ করেন। তাই এর জন্য যত দ্রুত সম্ভব ব্যবস্থা নেওয়া প্রয়োজন। রথের ঘর নির্মাণ করা না গেলে রথটি অবহেলায় নষ্ট হয়ে যেতে পারে।'

কোচবিহার জেলার সীমান্তঘেঁষা শহর মেখলিগঞ্জের প্রবীণরা জানিয়েছেন, সেখানে প্রায় পাঁচ দশকের বেশি সময় ধরে এই রথযাত্রা চলে আসছে। তাঁদের কথায়, মেখলিগঞ্জে রথের সূত্রপাত স্থানীয়দের হাত ধরেই। এক্ষেত্রে শিশির মিত্র মজুমদার গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছিলেন। পুরসভার পাশাপাশি শহর সংলগ্ন গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকার অসংখ্য মানুষ জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে এই রথযাত্রায় অংশগ্রহণ করেন। স্থানীয় বাসিন্দাদের দাবি, রথটি মেখলিগঞ্জের ঐতিহ্য। এভাবে চলতে থাকলে রথটি রোদ, ঝড়-জলে নষ্ট হয়ে যাবে। তাই যত দ্রুত সম্ভব এই বিষয়ে ব্যবস্থা নেওয়া উচিত।

মেখলিগঞ্জের স্থানীয় বাসিন্দা কুণাল নন্দী বলেন, 'রথের ঘরটির সংস্কারের প্রয়োজন রয়েছে। এই রথ মেখলিগঞ্জবাসীর ঐতিহ্য। তাকে এভাবে নষ্ট হতে দেওয়া উচিত নয়। আগে, অস্থায়ী ঘরটি নির্মাণের সময় দেবত্র ট্রাস্টের অনুমতি নেওয়া হয়নি। রথের জন্য স্থায়ী ঘর নির্মাণের জন্য দেবত্র ট্রাস্টের অনুমতি নেওয়ার প্রয়োজন রয়েছে।'

এই কাজের জন্য দেবত্র ট্রাস্ট বোর্ডের অনুমতি প্রয়োজন। মেখলিগঞ্জ পুরসভার চেয়ারম্যান প্রভাত পাটনি বলেন, 'রথের ঘর স্থায়ীভাবে নির্মাণের জন্য দেবত্র ট্রাস্টের অনুমতির প্রয়োজন। তাদের অনুমতি চাওয়া হবে।' মেখলিগঞ্জের মহকুমা শাসক অতনুকুমার মণ্ডল বিষয়টি নিয়ে দেবত্র ট্রাস্টের সঙ্গে আলোচনা করার আশ্বাস দিয়েছেন।

চারটি বিভাগে পুরস্কৃত হাসপাতাল

মেখলিগঞ্জ, ১৬ জুন : কোচবিহার জেলা স্বাস্থ্য ও পরিবারকল্যাণ সমিতির তরফে চারটি বিভাগে পুরস্কৃত হয়েছে মেখলিগঞ্জ মহকুমা হাসপাতাল। হাসপাতাল সূত্রে জানা গিয়েছে, প্রতিবন্ধী শংসাপত্র তৈরিতে প্রথম পুরস্কার পেয়েছে এই হাসপাতাল। পাশাপাশি কলপোস্কোপিতে সেরা পুরস্কার পেয়েছেন হাসপাতালের স্ত্রীরোগ বিশেষজ্ঞ দিব্যেন্দু চৌধুরী। এছাড়াও চক্ষু বিভাগে ছানি অস্ত্রোপচারের জন্য তৃতীয় পুরস্কার পেয়েছেন চক্ষু চিকিৎসক শুভেন্দু হাজরা। আইএইচআইপিএল-এর ক্ষেত্রে ল্যাব টেস্টিং এবং আপলোডিংয়ে তৃতীয় পুরস্কার পেয়েছে হাসপাতাল।

সুপার ডাঃ তাপস দাস বলেন, 'হাসপাতালের অ্যাসিস্ট্যান্ট সুপার থেকে শুরু করে চিকিৎসকরা দক্ষতার সঙ্গে কাজ করছেন। নার্সিং স্টাফ থেকে স্বাস্থ্যকর্মীরাও সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিচ্ছেন। ফলে পরিষেবা উন্নত হচ্ছে।'

পুজোর আগে সিলভার জুবিলি রোড সংস্কার

দেবদর্শন চন্দ

কোচবিহার, ১৬ জুন : পুজোর আগেই সাজিয়ে তোলা হবে শহরের সিলভার জুবিলি রোডের ছাপাখানা সংলগ্ন এলাকা থেকে শুরু করে প্রায় ১৫০ মিটার রাস্তা। পুরসভার তরফে ইতিমধ্যেই ৩০ লক্ষ টাকা ব্যয়ে সেখানে নালার কাজের পাশাপাশি এলাকার সৌন্দর্যায়নের কাজও শুরু হয়েছে। তাদের এই উদ্যোগকে সাধুবাদ জানিয়েছেন শহরবাসীদের অনেকেই। চেয়ারম্যান রবীন্দ্রনাথ ঘোষ বলেন, 'আপাতত ওই এলাকার ১৩০ মিটার রাস্তা টেন্ডার করা হয়েছে। পরবর্তীতে সার্কিট হাউসের রাস্তা সহ বিভিন্ন রাস্তায় এভাবে সৌন্দর্যায়ন করা হবে। এই কাজটি হলে এলাকার জলনিকাশি ব্যবস্থা আরও মসৃণ হবে।'

বছর কয়েক আগে পাওয়ারহাউস চৌপথি সংলগ্ন এলাকার কিছুটা অংশে একইভাবে

সিলভার জুবিলি রোডের নালা সংস্কার শুরু। -জয়দেব দাস

সৌন্দর্যায়নের কাজ করেছিল পুরসভা। সেখানেও অত্যাধুনিক আলো দিয়ে রাস্তার একপাশ সাজিয়ে দেওয়া হয়েছিল। এবার ছাপাখানা পর্যন্ত এলাকায় সৌন্দর্যায়নের কাজ করায় রাস্তাটির সৌন্দর্য আরও বাড়বে বলে মনে করছেন পথচারীরাও।

কীভাবে সাজিয়ে তোলা হবে ওই এলাকা? পুরসভার তরফে জানা গিয়েছে, ওই এলাকায় আন্ডারগ্রাউন্ড জলনিকাশি ব্যবস্থার পাশাপাশি একপাশে ছোট বাগান তৈরি করা হবে। পাশাপাশি হেরিটেজ লুকে অত্যাধুনিক আলোয় সাজিয়ে তোলা হবে রাস্তাটি। এছাড়াও ওই এলাকায় কন্যাশ্রী, রূপশ্রী, লক্ষ্মীর ভাণ্ডার, বিশ্ব বাংলা সহ সরকারি প্রকল্পগুলির মডেল প্রচারের জন্য রাখা হবে।

সম্প্রতি ওই এলাকায় নিকাশিনালার কাজ এবং সৌন্দর্যায়নের কাজ শুরু করেছে পুরসভা। কাজ শুরু হওয়ায় ব্যস্ততম এই রাস্তাটিতে সবসময়ই যানজট তৈরি হচ্ছে। সেকারণে ওই এলাকার কাজ দ্রুত শেষ করার দাবি জানিয়েছেন স্থানীয় ব্যবসায়ীরাও। ওই এলাকাতেই রয়েছে পাওয়ারহাউস, রাজকীয় জলাধার, ছাপাখানা, ভবানীগঞ্জ বাজার। সেই এলাকার রাস্তাটির সৌন্দর্যায়ন হওয়ায় পর্যটকদের আকর্ষণ আরও বাড়বে বলে দাবি পুরসভার।

যা হচ্ছে

- সিলভার জুবিলি রোডে ছাপাখানা এলাকা থেকে ১৫০ মিটার রাস্তার সংস্কার কাজ শুরু হচ্ছে
- ইতিমধ্যেই ৩০ লক্ষ টাকা ব্যয়ে সেখানে নালার কাজের পাশাপাশি সৌন্দর্যায়নও শুরু হয়েছে
- ওই এলাকায় আন্ডারগ্রাউন্ড জলনিকাশি ব্যবস্থার সঙ্গে ছোট বাগান তৈরি করা হবে
- পাশাপাশি হেরিটেজ লুকে অত্যাধুনিক আলোয় সাজিয়ে তোলা হবে রাস্তাটি

মাল্টিপল স্ক্লেরোসিস
অদৃশ্য রোগ, দৃশ্যমান লড়াই

মাল্টিপল স্ক্লেরোসিস (এমএস) এমন একটি স্নায়বিক রোগ, যা চোখে দেখা যায় না, কিন্তু যার প্রভাব আক্রান্ত ব্যক্তির শরীর, মন এবং জীবনধারার প্রতিটি কোণে পড়ে। লিখেছেন নেওটিয়া গেটওয়েল মাল্টিস্পেশালিটি হসপিটালের স্নায়ুরোগ বিশেষজ্ঞ **ডাঃ তন্ময় পাল**

মাল্টিপল স্ক্লেরোসিস একটি অটোইমিউন রোগ। রোগীর নিজের শরীরের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা ভুল করে মস্তিষ্ক ও মেরুদণ্ডের স্নায়ুরক্ষাকারী মাইলিন আবরণের ক্ষতি করে। এতে স্নায়ুর সিগন্যাল পাঠানো ব্যাহত হয়, ফলে দেখা দেয় নানারকম শারীরিক ও মানসিক সমস্যা।

এই রোগ সাধারণত ২০-৪০ বছর বয়সিদের মধ্যে দেখা যায়। এই রোগে পুরুষদের তুলনায় নারীরা প্রায় দ্বিগুণ বেশি আক্রান্ত হন। একজন তরুণ, কর্মক্ষম, স্বপ্নময় মানুষ কীভাবে হঠাৎ করে এই রোগে পর্যুদস্ত হয়ে পড়েন তা দেখা সত্যিই হৃদয়বিদারক।

কীভাবে ধরা পড়ে

প্রথমদিকে উপসর্গগুলো এতটাই অস্পষ্ট থাকে যে, রোগী ও তার পরিবার অনেক সময় বুঝতেও পারে না এটা কতটা গুরুতর হতে পারে। আমার ৩২ বছর বয়সি এক রোগী একদিন আমাকে বলেন, 'ডাক্তারবাবু আমি ঠিক করে হাঁটতে পারি না। অথচ সবাই ভাবে আমি অলস।'

উপসর্গ

হাত-পা অবশ হওয়া বা ঝিনঝিনে অনুভূতি, দৃষ্টিশক্তি ঝাপসা বা দ্বিগুণ দেখা, চলাফেরায় ভারসাম্যহীনতা, অতিরিক্ত ক্লান্তি, প্রস্রাবে অসুবিধা, কথা বলতে বা গিলতে সমস্যা, মনোযোগ ও স্মৃতিশক্তির দুর্বলতা, হতাশা বা মানসিক অবসাদ।

কেন হয়

আমরা এখনও জানি না কেন একেকজন এই রোগে আক্রান্ত হন। তবে গবেষণায় দেখা গিয়েছে, জিনগত কারণ, কিছু ভাইরাল সংক্রমণ (বিশেষ করে Epstein-Barr virus), ভিটামিন ডি-এর ঘাটতি, ধূমপান এবং কিছু পরিবেশগত উপাদান এমএসের ঝুঁকি বাড়াতে পারে। তবে এই রোগ সংক্রামক নয়, এক ব্যক্তি থেকে আরেকজনের মধ্যে ছড়ায় না।

চিকিৎসা

এখনও এমএসের স্থায়ী কোনও চিকিৎসা নেই। কিন্তু আশার কথা, আধুনিক চিকিৎসা উপসর্গ নিয়ন্ত্রণ করতে এবং রোগের গতি অনেকটা ধীর করতে পারে।

প্রচলিত চিকিৎসা

- ডিজিজ-মডিফাইং থেরাপিস (ডিএমটিএস), যা রোগের অগ্রগতি কমায়
- স্টেরয়েডস, রিল্যাপস বা উপসর্গের পুনরাবৃত্তির সময় ব্যবহার করা হয়
- ফিজিওথেরাপি ও পুনর্বাসন দৈনন্দিন জীবনের গতি ধরে রাখতে সাহায্য করে
- মানসিক স্বাস্থ্য সহায়তা প্রয়োজন, কারণ মানসিক চাপ এমএসের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি দিক
- এছাড়া রোগীর পরিবারের বোঝাপড়া ও সহানুভূতি রোগীর সুস্থতার পথে অনেক বড় ভূমিকা রাখে

এমএস একটি অদৃশ্য রোগ, মানে বাহ্যিকভাবে আপনি হয়তো কিছুই বুঝবেন না, কিন্তু ভিতরে ভিতরে সেই ব্যক্তি প্রতিদিন সংগ্রাম করছেন। রোগটি একজন মানুষের সত্ত্বা, সম্পর্ক, কর্মক্ষমতা ও আত্মসম্মানের ওপর গভীর প্রভাব ফেলে। তাই সহানুভূতির সঙ্গে রোগীদের পাশে থাকুন। রোগ সম্পর্কে জানুন, অন্যদের জানান। ভুল ধারণা ও কুসংস্কার দূর করুন।

পুরুষ বন্ধ্যাত্ব ও পিতৃত্ব

দু'দিন আগে ছিল বিশ্ব বাবা দিবস। সন্তানের বাবা হওয়ার পথে যেসকল পুরুষের রয়েছে বিশেষ শারীরিক প্রতিবন্ধকতা তাঁদের নিয়েই বিশেষ প্রতিবেদন। লিখেছেন শিলিগুড়ির আইভিএফ বিশেষজ্ঞ **ডাঃ প্রসেনজিৎকুমার রায়**

অনেক পুরুষের জন্য বাবা হওয়ার যাত্রা কঠিন অভিজ্ঞতা হতে পারে, যা প্রায়শই নিঃশব্দে থেকে যায়। পুরুষ বন্ধ্যাত্ব একটি ক্রমবর্ধমান সমস্যা, যা বিশ্বব্যাপী লক্ষ লক্ষ দম্পতিকে প্রভাবিত করছে। পুরুষ বন্ধ্যাত্বের কারণগুলো বহুস্তরীয়, যার মধ্যে রয়েছে -

জীবনশৈলী বিষয়ক : পরিবেশ দূষণ, ধূমপান, অতিরিক্ত তাপ ও কিছু ওষুধ শুক্রাণুর গুণমান ও সংখ্যা কমাতে পারে।

চিকিৎসাগত অবস্থা : সংক্রমণ, প্রজনন পথে বাধা বা আঘাত, হরমোনের ভারসাম্যহীনতা কিংবা জেনেটিক সমস্যা।

বয়স : বেশি বয়সে জেনেটিক মিউটেশনের ঝুঁকি বাড়ে ও প্রজনন ক্ষমতা কমে যায়।

পরিবেশগত কারণ : এন্ডোক্রাইন-ব্যবধানকারী রাসায়নিক (ইডিসি) ও অন্যান্য দূষকের প্রভাব।

মানসিক প্রভাব

পুরুষ বন্ধ্যাত্ব একজন পুরুষ ও তাঁর সঙ্গিনীর ওপর গভীর মানসিক প্রভাব ফেলতে পারে। এই বিষয়ে সামাজিক কলঙ্কের কারণে অনেকসময় লজ্জা, অপরাধবোধ ও অক্ষমতার অনুভূতি দেখা দেয়। অনেক পুরুষ তাঁদের উদ্বেগ বন্ধু, সঙ্গী বা চিকিৎসকের সঙ্গে ভাগ করতে লজ্জা পান, ফলে মানসিক চাপ আরও বেড়ে যায়। তাই মানসিক দিকটিও গুরুত্ব সহকারে দেখা উচিত ও প্রয়োজনীয় সহায়তা দেওয়া উচিত।

মূল কারণ উদঘাটন

পুরুষ বন্ধ্যাত্ব নির্ণয়ে প্রয়োজন হয় একটি পূর্ণাঙ্গ মূল্যায়ন, যার মধ্যে থাকে -

বীর্য বিশ্লেষণ : বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার

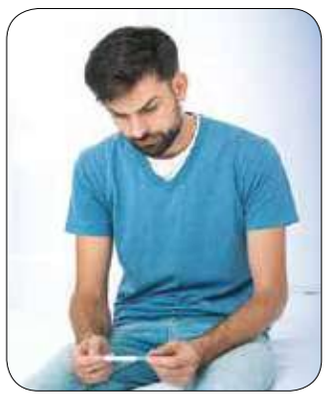

মানদণ্ড অনুযায়ী এবং একটি স্বীকৃত ল্যাব থেকে শুক্রাণুর সংখ্যা, গতি ও গঠন পর্যালোচনা করা হয়।

হরমোন পরীক্ষা : টেস্টোস্টেরন ও ফলিকল স্টিমুলেটিং হরমোন (এফএসএইচ)-এর মাত্রা পরিমাপ করে হরমোনের ভারসাম্য বিশ্লেষণ।

জেনেটিক পরীক্ষা : জেনেটিক অস্বাভাবিকতা বা মিউটেশন চিহ্নিত করে মূল কারণ জানা যায়।

ইমেজিং স্টাডিজ : আল্ট্রাসাউন্ড বা অন্যান্য চিত্রায়ণ পরীক্ষার মাধ্যমে প্রজননপথের কোনও বাধা বা ত্রুটি চিহ্নিত হয়।

চিকিৎসা ও ব্যবস্থাপনা : বহুমাত্রিক পন্থা

পুরুষ বন্ধ্যাত্ব নিরসনে বিভিন্ন চিকিৎসাপদ্ধতি উপলব্ধ। সেক্ষেত্রে একজন চিকিৎসক নিম্নলিখিত সুপারিশগুলি করতে পারেন -

জীবনধারা পরিবর্তন : ধূমপান ও অ্যালকোহল বর্জন, সুষম ওজন বজায় রাখা, মানসিক চাপ কমানো – সবই উর্বরতা বাড়াতে সাহায্য করে।

ওষুধ : কিছু ওষুধ শুক্রাণুর সংখ্যা, গতি ও হরমোনের মাত্রা উন্নত করতে সহায়ক।

সার্জারি : প্রজনন পথে বাধা বা ভেরিকোসিল ঠিক করতে অস্ত্রোপচার প্রয়োজন হতে পারে।

সহায়ক প্রজনন প্রযুক্তি : আইইউআই বা আইভিএফের মাধ্যমে গর্ভধারণ সম্ভব।

আইসিএসআই (ইন্ট্রাসাইটোপ্লাজমিক স্পার্ম ইনজেকশন) : একটি বিশেষ ধরনের আইভিএফ, যেখানে একক শুক্রাণু একটি ডিম্বাণুতে ইনজেক্ট করা হয়। এটি খুবই কার্যকর বিশেষ করে নীচের ক্ষেত্রগুলিতে -

- **গুরুতর পুরুষ বন্ধ্যাত্ব :** যখন শুক্রাণুর সংখ্যা বা গতি খুবই খারাপ থাকে।
- **অবস্ট্রাকটিভ অ্যাজুস্পার্মিয়া :** যেখানে শুক্রাণুর নালিতে বাধা থাকে বা অনুপস্থিত থাকে, তখন টেস্টিস থেকে অপারেশনের মাধ্যমে শুক্রাণু (টিইএসই) নিয়ে আইসিএসআই করা হয়।
- **নন-অবস্ট্রাকটিভ অ্যাজুস্পার্মিয়া :** যখন টেস্টিস নিজে শুক্রাণু তৈরি করতে অক্ষম, তখন অন্যান্য অত্যাধুনিক শুক্রাণু বাছাই পদ্ধতি, যেমন পিআইসিএসআই বা স্পার্ম সর্টার, আইভিএফের সাফল্য উল্লেখযোগ্যভাবে বাড়ায়, এমনকি অ্যাজুস্পার্মিয়া রোগীদের মধ্যেও, যেখানে শুক্রাণু না থাকলেও পুরুষ জীববৈজ্ঞানিক বাবা হতে পারেন।

আমরা দম্পতিদের যেভাবে সাহায্য করতে পারি

সচেতনতা বৃদ্ধির মাধ্যমে : পুরুষ বন্ধ্যাত্ব, তার কারণ ও চিকিৎসা সম্পর্কে শিক্ষা দিয়ে কলঙ্ক দূর করা ও প্রাথমিক পদক্ষেপ করতে উৎসাহিত করা।

মানসিক সহায়তা দিয়ে : সহানুভূতিশীল ও গ্রহণযোগ্য পরিবেশ তৈরি করে মানসিক চাপ কমানো যায়।

খোলামেলা যোগাযোগে উৎসাহিত করে : সঙ্গী, চিকিৎসক ও সাপোর্ট গ্রুপের মধ্যে খোলামেলা আলোচনা এই সমস্যা মোকাবিলায় সহায়ক।

এভাবেই আমরা পুরুষদের বাবা হওয়ার পথে এগিয়ে যেতে সাহায্য করতে পারি।

কখন ডাক্তারের কাছে যাবেন

- পেশিতে মারাত্মক টান ধরলে বা খিঁচুনি ধরলে
- অবিরাম অনিয়মিত হৃৎস্পন্দন হলে বা বুক ধড়ফড় করলে
- খুব ক্লান্তি বা দুর্বল লাগলে
- অন্যান্য অঙ্গও অসাড় হলে
- দৈনন্দিন জীবনে মেজাজ পরিবর্তনের প্রভাব পড়লে

ম্যাগনেশিয়ামের ঘাটতি হলে যেভাবে বুঝবেন যত তাড়াতাড়ি চিকিৎসকের কাছে যাবেন তত জটিলতা রোধ করা যাবে এবং জীবনের মান উন্নত হবে।

ম্যাগনেশিয়ামের ঘাটতি হলে যেভাবে বুঝবেন

ম্যাগনেশিয়াম এমন একটি খনিজ, যা আমাদের শরীর সুস্থ রাখতে অত্যন্ত প্রয়োজন। আমাদের পেশি ও স্নায়ুর কাজকর্ম নিয়ন্ত্রণ করে এই খনিজটি। এছাড়া হাড় মজবুত করার পাশাপাশি হার্ট ভালো রাখতে সাহায্য করে। কারও কারও শরীরে এই খনিজের বেশ ঘাটতি থাকে, যা আমরা প্রায়শই পাত্তা দিই না।

বাদাম, বীজ, সবুজ শাকসবজি এবং হোল গ্রেন ম্যাগনেশিয়ামের উৎস। এটি শরীরের ৩০০-রও বেশি রাসায়নিক বিক্রিয়ায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। পেশিগুলিকে সঠিকভাবে কাজ করতে সাহায্য করে ম্যাগনেশিয়াম। এছাড়া নার্ভ ফাংশনে সাপোর্ট করে, হাড় শক্ত করে, রক্তে শর্করার মাত্রা নিয়ন্ত্রণ করে এবং হার্ট ভালো রাখতে সাহায্য করে।

ঘাটতি কেন হয়

- সুষম খাবার না খাওয়া
- ডায়াবিটিস বা কিডনির রোগ থাকলে
- পাচনতন্ত্র দুর্বল হলে
- ডিউরেটিকস বা অ্যান্টিবায়োটিক ব্যবহার করলে
- মদ্যপান
- স্ট্রেস এবং বয়স

ঘাটতির লক্ষণ

ক্র্যাম্প : মাসল ক্র্যাম্প বা আকস্মিক টান ধরা সবথেকে সাধারণ লক্ষণ। পেশি সংকুচিত হলে শিথিল হতে সাহায্য করে ম্যাগনেশিয়াম। শরীরে যদি পর্যাপ্ত মাত্রায় এই খনিজ না থাকে তাহলে পেশিগুলো টাইট হয়ে যায় এবং সহজেই টান ধরে। দেখবেন রাতে অনেকের পায়ে টান ধরে।

দুর্বলতা : সারাদিনের দৌড়ঝাঁপের পর ক্লান্ত হওয়া স্বাভাবিক ঘটনা। কিন্তু এই ক্লান্তি বা দুর্বলতা যদি অস্বাভাবিক হয় তাহলে সচেতন হতে হবে বৈকি। শক্তি উৎপাদনে ম্যাগনেশিয়ামের ভূমিকা রয়েছে। যখন শক্তির মাত্রা কমে যায় তখন আপনার শরীর শক্তি তৈরির জন্য লড়তে থাকে, ফলে বিশ্রাম নিলেও অবিরাম ক্লান্তি থেকেই যায়।

অসাড়তা : কারও কারও হাত-পা অসাড় হয়ে যায় বা ঝিনঝিন ধরে। এমনটা হওয়ার কারণ ম্যাগনেশিয়াম নার্ভকে সঠিক সিগন্যাল পাঠাতে সাহায্য করে। কিন্তু এই খনিজের অভাব হলে নার্ভে জ্বালা বা ক্ষতি হয়, যা একপ্রকার অস্বস্তি তৈরি করে।

মেজাজ পরিবর্তন : ম্যাগনেশিয়াম মস্তিষ্কের রাসায়নিককে প্রভাবিত করে, যা আমাদের মেজাজ নিয়ন্ত্রণ করে। ম্যাগনেশিয়ামের মাত্রা কম থাকলে উদ্বেগ বাড়তে পারে, বিরক্তি আসতে পারে এমনকি ডিপ্রেশনও হতে পারে। যদিও কোনও কারণ ছাড়াই আপনার প্রায়ই মেজাজ পরিবর্তন হয় বা উদ্বিগ্ন হয়ে পড়েন তাহলে তা ম্যাগনেশিয়ামের ঘাটতির ইঙ্গিত হতে পারে।

অনিয়মিত হৃৎস্পন্দন : এই খনিজের ঘাটতি হলে বুক ধড়ফড় করতে পারে বা অনিয়মিত হৃৎস্পন্দন দেখা দেয়। এই ধরনের লক্ষণ দেখলে অবশ্যই চিকিৎসকের কাছে যান। অনেক সময় এগুলো খুব সূক্ষ্মভাবে শুরু হয় এবং বোঝাই যায় না।

খিদে কমে যাওয়া : কখনও অল্পেতেই পেট ভরে যাওয়া, কখনও বা খিদে কমে যাওয়া বা বমিবমি ভাব ম্যাগনেশিয়াম ঘাটতির লক্ষণ হতে পারে। যদিও এসব সমস্যাকে আমরা প্রায়ই হজমের গোলমাল বলে পাত্তা দিই না, কিন্তু এগুলো ম্যাগনেশিয়ামের মাত্রা কমে যাওয়ার ইঙ্গিত হতে পারে।

ঘুমে সমস্যা : ম্যাগনেশিয়াম স্নায়ুতন্ত্র ও পেশিকে শিথিল রাখতে সাহায্য করে, ফলে ভালো ঘুম হয়। যদি আপনার অনিদ্রার সমস্যা থাকে তাহলে তা ম্যাগনেশিয়াম ঘটাতির লক্ষণ হতে পারে।

ম্যাগনেশিয়ামের মাত্রা বাড়ানোর উপায়

ম্যাগনেশিয়াম সমৃদ্ধ খাবার খান। যেমন, শাকসবজি, আমন্ড, কাজু, চিনাবাদাম, কুমড়োর বীজ, চিয়া সিড, ফ্ল্যাক্স সিড, ব্রাউন রাইস, ওটস, বিনস, ডাল এবং অল্প মাত্রায় ডার্ক চকোলেট খেতে পারেন। তবে আপনার ডাক্তার বললে ম্যাগনেশিয়াম সাপ্লিমেন্টও নিতে পারেন। বিভিন্ন রকমের সাপ্লিমেন্ট রয়েছে, সেক্ষেত্রে অবশ্যই ডাক্তারের সঙ্গে পরামর্শ করে নেবেন। পাশাপাশি অতিরিক্ত মদ্যপান এড়িয়ে চলুন, স্ট্রেস কমান এবং যদি এমন কোনও ওষুধ খান যাতে ম্যাগনেশিয়ামের মাত্রা কমে যাচ্ছে তাহলে সচেতন হন, ডাক্তারের সঙ্গে কথা বলুন।

কুলদীপকে তুরুপের তাস ধরছেন ক্লার্ক

ইংল্যান্ডের বোলিং এবার দুর্বল : হেডেন

সিডনি, ১৬ জুন : ইংলিশ কন্ডিশন।

মেঘ-বৃষ্টি-রোদ্দুরের খেলা। পেস আর সুইংয়ের দাপটের মধ্যেই মূলত বাইশ গজি যুদ্ধের ভাগ্য লুকিয়ে থাকে। ২০ জুন হেডিংলেতে শুরু ভারত-ইংল্যান্ড সিরিজেও যার ব্যতিক্রম হচ্ছে না। দুই দলের পেস ব্রিগেডের পারফরমেন্স এবং ব্যাটাররা পেস-চ্যালেঞ্জ কীভাবে সামলায়, তার ওপর নির্ভর করবে সিরিজের ফলাফল।

ম্যাথু হেডেনের বিশ্বাস, চ্যালেঞ্জে ভালোভাবে উতরে যাবেন শুভমান গিল ব্রিগেড। কিংবদন্তি অস্ট্রেলীয় ওপেনারের যুক্তি, জেমস অ্যান্ডারসন, স্টুয়ার্ট ব্রড অবসর গ্রহে। চোট কাটিয়ে মার্ক উড, জোফ্রা আর্চাররা কবে ফিরবেন, তা নিয়ে অনিশ্চয়তা। ভারতের জন্য নিশ্চিতভাবে অ্যাডভান্টেজ। টিম ইন্ডিয়ার ব্যাটাররা এর সদ্ব্যবহার করতে পারলে মিশন ইংল্যান্ডে চমক দেখাবে তরুণ ভারতীয় ব্রিগেড।

ভারত-ইংল্যান্ড সিরিজ নিয়ে পর্যালোচনায় হেডেন বলেছেন, 'ইংল্যান্ডের বর্তমান বোলিং ব্রিগেডকে ভালো বলতে পারছি না আমি। একাধিক তারকা, অভিজ্ঞ বোলার অবসর নিয়েছে। চোট-আঘাতের তালিকাও দীর্ঘ। নিশ্চিতভাবে যে শূন্যতা পূরণের চ্যালেঞ্জ থাকবে ওদের জন্য।'

বেকেনহামে ইন্ট্রা স্কোয়াড ম্যাচের মাঝে কুলদীপ যাদব।

হেডেনের বিশ্বাস, ভারতীয় তরুণ ব্যাটিং লাইনআপ যে সুযোগ নিতে সক্ষম হবে। পথও বাতলে দিচ্ছেন। লিডসের প্রথম ও ম্যাঞ্চেস্টারের চতুর্থ টেস্টকেই (পেস সহায়ক উইকেট থাকে) টার্গেট করতে হবে।

সঞ্জয় মঞ্জরেকার যদিও এগিয়ে রাখছেন ইংল্যান্ডকেই। শক্তিশালী ব্যাটিং লাইনআপ যদি একটা কারণ হয়, দ্বিতীয় কারণ হোম অ্যাডভান্টেজ। বলেন, 'আমার ধারণা ইংল্যান্ড কিছুটা হলেও এগিয়ে। ওরা ঘরের মাঠে খেলার সুবিধা পাবে। ভারত সেখানে পালাবদলের পর্বের মধ্যে যাচ্ছে। সেদিক থেকে ইংল্যান্ডকে এগিয়ে রাখব।'

বিরাট কোহলি, রোহিত শর্মা, রবিচন্দ্রন অশ্বীনদের অবর্তমানে ভারতীয় টেস্ট দলের ওপর আস্থা রাখছেন মাইকেল ক্লার্ক। প্রাক্তন অজি অধিনায়কের মতে, শুভমান গিলদের মতো তরুণ একঝাঁক প্রতিভাবান ক্রিকেটার রয়েছেন ভারতীয় দলে। যাঁদের হাতে নিরাপদ ভারতীয় ক্রিকেটের ভবিষ্যৎ। আসন্ন সিরিজের এক্স ফ্যাক্টর অবশ্য ধরছেন কুলদীপ যাদবকে। গৌতম গম্ভীরদের প্রতি চায়নাম্যান বোলারকে শুরু থেকে প্রথম এগারোয় রাখার পরামর্শও দিচ্ছেন।

ক্লার্কের দাবি, ভারতের এক নম্বর টেস্ট স্পিনার এই মুহূর্তে কুলদীপ। সবার আগে কুলদীপকে রেখে, তারপর স্পিন বিভাগে বাকিদের নিয়ে ভাবা উচিত। যথার্থ অর্থেই ম্যাচ উইনার। সঠিকভাবে ব্যবহার করলে ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে 'এক্স ফ্যাক্টর' হয়ে উঠবেন কুলদীপ। ব্যবধান গড়ে দেবেন সিরিজে।

মাদুরাই প্যান্থার্সের দাবি ছিল, ১৪ জুন হওয়া ম্যাচে তোয়ালে দিয়ে বল মোছার সময় রাসায়নিক ব্যবহার করেছেন রবিচন্দ্রন অশ্বীনরা।

বল বিকৃতির অভিযোগ থেকে মুক্ত অশ্বীন

চেন্নাই, ১৬ জুন : বল বিকৃতির মারাত্মক অভিযোগ উঠেছিল প্রাক্তন তারকা অফস্পিনার রবিচন্দ্রন অশ্বীনের বিরুদ্ধে। সোমবার রাতে অশ্বীন ও তাঁর দল ডিন্ডিগুল ড্রাগনসকে স্বস্তি দিয়ে অভিযোগমুক্ত করেছে তামিলনাড়ু টি২০ লিগ কর্তৃপক্ষ।

মাদুরাই প্যান্থার্সের দাবি ছিল, তোয়ালে দিয়ে বল মোছার সময় রাসায়নিক ব্যবহার করেছেন অশ্বীনরা। ১৪ জুন হওয়া ম্যাচে বলের ওজনে বদল এনে বাড়তি সুবিধা নিতে এই অবৈধ পথ নিয়েছে অশ্বীন এবং তাঁর দল। রাসায়নিক ব্যবহারের ফলে, বল ক্রিজে ধাক্কা খাওয়ার পর ধাতব বস্তুর মতো আওয়াজ হচ্ছিল বলে অভিযোগ। মাদুরাই প্যান্থার্সের এহেন দাবি স্বভাবতই হইচই ফেলে দিয়েছিল। অভিযোগ প্রমাণিত হলে, বড়সড়ো শাস্তির মুখে পড়তেন অশ্বীন।

তামিলনাড়ু ক্রিকেট লিগ

সূত্রের দাবি, লিগ কর্তৃপক্ষের তরফে সংশ্লিষ্ট অভিযোগের প্রেক্ষিতে কোনও প্রমাণ থাকলে, তা জমা দেওয়ার কথা বলা হয়েছিল মাদুরাই প্যান্থার্সকে। সমস্ত অভিযোগ উড়িয়ে লিগের সিইও প্রসন্ন কান্নন বলেছেন, 'বল বিকৃতির কোনও প্রমাণ পাওয়া যায়নি। গোটা ম্যাচে মাঠের আম্পায়াররা এবং ম্যাচ রেফারি বলের দিকে সতর্ক নজর রেখেছিলেন। ম্যাচ চলাকালীন তাঁদের চোখে সন্দেহজনক কোনও কিছু ধরা পড়েনি। এবং অভিযোগ প্রমাণ করার মতো কোনও তথ্যও জমা পড়েনি।'

'শচীনের চেয়েও কঠিন 'গাঁট' বিরাট'

লন্ডন, ১৬ জুন : শচীন তেন্ডুলকারের বিরুদ্ধে খেলেছেন। বিরাট কোহলির সঙ্গে তাঁর দ্বৈরথ একটা সময় বাইশ গজে রং ছড়িয়েছে। ১৮৮টি ম্যাচে টেস্ট ইতিহাসে পেসারদের মধ্যে সর্বাধিক ৭০৪ উইকেট। ২১ বছরের দীর্ঘ কেরিয়ারে জেমস অ্যান্ডারসন সামলেছেন বিশ্বের তাবড় ব্যাটারদের। এক নম্বর প্রতিপক্ষ হিসেবে বিরাট কোহলিকে বেছে নিলেন। দাবি, শচীন তেন্ডুলকারের চেয়েও বিরাটকে বল করা কঠিন ছিল।

অ্যান্ডারসনের কথায়, ব্যাট হাতে বিরাটের তাগিদ, প্রতিপক্ষকে চ্যালেঞ্জ ছুড়ে দেওয়ার মানসিকতা বাকিদের থেকে ওকে আলাদা করে দেয়। ফ্যাব ফোরের বাকি তিন স্টিভেন স্মিথ, কেন উইলিয়ামসন, জো রুটের থেকেও আলাদা করে রাখে ভারতীয় রানমেশিনকে। বিরাটকে সাতবার আউট করলেও, বারবার অস্বস্তিতে ফেললেও সেরার মুকুটটা লড়াকু কোহলির জন্য তুলে রাখলেন।

টেকনিকের দিক থেকে অনেকের চেয়ে এগিয়ে রাখছেন বিরাটকে, বল করার সময় যা ভালোমতো টের পেয়েছেন, মেনে নিচ্ছেন। যে অভিজ্ঞতা থেকেই অ্যান্ডারসনের অকপট স্বীকারোক্তি, 'শচীন তেন্ডুলকারের চেয়ে বিরাট কোহলিকে বল করা বেশি কঠিন মনে হয়েছে আমার। শচীনের ক্ষেত্রে কখনও মনে হয়নি ও মাথায় চড়ে বসছে। কিন্তু বিরাটের ক্ষেত্রে ছবিটা উলটো। অত্যন্ত আগ্রাসী এবং লড়াকু মানসিকতার। সব মিলিয়ে ওকে বল করা কঠিন ছিল।'

২০১৪ সালে বিরাটের প্রথম ইংল্যান্ড সফরে রাজত্ব করেছেন অ্যান্ডারসন। পরের সফরে পালটা জবাব। অ্যান্ডারসন বলেছেন, 'শুরুর দিকে কোহলির বিরুদ্ধে সাফল্য পেয়েছি। বিশেষত, প্রথম যখন ইংল্যান্ডে আসে। অফস্টাম্পের বাইরে ওর দুর্বলতাকে কাজে লাগিয়েছিলাম। দেশে ফিরে যে দুর্বলতা কাটাতে প্রচুর খেটেছে। পরেরবার ইংল্যান্ডে যখন আসে একেবারে আলাদা ব্যাটার। শুধু আমি নয়, বাকি বোলাররাও ওকে সামলাতে হিমসিম খেয়েছে।'

আসন্ন ভারত-ইংল্যান্ড টেস্ট সিরিজের ট্রফিতে শচীনের সঙ্গে তাঁর নাম জুড়তে চলেছে। বাদ পতৌদির নাম। ইসিবি-র তরফে যে ঘোষণার পর অ্যান্ডারসন বলেছিলেন, শচীনের মতো কিংবদন্তির সঙ্গে নাম জুড়ে যাওয়া তাঁর কাছে বড় প্রাপ্তি। শ্রদ্ধার সুরে জানান, অপরদিকে শচীনের বিরুদ্ধে যখন প্রথম মুখোমুখি হন, তখন ও ভারতীয় ক্রিকেটের 'ভগবান' হিসেবে চিহ্নিত।

প্রতিপক্ষ হলেও সেই শ্রদ্ধাটা আদায় করে নিতেন শচীন। অ্যান্ডারসন বলেছেন, 'শচীনের চেয়ে বিরাটের সঙ্গে মৌখিক যুদ্ধে বেশি জড়িয়েছি আমি। শচীনের সঙ্গে যে চেষ্টা করতামও না। আমি যখন ক্রিকেটে আসি, তখন ও অন্য জগতের ক্রিকেটার। ভগবানসুলভ ভাবমূর্তি ক্রিকেটভক্তদের চোখে! মাঠে নিজেকে সেভাবেই মেলে ধরত ও।'

অ্যান্ডারসনের দাবি

শচীন তেন্ডুলকারের চেয়ে বিরাট কোহলিকে বল করা বেশি কঠিন মনে হয়েছে আমার। শচীনের ক্ষেত্রে কখনও মনে হয়নি ও মাথায় চড়ে বসছে। কিন্তু বিরাটের ক্ষেত্রে ছবিটা উলটো। অত্যন্ত আগ্রাসী এবং লড়াকু মানসিকতার। সব মিলিয়ে ওকে বল করা কঠিন ছিল।

-জেমস অ্যান্ডারসন

প্রকাশিত হল মহিলা বিশ্বকাপের সূচি

ভারত-পাকিস্তান দ্বৈরথ কলম্বোয়

দুবাই, ১৬ জুন : দামামা বেজে গেল মহিলাদের ক্রিকেট বিশ্বকাপের। সোমবার আইসিসি-র তরফে প্রকাশ করা হল ২০২৫ একদিনের বিশ্বকাপের ক্রীড়াসূচি। তেরোতম বিশ্বকাপে যৌথ আয়োজক ভারত-শ্রীলঙ্কা। ৩০ সেপ্টেম্বর বেঙ্গালুরুতে উদ্বোধনী ম্যাচে মুখোমুখি হবে দুই আয়োজক দেশ।

তবে বহুপ্রতিক্ষিত ভারত-পাকিস্তান ম্যাচ ৫ অক্টোবর হবে শ্রীলঙ্কার কলম্বোতে। শুধু তাই নয় দুই দেশের বোর্ডের মধ্যে হওয়া চুক্তি মেনেই পাকিস্তান তাদের প্রতিটি ম্যাচ খেলবে নিরপেক্ষ কেন্দ্র কলম্বোয়। চলতি বছরে পুরুষদের চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি আয়োজক পাকিস্তান হলেও ভারত নিজেদের প্রতিটি ম্যাচ খেলেছিল নিরপেক্ষ কেন্দ্র দুবাইয়ে। একই নিয়ম মেনে মহিলাদের বিশ্বকাপের সেমিফাইনাল বা ফাইনালে উঠলে পাকিস্তানও ম্যাচগুলি খেলবে কলম্বোর আর প্রেমদাসা স্টেডিয়ামে।

২০১৩ সালের পর প্রথমবার মহিলাদের বিশ্বকাপের আসর বসতে চলেছে ভারতে। শ্রীলঙ্কার কলম্বো ছাড়াও খেলা হবে ভারতের চারটি শহর- বেঙ্গালুরু, গুয়াহাটি, ইন্দোর এবং ভাইজাগে। আটটি দল নিজেদের মধ্যে রাউন্ড রবিন ফরম্যাটের পর পয়েন্ট তালিকায় শীর্ষে থাকা চারটি দল খেলবে সেমিফাইনালে।

ভারতের ম্যাচ

৩০ সেপ্টেম্বর	শ্রীলঙ্কা	বেঙ্গালুরু
৫ অক্টোবর	পাকিস্তান	কলম্বো
৯ অক্টোবর	দক্ষিণ আফ্রিকা	ভাইজাগ
১২ অক্টোবর	অস্ট্রেলিয়া	ভাইজাগ
১৯ অক্টোবর	ইংল্যান্ড	ইন্দোর
২৩ অক্টোবর	নিউজিল্যান্ড	গুয়াহাটি
২৬ অক্টোবর	বাংলাদেশ	বেঙ্গালুরু
২৯ অক্টোবর	প্রথম সেমিফাইনাল	গুয়াহাটি/কলম্বো
৩০ অক্টোবর	দ্বিতীয় সেমিফাইনাল	বেঙ্গালুরু
২ নভেম্বর	ফাইনাল	বেঙ্গালুরু/কলম্বো

২৯ অক্টোবর প্রথম সেমিফাইনাল হবে গুয়াহাটি বা কলম্বোয়। দ্বিতীয় সেমিফাইনাল ৩০ অক্টোবর বেঙ্গালুরুতে। ফাইনাল ২ নভেম্বর বেঙ্গালুরু বা কলম্বোয়।

গতবারের চ্যাম্পিয়ন অস্ট্রেলিয়া ১ অক্টোবর ইন্দোরে প্রথম ম্যাচে নামবে নিউজিল্যান্ডের বিরুদ্ধে।

২-০-তে সিরিজ জিতবে ভারত : পানেসর

লন্ডন, ১৬ জুন : অনভিজ্ঞ দল। পালাবদলের পর্বে বিরাট কোহলি, রোহিত শর্মা, রবিচন্দ্রন অশ্বীনদের শূন্যতা পূরণের চ্যালেঞ্জ। যদিও তরুণ ভারতীয় ব্রিগেডের ওপর আস্থা রাখছেন মন্টি পানেসর। ইংল্যান্ডের প্রাক্তন ভারতীয় বংশোদ্ভূত স্পিনারের দাবি, ২-০ ব্যবধানে সিরিজ জিতবে শুভমান গিলরা।

পানেসর বলেছেন, 'আমার ধারণা ভারত সুবিধা পাবে। সম্প্রতি কাউন্টিতে খেলা বেশ কয়েকজন প্লেয়ার ওদের দলে রয়েছে। ভারতই ফেভারিট সিরিজে। সম্ভবত ২-০ ব্যবধানে জিতবে।' পূর্বাভাসে টুইস্টও রেখেছেন। পানেসরের মতে, সাফল্যের চাবিকাঠি লুকিয়ে ইংল্যান্ডের পেস-সহায়ক পরিস্থিতি ভারত কীভাবে সামলায়, তার ওপর। সাফল্য পেতে প্রচুর ঘাম ঝরাতে হবে। নির্ণায়ক হতে চলেছে পিচও। জানান, ঘাস থাকলে ইংল্যান্ড ফেভারিট। পাটা উইকেট হলে ভারতের জয়ের সম্ভাবনা প্রবল।

ইউরোপে খেলা ফাহাদ কলকাতা লিগে

কলকাতা, ১৬ জুন : ফাহাদ তেমুরি। দিল্লির ছেলে। দিল্লি এফসি থেকেই পেশাদারি ফুটবল কেরিয়ার শুরু। গত মরশুমে মহমেডান স্পোর্টিং ক্লাবের স্কোয়াডে থাকলে খুব বেশি সুযোগ পাননি। চলে যান স্পেনের নীচের ডিভিশনের ক্লাব সিয়া এফসি-তে। সেখানে মরশুম শেষ হওয়ার পর নেদারল্যান্ডসের অপেশাদার লিগে খেলছিলেন। মাস তিনেকের জন্য ভারতে ফিরছেন ফাহাদ। ২১ বছরের এই ফুটবলারকে সই করিয়েছে কলকাতা ফুটবল লিগের প্রিমিয়ার ডিভিশনের ক্লাব খিদিরপুর এফসি। সিএফএল শেষে তাঁর আবারও ইউরোপেই ফিরে যাওয়ার পরিকল্পনা রয়েছে।

জয় দিয়েই শুরু ইউরোপ সেরাদের

ওয়াশিংটন, ১৬ জুন : কয়েকদিন আগেই দাপটের সঙ্গে চ্যাম্পিয়ন্স লিগ জিতেছে প্যারিস সাঁ জাঁ। সেই দাপট অব্যাহত ক্লাব বিশ্বকাপেও।

গ্রুপ 'বি'-র প্রথম ম্যাচে পিএসজি ৪-০ গোলে বিধ্বস্ত করেছে অ্যাটলেটিকো মাদ্রিদকে। ফরাসি ক্লাবটির হয়ে গোল করেন ফাবিয়ান রুইজ, ভিটিনহা, সেন্নি মায়ুলু এবং লি কাং। এই ম্যাচের শুরু থেকেই দাপট ছিল পিএসজি-র। অ্যাটলেটিকো মাদ্রিদের রক্ষণকে নিয়ে কার্যত ছেলেখেলা করেন লুইস এনরিকের ছেলেরা। তাও চোটের জন্য দলের সেরা তারকা ওসমানে ডেম্বেলে খেলেননি। কিন্তু তাতেও ম্যাচ দাপটে জিততে কোনও অসুবিধা হয়নি ফরাসি ক্লাবটির।

খুব ভালো ম্যাচ হয়েছে। প্রতিযোগিতার শুরুটা খুব ভালো হয়েছে আমাদের। তবে খেলায় আরও উন্নতি করতে হবে। এটা সম্পূর্ণ একটা আলাদা প্রতিযোগিতা।

লুইস এনরিকে, *প্যারিস সাঁ জাঁ কোচ*

ম্যাচের ১৯ মিনিটে গোলের খাতা খোলেন ফাবিয়ান রুইজ। প্রথমার্ধের সংযোজিত সময়ে ব্যবধান বাড়ান ভিটিনহা। ৬০ মিনিটে অ্যাটলেটিকোর আর্জেন্টাইন তারকা হুলিয়ান আলভারেজ একটি গোল করলেও সেটি বাতিল করা হয়। ৭৮ মিনিটে ক্লেমেন্ট লেংলেট লাল কার্ড দেখায় বাকি সময় দশজনে খেলতে হয় স্প্যানিশ ক্লাবটিকে। সেই সুযোগ কাজে লাগিয়ে ৮৭ মিনিটে সেনি মায়ুলু ও ম্যাচের সংযোজিত সময়ে লি কাং গোল করে গোলসংখ্যা আরও বাড়িয়ে নেন।

ম্যাচের পর পিএসজি কোচ এনরিকে বলেছেন, 'খুব ভালো ম্যাচ হয়েছে। প্রতিযোগিতার শুরুটা খুব ভালো হয়েছে আমাদের। তবে খেলায় আরও উন্নতি করতে হবে। এটা সম্পূর্ণ একটা আলাদা প্রতিযোগিতা।'

গোলের পর প্যারিস সাঁ জাঁ-র ভিটিনহাকে নিয়ে উল্লাস গঞ্জালো র‍্যামোস ও দেজিরে দুয়ের।

এদিকে রবিবার ভারতীয় সময় রাতে বায়ার্ন মিউনিখ ১০-০ গোলে নিউজিল্যান্ডের অকল্যান্ড সিটি এফসিকে হারিয়েছে। এটাই ক্লাব বিশ্বকাপের ইতিহাসে কোনও দলের সবচেয়ে বড় ব্যবধানে জয়। এর আগের রেকর্ডটি ছিল সৌদি আরবের দল আল হিলালের। তারা ২০২১ সালে ৬-১ ফলে হারিয়েছিল আরব আমীরশাহির আল জজিরাকে। এদিন জোড়া গোল করে বায়ার্নের জার্সিতে ২৫০ গোলের মাইলফলক স্পর্শ করেছেন জার্মান তারকা টমাস মুলার।

অন্যদিকে, গ্রুপ 'বি'-র অপর ম্যাচে ব্রাজিলের বোটাফোগো ক্লাব ২-১ গোলে হারিয়েছে মেজর সকার লিগের দল সেটেল সাউন্ডার্সকে। ব্রাজিলিয়ান ক্লাবটির হয়ে গোল করেন জিয়ার কুনহা ও ইগর জেসাস। সাউন্ডার্সের হয়ে গোল করেছেন ক্রিশ্চিয়ান রোল্ডান। পাশাপাশি গ্রুপ 'এ'-র ম্যাচে ব্রাজিলের পালমেইরাস গোলশূন্য ড্র করেছে পর্তুগালের এফসি পোর্তোর সঙ্গে।

সেপ্টেম্বরে সম্ভবত নয় ফেডারেশন কাপ

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১৬ জুন : অল ইন্ডিয়া ফুটবল ফেডারেশন সেপ্টেম্বরে সুপার কাপ বা ফেডারেশন কাপ করার পরিকল্পনা সম্ভবত বাতিল করতে চলেছে।

আগে ঠিক ছিল ১ থেকে ২০ সেপ্টেম্বর ফেডারেশন কাপ হবে। ফেডারেশনের ইচ্ছা ছিল এবার আইএসএলের আগেই হোক এই টুর্নামেন্ট। এফএসডিএলও মোটামুটিভাবে রাজি হয়ে যায় এই ব্যাপারে। যদিও পরবর্তীতে তারাও চাইছে সেপ্টেম্বরের তৃতীয় সপ্তাহ থেকেই ইন্ডিয়ান সুপার লিগ শুরু করতে। বাকি স্বত্বাধিকারীরাও আপত্তি জানিয়েছে সেপ্টেম্বরে ফেডারেশন কাপের বিষয়ে। এর মূল কারণ, এবার মোহনবাগান সুপার জায়েন্ট ও এফসি গোয়া এএফসি চ্যাম্পিয়ন্স লিগ টু ও প্লে-অফে খেলবে। তাদের ম্যাচ পড়ার কথা ওই সময়েই। আপত্তি তাদের তরফেই বেশি। এসব কারণেই আপাতত এই টুর্নামেন্টের পরিকল্পনা বাতিল করে নতুন সময়ের খোঁজে ফেডারেশন।

যা খবর তাতে জানুয়ারিতে বা অন্য সময়ে আন্তর্জাতিক উইন্ডোর জন্য বন্ধ থাকলে সেই সময়েই হতে পারে ফেডারেশন কাপ। তবে মরশুম শেষে এই টুর্নামেন্ট হোক, চাইছে না ফেডারেশন। কারণ তাতে টুর্নামেন্টের জৌলুস নষ্ট হচ্ছে। বেশিরভাগ দলই শেষ সুপার কাপে পূর্ণশক্তির দল নামায়নি মরশুম শেষে হওয়ায়।

সভাপতি দেবাশিসই, কমিটিতে নেই মন্ত্রীরা

পরিষেবা বাড়াতে ক্রীড়ামন্ত্রীর দ্বারস্থ হবেন সৃঞ্জয়

সুস্মিতা গঙ্গোপাধ্যায়

কলকাতা, ১৬ জুন : প্রথম কার্যনির্বাহী সমিতির সভার পরেই বাড়তি টিকিটের জন্য সঞ্জীব গোয়েঙ্কা এবং স্টেডিয়ামে জল ও পরিষেবা বাড়ানোর জন্য ক্রীড়া দপ্তরের সঙ্গে আলোচনা করতে চান বলে জানালেন মোহনবাগানের সদ্য নির্বাচিত সচিব সৃঞ্জয় বসু।

নতুন কমিটির এদিনই ছিল প্রথম কার্যনির্বাহী সমিতির সভা। এই সভাতেই সর্বসম্মতভাবে সভাপতি নির্বাচিত হলেন দেবাশিস দত্ত। এছাড়া বেছে নেওয়া হয় পাঁচ সহ সভাপতি, তিনজন কো-অপ্টেড সদস্য এবং চারজন আমন্ত্রিত সদস্য। সহ সভাপতি হলেন সৌমিক বসু, মানস ভট্টাচার্য, উত্তম সাহা, কুণাল ঘোষ ও দেবাশিস মিত্র। কো-অপ্ট করা হল সঞ্জয় ঘোষ, দেবাশিস রায় ও অরিজিৎ বন্দ্যোপাধ্যায়কে। আমন্ত্রিত সদস্য হলেন সম্রাট চক্রবর্তী, দীপিকা দাস, দেবাশিস চট্টোপাধ্যায় ও তন্ময় চট্টোপাধ্যায়কে। পরে সৃঞ্জয় বলেছেন, 'আমাদের আরও কো-অপ্ট করা এবং আমন্ত্রিত সদস্য নেওয়ার সুযোগ আছে। পরবর্তীতে নেওয়ার সম্ভাবনা আছে।' যা খবর, বিশেষ আমন্ত্রিত হিসাবে প্রাক্তন ফুটবলার শিশির ঘোষ ও ক্রিকেটার লক্ষ্মীরতন শুক্লাকে নেওয়ার কথা শোনা যাচ্ছে। এবারের কমিটিতে লক্ষণীয়, সেই অর্থে কুণাল ঘোষ ছাড়া আরও কোনও রাজনৈতিক ব্যক্তিত্বের না থাকা। গতবারের সহ সভাপতিদের মধ্যে অরূপ রায় ও মলয় ঘটকের মতো দুই মন্ত্রী বাদ পড়েছেন।

মোহনবাগানে এদিনও ছিল উৎসবের আবহ। শনিবার দিনটা যদি হয় সৃঞ্জয়ের তাহলে এদিনটা ছিল দেবাশিসের। কার্যনির্বাহী সমিতির সভার আগে থেকেই ঢোল-তাসা নিয়ে অনুগামীরা ক্লাবের মুখে দাঁড়িয়ে ছিলেন দেবাশিসকে স্বাগত জানাতে। তাঁর নাম ঘোষণা হওয়ার পর দেবাশিস ক্লাবে আসতেই সবুজ-মেরুন আবির এবং ফুল-মালায় তাঁকে নিয়ে উচ্ছ্বাসে ভেসে যান সদস্য-সমর্থকরা। প্রচুর সদস্য-সমর্থককে ফুল-মালা-মিষ্টি নিয়ে সভাপতি-সচিবকে অভিনন্দন জানাতে দেখা গিয়েছে। যদিও এদিনও সমর্থকদের মধ্যে আধাআধি বিভক্ত অবস্থায় দেখা গিয়েছে। যা নিয়ে প্রশ্ন করা হলে পরে দেবাশিস বলেছেন, 'এই ব্যাপারে আমাদেরই পথ দেখাতে হবে। হয়তো একদিনে সবাই মিলে যাবে না। কিন্তু আমরা এক হয়ে কাজ করব যখন, সেটা দেখলেই সবাই মিলে যাবে। কারণ সকলেই মোহনবাগান সমর্থক।' তিনি এদিন ক্লাবে আসার পথে গোষ্ঠ পালের এবং অমর একাদশের মূর্তিতে শ্রদ্ধার্ঘ্য দিয়ে আসেন। দেবাশিস বলেছেন, 'এর আগে সভাপতিদের আপনারা যেভাবে দেখেছেন, আমাকে তার থেকে বেশি কাজ করতে দেখবেন।' অর্থাৎ ক্লাবের প্রতিটি পরিকল্পনাতেই যে তাঁর ভূমিকা থাকবে, সেকথা বুঝিয়ে দেন নতুন সভাপতি। তেমনি আবার সৃঞ্জয় জানিয়ে দেন, সভাপতির ক্ষমতাবৃদ্ধি হচ্ছে না।

সচিব হয়ে এদিনই কাজ শুরু হল সৃঞ্জয়েরও। তিনি সচিব হিসাবে প্রথম কী কী করতে চান জানতে চাওয়া হলে বলেছেন, 'প্রথমেই সঞ্জীব গোয়েঙ্কা ও সুপার জায়েন্টের সঙ্গে বসতে হবে যাতে ক্লাবের সদস্য-সমর্থকদের জন্য আরও বেশি টিকিট আসে।

মোহনবাগানের নতুন সভাপতি দেবাশিস দত্তের সঙ্গে সচিব সৃঞ্জয় বসু। ছবি : ডি মণ্ডল

তাছাড়া বসতে চাই ক্রীড়া দপ্তরের সঙ্গেও। স্টেডিয়ামে জল-খাবার সহ পরিষেবা বাড়ানো দরকার। এছাড়াও আগের কমিটিই ট্রফি আনার ব্যাপারে কথা বলেছে। এই বিষয়টাও দেখতে হবে। মহিলা দল করতেই হবে। আর আমাদের নিজেদের ফ্ল্যাগশিপ প্রোগ্রাম হল মোহনবাগান দিবস। তার আর এক মাসও বাকি নেই। তাই ওটা নিয়েও আলোচনায় বসব।' ক্লাবের লিগের খেলার আগেই মাঠের কাজ শেষ হয়ে যাবে বলে জানান সৃঞ্জয়। ক্লাবের নিজস্ব সংবিধানের অনেক অস্বচ্ছতা কাটানোর দায়িত্ব দেওয়া হল বিচারপতি অসীমকুমার রায়কে।

একসঙ্গে সাত কেরিয়ার শেষ করে

নয়াদিল্লি, ১৬ জুন : সালটা ১৯৮৮। ঘরের মাঠে নিউজিল্যান্ড সিরিজে বাদ পড়ে নির্বাচক কমিটির বিরুদ্ধে তোপ দেগেছিলেন মহিন্দার অমরনাথ। 'জোকারের দল' আখ্যা দেন। ১৯৮৩ সালের বিশ্বকাপজয়ী তারকার যে বিস্ফোরক মন্তব্য তোলপাড় ফেলেছিল ভারতীয় ক্রিকেটমহলে।

জোড়া বিপর্যয়ের জেরে রাতারাতি একঝাঁক ক্রিকেটারকে বাতিলের তালিকায় ফেলা হয়। ধোনিকে নেতৃত্ব থেকে সরানোর নীল নকশাও তৈরি ছিল। শেষপর্যন্ত এন শ্রীনিবাসন তা আটকে দেন। তবে সেই সুবিধা পাননি বাকিরা। অভিযোগ, নির্বাচক কমিটির গুরুত্বপূর্ণ সদস্য হিসেবে ছাঁটাইয়ে মুখ্য ভূমিকা নিয়েছিলেন মহিন্দারই।

এবার মহিন্দারকে তোপ যোগরাজের

এবার নির্বাচকের ভূমিকায় মহিন্দারের কাজকর্ম নিয়েই মারাত্মক অভিযোগ। একসঙ্গে সাত-সাতজন ভারতীয় তারকার কেরিয়ার নষ্টের দাবি। আঙুল তুলেছেন যুবরাজ সিংয়ের বাবা যোগরাজ সিং। ২০১১ সালের ইংল্যান্ড এবং ২০১২-র অস্ট্রেলিয়া সফরে হোয়াইটওয়াশ হয় মহেন্দ্র সিং ধোনির ভারত।

এদিন এক সাক্ষাৎকারে যোগরাজ সিং দাবি করেন, 'তোমরা (নির্বাচক কমিটি) কোনও কারণ ছাড়াই সাত-সাতজন ক্রিকেটারের কেরিয়ার ধ্বংস করেছিলে। গৌতম গম্ভীর, যুবরাজ সিং, হরভজন সিং, জাহির খান, মহম্মদ কাইফ, ভিভিএস লক্ষ্মণ, রাহুল দ্রাবিড়-ওদের সবাইকে

ছেঁটে ফেলেছিলে। অকারণে নষ্ট করা হয় ২০১১ সালের বিশ্বকাপজয়ী দলটাকে। ফলও ভুগতে হয়েছে। লম্বা সময় ব্যর্থতার মধ্যে দিয়ে যেতে হয়েছে ভারতীয় দলকে।'

পুত্র যুবরাজের কেরিয়ার নষ্টের জন্য এতদিন ধোনির প্রতি বিষোদ্গার করেছেন। ধোনির জায়গায় এবার মহিন্দার! প্রসঙ্গত, ব্যর্থতার জেরে মহিন্দারদের টার্গেটে ছিলেন অধিনায়ক ধোনিও। যোগরাজের আরও দাবি, 'আমরা পাঁচটা সিরিজ হেরেছিলাম ওই সময়। অধিনায়ক ছিল ধোনি। ওকে সরানোর ভারও ছিল অমরনাথের ওপর। কিন্তু যেভাবে বিষয়টি সামলেছিল ও, তা মোটেই সঠিক ছিল না।'

অধিনায়ক পদ থেকে ধোনির নাম কাটার পরও নির্বাচকরা তা বদলাতে বাধ্য হয় তৎকালীন ভারতীয় ক্রিকেট কন্ট্রোল বোর্ড সভাপতি তথা চেন্নাই সুপার কিংস ফ্র্যাঞ্চাইজির মালিক শ্রীনিবাসনের হস্তক্ষেপে। কিছুদিন পর মহিন্দারেরও বিদায় ঘটে নির্বাচক কমিটি থেকে। শেষপর্যন্ত ২০১৪ সালের অস্ট্রেলিয়া সফরের মাঝপথে টেস্টকে অলবিদা জানান ধোনি। অধিনায়ক হন বিরাট কোহলি।

শুভেচ্ছা

জন্মদিন

☺ পুটু, অর্নেশ, ভাই : আজ তোমার ত্রয়োদশতম জন্মদিন, এই শুভ জন্মদিনে তোমায় জানাই প্রাণভরা ভালোবাসা ও অনেক আশীর্বাদ। ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করি তুমি সুস্থ থেকো, মনোযোগ দিয়ে লেখাপড়া করে জীবনে সুপ্রতিষ্ঠিত হও। আশীর্বাদান্তে - মাম্মাম, দু, মামু, মামি ও ডাকুন। কলেজপাড়া, শিলিগুড়ি।

লিডসে আজ শুভমানদের সঙ্গে যোগ দিচ্ছেন গম্ভীর

লিডস, ১৬ জুন : মা এখনও হাসপাতালে। সুস্থ নন। চলছে চিকিৎসা।

চিকিৎসকদের সঙ্গে আলোচনা করে পরিস্থিতি সামাল দিয়ে আজ রাতেই দিল্লি থেকে লন্ডন উড়ে গেলেন টিম ইন্ডিয়ার কোচ গৌতম গম্ভীর। মঙ্গলবার লিডসে ভারতীয় দলের সঙ্গে যোগ দেবেন তিনি।

বিলেতে টিম ইন্ডিয়া পা রাখার কয়েক ঘণ্টা পরই জানা গিয়েছিল কোচ গম্ভীরের মা হৃদরোগে আক্রান্ত হয়েছেন। মায়ের অসুস্থতার খবর পাওয়ার পরই লন্ডন থেকে দিল্লি ফিরেছিলেন গম্ভীর। মাঝের কয়েকদিনে মায়ের পরিচর্যার পর আজ রাতেই ফের

> বুমরাহর পাঁচটি টেস্টেই খেলার সম্ভাবনা কম। এমন অবস্থায় সিরাজকে দলের অন্যতম সিনিয়ার বোলার হিসেবে বাড়তি দায়িত্ব নিতে হবে।
>
> ভরত অরুণ

বিলেতে পাড়ি দিলেন গম্ভীর। কোচ গম্ভীরের অনুপস্থিতিতে মাঝের কয়েকদিন ভিভিএস লক্ষ্মণ বেসরকারিভাবে ছিলেন টিম ইন্ডিয়ার দায়িত্বে। আগামীকাল লিডসে গম্ভীর পৌঁছানোর খবর সামনে আসার পরই ভিভিএস ফের অনূর্ধ্ব-১৯ ভারতীয় দলের দায়িত্বে ফিরেছেন। যদিও মাঝের সময়ে মরনি মরকেল, সিতাংশু কোটাকরা থাকার পরও কেন শুভমান গিলদের জন্য ভিভিএসকে সাময়িক দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল, তা নিয়ে ভারতীয় ক্রিকেটের অন্দরে প্রবল বিতর্ক চলছে। সরকারিভাবে সেই বিতর্ক নিয়ে মুখ খুলতে চাইছেন না কেউই। বলা হচ্ছে, কোচ গম্ভীরের উপর চাপ রাখার জন্যই এমন সিদ্ধান্ত।

ইন্ট্রা স্কোয়াড ম্যাচে বি সাই সুদর্শন।

এমন বিতর্কের আবহের মধ্যেই শুক্রবার হেডিংলে ক্রিকেট মাঠে ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে পাঁচ টেস্টের সিরিজে অভিযান শুরু করছে টিম ইন্ডিয়া। শুভমানরা আজ পুরো দিনটাই ছিলেন লন্ডনে। পূর্ণ বিশ্রামে ছিল আজ ভারতীয় দল। মঙ্গলবার বেলার দিকে লন্ডন থেকে লিডস রওনা হচ্ছেন টিম ইন্ডিয়ার সদস্যরা। লিডস পৌঁছানোর পর আগামীকাল বিকেলের দিকে ভারতীয় দল মূল মাঠে অনুশীলন করতে পারে বলে খবর। তার আগে দলের সম্ভাব্য কম্বিনেশন নিয়ে যেমন চর্চা চলছে, তেমনই রোহিত শর্মার পর শুভমান টিম ইন্ডিয়ার দায়িত্ব নিয়ে অধিনায়ক হিসেবে কেমন করবেন, তা নিয়েও চলছে আলোচনা। এমন অবস্থার মধ্যে আজ টিম ইন্ডিয়ার প্রাক্তন অফস্পিনার হরভজন সিং হেডিংলে টেস্টে জোড়া স্পিনার খেলানোর দাবি তুলে দিয়েছেন। রবীন্দ্র জাদেজার সঙ্গে কুলদীপ যাদবকেও খেলানো হোক, এমনটাই চাইছেন ভাজ্জি। হরভজনের কথায়, 'জাদেজা টিম ইন্ডিয়ার প্রথম একাদশে থাকবেই। সেটাই স্বাভাবিক। আমি চাই ওর সঙ্গে দ্বিতীয় স্পিনার হিসেবে কুলদীপও খেলুক।'

গতকাল টিম ইন্ডিয়ার ইন্ট্রা স্কোয়াড ম্যাচের শেষে সাংবাদিক সম্মেলনে হাজির হয়ে কুলদীপ ইঙ্গিত দিয়েছিলেন, বিলেতে স্পিন সহায়ক পিচ পেতে পারে ভারত। শেষ পর্যন্ত সেটা হবে কি না, সময় বলবে। কিন্তু তার আগে আজ কুলদীপের মন্তব্যে সিলমোহর দিলেন হরভজন। যদিও ভারতীয় দল জোড়া স্পিনারে খেললে অবাকই হতে হবে ক্রিকেট দুনিয়াকে। কারণ, ঐতিহাসিকভাবে হেডিংলের মাঠে জোরে বোলাররা সাহায্য পেয়ে থাকেন। টিম ইন্ডিয়ার স্পিন আক্রমণের ছবিটা শেষ পর্যন্ত কেমন হবে, পরের কথা। তার আগে আজ ভারতীয় দলের প্রাক্তন বোলিং কোচ ভরত অরুণ এক সর্বভারতীয় দৈনিকে সাক্ষাৎকার দিতে গিয়ে দাবি তুলেছেন, জসপ্রীত বুমরাহর উপর থেকে চাপ কমানোর দায়িত্বটা মহম্মদ সিরাজকে নিতে হবে। ভরতের কথায়, 'ভারতীয় পেস আক্রমণে বৈচিত্র্য থাকলেও বুমরাহর উপর অনেকটাই নির্ভর দল। বুমরাহর পাঁচটি টেস্টেই খেলার সম্ভাবনা কম। এমন অবস্থায় সিরাজকে দলের অন্যতম সিনিয়ার বোলার হিসেবে বাড়তি দায়িত্ব নিতে হবে।'

'অবসর নাও'

এক ক্রিকেটারের সেই 'পরামর্শ' আজও ভোলেননি করুণ

লিডস, ১৬ জুন : হাল ছেড়ো না!

পরিস্থিতি ছিল কঠিন। ঘরোয়া ক্রিকেটে দুর্দান্ত পারফর্ম করেই জাতীয় দলে সুযোগ পেয়েছিলেন। বীরেন্দ্র শেহবাগের পর দ্বিতীয় ভারতীয় হিসেবে ত্রিশতরানের নজিরও গড়েছিলেন। কিন্তু তারপরও করুণ নায়ারকে বাদ পড়তে হয়েছিল টিম ইন্ডিয়া থেকে।

মাঝে আট বছর পার। করুণ ফের ভারতীয় দলে। শুক্রবার থেকে লিডসে শুরু হতে চলা ভারত বনাম ইংল্যান্ড সিরিজের প্রথম টেস্টে করুণের প্রথম একাদশে থাকা প্রায় নিশ্চিত। সম্ভবত তিনি পাঁচ নম্বরে ব্যাটিং করবেন। শেষ ঘরোয়া মরশুমে বিদর্ভকে রনজি ট্রফি চ্যাম্পিয়ন করার পথে আটশোর বেশি রান করেছিলেন করুণ। যা তাঁকে ফের ভারতীয় ক্রিকেটের মূল স্রোতে ফিরিয়ে এনেছে। রোহিত শর্মা, বিরাট কোহলিরা অবসর না নিলে তিনি ইংল্যান্ড সিরিজের দলে থাকতেন কিনা, তা নিয়ে বিতর্ক চলতেই পারে।

কিন্তু তিনি করুণ কখনই হাল ছাড়েননি। মাঝের আট বছর সময়ে ভারতীয় দলের এক ক্রিকেটার তাঁকে 'পরামর্শ' দিয়েছিলেন আন্তর্জাতিক ক্রিকেট থেকে অবসর নেওয়ার। সঙ্গে বলেছিলেন, ফ্র্যাঞ্চাইজি ক্রিকেট খেলার কথাও। কারণ, ফ্র্যাঞ্চাইজি ক্রিকেট করুণকে আর্থিকভাবে আরও স্বাবলম্বী করবে। কে সেই ক্রিকেটার, নাম প্রকাশ করেননি করুণ। আজ বিলেতের এক ঐতিহ্যশালী সংবাদমাধ্যমে সাক্ষাৎকার দিতে গিয়ে অতীতের সেই দিনগুলোর কথা টেনে এনেছেন করুণ। বলেছেন, 'সেই দিনগুলোর কথা এখনও মনে পড়ে আমার। ভারতীয় দলের এক ক্রিকেটার আমায় অবসরের পরামর্শ দিয়েছিলেন। বলেছিলেন, ফ্র্যাঞ্চাইজি লিগ খেলার কথা। কারণ, সেখানে অর্থ অনেক বেশি।' 'সেই' ক্রিকেটারের নাম প্রকাশ্যে আনেননি করুণ। তাঁর পরামর্শও গ্রহণ করেননি তিনি। বদলে করুণ তাঁর ক্রিকেটীয় জেদ, জাতীয় দলে ফেরার তাগিদের কথা শুনিয়েছেন। বলেছেন, 'অবসরের সিদ্ধান্তটা সহজ হতেই পারত। কিন্তু আমি সেই পথে হাঁটার কথা ভাবিনি। কারণ, ব্যক্তিগতভাবে বিশ্বাস করতাম আমার মধ্যে ক্রিকেট বাকি রয়েছে। তাই ঘরোয়া ক্রিকেটে দিনের পর দিন সেরাটা দেওয়ার চেষ্টা করে গিয়েছি।'

এমন চেষ্টার ফল আট বছর পর করুণের ভারতীয় দলে প্রত্যাবর্তন। এখন বিলেত সফরে টিম ইন্ডিয়ার অভিযানে করুণ কীভাবে নিজেকে মেলে ধরতে পারেন, সেটাই দেখার।

আরও একটি বিশ্বরেকর্ড গড়ার পর টাইমিং বোর্ডের সামনে আর্মান্ড ডুপ্লান্টিস। স্টকহোমে।

একডজন বিশ্বরেকর্ড ডুপ্লান্টিসের

স্টকহোম, ১৬ জুন : নিজেই বিশ্বরেকর্ড গড়ছেন। আবার নিজেই সেটা ভাঙছেন।

এই রেকর্ড ভাঙাগড়ার খেলাটা যেন তাঁর অভ্যাস হয়ে গিয়েছে। সেটাই আরও একবার প্রমাণ করলেন পোল ভল্টে দুইবারের অলিম্পিক সোনাজয়ী আর্মান্ড 'মন্ডো' ডুপ্লান্টিস। রবিবার স্টকহোম ডায়মন্ড লিগে ৬.২৮ মিটার লাফিয়ে নিজের গড়া বিশ্বরেকর্ড আরও একবার ভেঙেছেন এই অ্যাথলিট। এই নিয়ে ১২ বার বিশ্বরেকর্ড ভাঙলেন ডুপ্লান্টিস।

ঘরের মাঠে বিশ্বরেকর্ড গড়ে উচ্ছ্বসিত ডুপ্লান্টিস। তিনি বলেছেন, 'অসাধারণ অনুভূতি। ভাষায় ব্যাখ্যা করা যাবে না। আমি ঘরের মাঠে বিশ্বরেকর্ড গড়তে চেয়েছিলাম। এখানে উপস্থিত দর্শকরাও সেটাই চেয়েছিলেন। এটা আমার জীবনের সেরা স্মৃতি হয়ে থাকবে।'

এর আগের রেকর্ডও ছিল ডুপ্লান্টিসের। চলতি বছরের ফেব্রুয়ারিতে ৬.২৭ মিটার লাফিয়ে বিশ্বরেকর্ড গড়েছিলেন তিনি। ২০২০ সালে প্রথমবার বিশ্বরেকর্ড ভেঙেছিলেন এই সুইডিশ তারকা। সেবার ৬.১৬ মিটার লাফিয়ে ফরাসি অ্যাথলিট রেনায়ুড লাভিলিয়ানের রেকর্ড ভেঙেছিলেন। তারপর থেকে ক্রমাগত রেকর্ড ভেঙেছেন ও গড়েছেন ডুপ্লান্টিস। এরপর তাঁর লক্ষ্য ৬.৩০ মিটার লাফ দেওয়া।

ভারতের মহিলা ফুটবল দল ঘোষিত

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১৬ জুন : মহিলা এশিয়ান কাপের যোগ্যতা অর্জন পর্বের জন্য ২৪ সদস্যের দল ঘোষণা করেছেন ভারতের কোচ ক্রিসপিন ছেত্রী।

বাছাই পর্বে ভারতীয় দলকে গ্রুপ 'সি'-তে রাখা হয়েছে। গ্রুপে ভারত ছাড়াও মঙ্গোলিয়া, টিমোর লেস্ট, ইরাক ও থাইল্যান্ড রয়েছে। গ্রুপ চ্যাম্পিয়নরা সরাসরি আগামী বছরের মার্চ মাসে অনুষ্ঠেয় এশিয়ান কাপে খেলার সুযোগ পাবে। ভারতের প্রথম ম্যাচ ২৩ জুন মঙ্গোলিয়ার বিরুদ্ধে। বাছাই পর্বের সবকয়টি খেলাই হবে থাইল্যান্ডে।

চোটের কারণে ভারতীয় দল থেকে বাদ পড়েছেন সন্ধ্যা রঙ্গনাথন, করিশ্মা শিভোইকরের মতো স্ট্রাইকাররা। দলে রয়েছেন মনীষা কল্যাণ, সৌম্যা গুগুলথের মতো তারকারা। উত্তরবঙ্গের অঞ্জু তামাং দলে রয়েছেন। এছাড়াও বাংলা থেকে রিম্পা হালদার, সঙ্গীতা বাসফোর জাতীয় দলে ডাক পেয়েছেন। এই ২৪ জনের দল থেকে চূড়ান্ত ২৩ জনকে বেছে নেবেন কোচ ক্রিসপিন।

এদিকে তাজিকিস্তান ও কিরঘিজস্তানের বিরুদ্ধে দুটি প্রদর্শনী ম্যাচ খেলার জন্য ২৩ সদস্যের অনূর্ধ্ব-২৩ ভারতীয় দল ঘোষণা করছেন ভারতের কোচ নৌশাদ মুসা। চূড়ান্ত দল থেকে বাদ পড়েছেন ইস্টবেঙ্গলের সুমন দে। তবে দলে রয়েছেন মোহনবাগানের তিন সদস্য সুহেল বাট, দীপেন্দু বিশ্বাস ও প্রিয়াংশ দুবে। সোমবার দুপুরেই ভারতীয় দল তাজিকিস্তানের উদ্দেশে যাত্রা করেছে।

ভারতের মহিলা দল

গোলরক্ষক : পান্থোই চানু, মোনালিসা দেবী, পায়েল বাসুদে।

ডিফেন্ডার : সিক্কি দেবী, কিরণ পিসদা, মার্টিনা থকচোম, সুইটি দেবী, নির্মলা দেবী, পূর্ণিমা কুমারী, সঞ্জু, রঞ্জনা চানু।

মিডফিল্ডার : অঞ্জু তামাং, গ্রেস ডাংমেই, কার্তিকা আঙ্গামুথু, রতনবালা দেবী, প্রিয়দর্শিনী সেল্লাদুরাই, সঙ্গীতা বাসফোর।

স্ট্রাইকার : লিন্ডা কম, মালবিকা, মণীষা কল্যাণ, মণীষা নায়েক, পিয়ারি জাকা, রিম্পা হালদার, সৌম্যা গুগুলথ।

সভাপতি দেবাশিসই, কমিটিতে নেই মন্ত্রীরা
-খবর এগারোর পাতায়

আসন্ন কলকাতা লিগ। তার আগে দলগুলোর প্রস্তুতি কেমন? বিস্তারিত পড়ুন 'উত্তরবঙ্গ সংবাদ'-এর খেলার পাতায়

'প্রিমিয়ার' চ্যালেঞ্জ ইউনাইটেডের

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১৬ জুন : কলকাতা ফুটবল লিগের প্রিমিয়ারেও আবির্ভাবেই তাক লাগিয়ে দেওয়ার অপেক্ষায় ইউনাইটেড কলকাতা এসসি।

প্রথম বছরেই প্রথম ডিভিশনে চ্যাম্পিয়ন হয়ে প্রিমিয়ারে উঠে এসেছে ইউনাইটেড কলকাতা। এবার কোচ ইয়ান ল-এর তত্ত্বাবধানে প্রিমিয়ারের প্রস্তুতি চলছে জোরকদমে। অভিজ্ঞতা ও তারুণ্যের মিশ্রণে দল গড়েছে তারা। রয়েছেন অভিজ্ঞ ডিফেন্ডার নারায়ণ দাস থেকে নংদোম্বা নাওরেম, তুহিন শিকদার, গোলরক্ষক অভিলাষ পাল সহ ময়দানের বেশকিছু পরিচিত মুখ। এই দল নিয়েই প্রিমিয়ারে ভালো ফলের ব্যাপারে আশাবাদী কোচ ইয়ান। বলেছেন, 'লড়াই করার মতোই দল তৈরি করেছি। আমাদের প্রাথমিক লক্ষ্য সুপার সিক্স।' দলের ডিরেক্টর হিসাবে আগে থেকেই রয়েছেন অভিজ্ঞ রেফারি প্রাঞ্জল বন্দ্যোপাধ্যায়। কলকাতা লিগে মহমেডান স্পোর্টিং ক্লাব, ডায়মন্ড হারবার এফসি, ভবানীপুরের সঙ্গে গ্রুপ 'বি'-তে রয়েছে ইউনাইটেড কলকাতা। কাজেই চ্যালেঞ্জটা যে কঠিন তা এক কথায় স্বীকার করে নিচ্ছেন ইয়ান, প্রাঞ্জলরা।

'বি' গ্রুপের আরেক দল সাদার্ন সমিতি। প্রথা ভেঙে এবার তারা দলের দায়িত্ব দিয়েছে ভারতীয় মহিলা ফুটবলের পরিচিত মুখ সুজাতা করকে। কলকাতা প্রিমিয়ার লিগের দীর্ঘ ইতিহাসে এমন ঘটনা বেনজির। একঝাঁক অনামী মুখ নিয়ে ইতিমধ্যেই লড়াইয়ের প্রস্তুতি শুরু করে দিয়েছেন সুজাতা। অতীতে সাদার্নের পুরুষ দলের সহকারী কোচ হিসাবে কাজ করার অভিজ্ঞতা রয়েছে। আপৎকালীন পরিস্থিতিতে লিগের একটি ম্যাচে কোচের দায়িত্বও পালন করেছিলেন। সেই অভিজ্ঞতা কাজে লাগিয়েই বড় দলগুলিকে রুখে দেওয়ার অঙ্ক কষছেন সুজাতা।

অন্যদিকে, কোচ পতম থাপার তত্ত্বাবধানে প্রিমিয়ার ডিভিশনের জন্য প্রস্তুত হচ্ছে উয়াড়ি অ্যাথলেটিক ক্লাব। জঙ্গলমহলের একঝাঁক ফুটবলারকে নিয়ে দল গড়েছে ময়দানের শতাব্দীপ্রাচীন ক্লাবটি। চ্যাম্পিয়নশিপ তাদের ভাবনাতেই নেই। বরং প্রিমিয়ারে অস্তিত্ব রক্ষাই এখন চ্যালেঞ্জ অর্থাভাবে ভুগতে থাকা উয়াড়ির কাছে।

কলকাতা লিগের প্রস্তুতিতে নেমে পড়ল মোহনবাগান। ছবি : ডি মণ্ডল

লিগের প্রস্তুতি শুরু বাগানের

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১৬ জুন : সোমবার থেকে কলকাতা লিগের জন্য অনুশীলন শুরু করল মোহনবাগান। প্রথম দিনে প্রায় ৪৫ জন ফুটবলার উপস্থিত ছিলেন। এর মধ্যে বেশ কিছু ফুটবলার ট্রায়ালে রয়েছেন। তাঁদের অন্যতম বাগান অধিনায়ক শুভাশিস বসুর ভাই সৌরাশিস। এই মরশুমে কলকাতা লিগে খেলতে দেখা যাবে সিনিয়ার দলের সুহেল আহমেদ বাটকে।

এবার ৭ জন নতুন ফুটবলারকে দলে নিয়েছে মোহনবাগান। তার মধ্যে ভারতের অনূর্ধ্ব-২০ দলের হয়ে খেলা রোহিত সিং ও রোশন সিং থাংজাম রয়েছেন। পুরোনোদের মধ্যে সুহেল ছাড়াও সালাউদ্দিন আদনান, লিওয়ান ক্যাস্থানারা আছেন। দলে শিলিগুড়ির পাসাং দোরজি তামাং ও তুষার বিশ্বকর্মাকেও রাখা হয়েছে। অনূর্ধ্ব-১৭ দলের হয়ে নজরকাড়া স্ট্রাইকার প্রেম হ্যান্সডাক ও গোলকিপার জলপাইগুড়ির নন্দন রায়কে দলে রাখা হয়েছে।

তবে দল গঠন প্রক্রিয়া এখনও সম্পূর্ণ হয়নি। আরও কয়েকজন ফুটবলারকে ট্রায়াল থেকে দলে নেবে সবুজ-মেরুন শিবির। এদিন ট্রায়ালে ছিলেন বাগান অধিনায়ক শুভাশিস বসুর ভাই সৌরাশিস। দাদার মতো তিনিও ডিফেন্সে খেলেন।

অনুশীলনের পর কোচ ডেগি কার্ডোজো বলেছেন, 'আমরা তরুণ দল নিয়ে কলকাতা লিগে চ্যাম্পিয়ন হওয়ার লক্ষ্যে খেলব। তবে মূল লক্ষ্য এই যুব দল থেকে সিনিয়ার দলে খেলোয়াড় সাপ্লাই করা। পাশাপাশি ডেভেলপমেন্ট লিগের জন্য দলটাকে তৈরি করা।' পরে সিনিয়ার দলের খেলোয়াড় সুহেলকে নিয়ে তিনি বলেন, 'সুহেল সবসময় খেলতে চায়। ভারতীয় দলে খেলেছে বলে কলকাতা লিগে খেলবে না, এমন কোনও মনোভাব ওর নেই। সুহেল অবশ্যই দলে থাকবে।'

এদিকে গতবার কলকাতা লিগে খেলা টাইসন সিং, সেরতো কমদের ছেড়ে দিয়েছে মোহনবাগান।

জোড়া পদক আসিফ-আরিয়েষের

কোচবিহার, ১৬ জুন : জেলা ক্রীড়া সংস্থার আন্তঃ কোচিং ক্যাম্প ব্যাডমিন্টনে রবিবার নেতাজি সুভাষ ইন্ডোর স্টেডিয়ামে অনূর্ধ্ব-১১ ছেলেদের বিভাগে চ্যাম্পিয়ন হল অরিগ্ন গুহ। রানার্স আসিফ নাজির। অনূর্ধ্ব-১৩ ছেলেদের বিভাগে চ্যাম্পিয়ন আরিয়েষ বসু। রানার্স আসিফ। অনূর্ধ্ব-১৫ ছেলেদের বিভাগে চ্যাম্পিয়ন হয়েছে আশার্দ নাজির। রানার্স আরিয়েষ। পুরস্কার তুলে দেন পুরসভার চেয়ারম্যান তথা জেলা ক্রীড়া সংস্থার সহ সভাপতি রবীন্দ্রনাথ ঘোষ, সংস্থার সচিব সুব্রত দত্ত প্রমুখ।

ট্রফি হাতে অনূর্ধ্ব-১১ বিভাগে চ্যাম্পিয়ন অরিগ্ন গুহ। -শিবশংকর সূত্রধর

প্রথম জ্যোতিষ্ক

আলিপুরদুয়ার, ১৬ জুন : জেলা দাবা সংস্থার আলিপুরদুয়ার জেলা দাবা চ্যাম্পিয়নশিপে ওপেন বিভাগে প্রথম হয়েছেন জ্যোতিষ্ক সেনগুপ্ত। ছেলেদের অন্যান্য বিভাগে প্রথম নিভ আগরওয়াল (অনূর্ধ্ব-১৫), মায়ুরাভো সরকার (অনূর্ধ্ব-১৩), সৌরিন সরকার (অনূর্ধ্ব-১১) ও দেবার্ঘ্য দাস (অনূর্ধ্ব-৯)। অনূর্ধ্ব-৯ মেয়েদের বিভাগে চ্যাম্পিয়ন শুভাঙ্গি সামন্ত।

উত্তরের খেলা

জোড়া গোল তন্ময়ের

কোচবিহার, ১৬ জুন : জেলা ক্রীড়া সংস্থার মরু ঘোষ ও হরেন্দ্রচন্দ্র রক্ষিত ট্রফি ফুটবল লিগে সোমবার প্রভাত ক্লাব ৩-১ গোলে পাটাকুড়া রানিবাগান ক্লাবকে হারিয়েছে। কোচবিহার স্টেডিয়ামে তন্ময়

ম্যাচের সেরা বিক্রম সরকার। ছবি : শিবশংকর সূত্রধর

বর্মন জোড়া গোল করেন। অন্যটি রোহিত দলাইয়ের। রানিবাগানের গোলস্কোরার অনিকেত রায়। ম্যাচের সেরা প্রভাতের বিক্রম সরকার। সে নীলমণি হাজরা ও প্রতিমা হাজরা ট্রফি পেয়েছে। মঙ্গলবার খেলবে গারোপাড়া ক্লাব ও প্রভাতি ক্লাব।

বড় জয় ইয়ুথের

মেখলিগঞ্জ, ১৬ জুন : কুচলিবাড়ি ফুটবল ক্লাবের কনক রায় ট্রফি ফুটবলে সোমবার ডাঙ্গারহাট এনএন ইয়ুথ একাদশ ৪-০ গোলে দাদাভাই সংঘকে হারিয়েছে। জোড়া গোল করেন দক্ষ রায়। বাকি গোল দুইটি চঞ্চল রায় পাটোয়ারি ও চন্দন রায়ের। মঙ্গলবার খেলবে মৃগিপুর প্রান্তিক যুব সংঘ ও হেলাপাকড়ি ফুটবল ক্লাব।

প্রেমের দাপট

জলপাইগুড়ি, ১৬ জুন : জেলা ক্রীড়া সংস্থার প্রথম ডিভিশন ফুটবল লিগে সোমবার জেসিসিএ ২-০ গোলে হারিয়েছে জেএফএ-কে। জোড়া গোল করেন ম্যাচের সেরা প্রেম শা।

ডিয়ার সাপ্তাহিক লটারির ১ কোটির বিজয়িনী হলেন আলিপুরদুয়ার-এর এক বাসিন্দা

বিজ্ঞাপন

পশ্চিমবঙ্গ, আলিপুরদুয়ার - এর একজন বাসিন্দা উষা লামা - কে 24.03.2025 তারিখের ড্র তে ডিয়ার সাপ্তাহিক লটারির 79G 57882 নম্বরের টিকিট এনে দেয় এক কোটি টাকার প্রথম পুরস্কার। তিনি কলকাতায় অবস্থিত নাগাল্যান্ড রাজ্য লটারির নোডাল অফিসারের কাছে পুরস্কার দাবির ফর্ম সহ তার বিজয়ী টিকিটটি জমা দিয়েছেন। বিজয়িনী বললেন "আমার জীবন একটি অসাধারণ মোড় নিয়েছে, এর জন্য আমি ডিয়ার লটারি এবং নাগাল্যান্ড রাজ্য লটারিকে অসংখ্য ধন্যবাদ জানাই। আমার চারিপাশে বেশ কয়েকজনকে জয়ী হতে দেখার পর আমিও কয়েকটি ডিয়ার লটারির টিকিট কিনে আমার ভাগ্য পরীক্ষা করার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলাম এবং অবিশ্বাস্যভাবে আমি এক কোটি টাকার প্রথম পুরস্কারটি জিতে গেছি।"

* বিজয়ীর তথ্য সরকারি ওয়েবসাইট থেকে সংগৃহীত।

অ্যাথলেটিক্সে ১০ সোনা জলপাইগুড়ির

জলপাইগুড়ি, ১৬ জুন : যুবভারতী ক্রীড়াঙ্গনে রাজ্য অ্যাথলেটিক্স চ্যাম্পিয়নশিপে ১০টি সোনা সহ ২২টি পদক জিতল জলপাইগুড়ি জেলার অ্যাথলিটরা। জেলা ক্রীড়া সংস্থার তরফে উজ্জ্বল দাসচৌধুরী জানিয়েছেন, অনূর্ধ্ব-১৬ ছেলেদের লং জাম্পে রুপো পেয়েছে শচীন রায়। শট পাট ও জ্যাভলিন থ্রোয়ে সোনা বিকি বর্মনের। অভিজিৎ বর্মন পেন্টাথলনে সোনা ও শট পাটে ব্রোঞ্জ জিতেছে। হাই জাম্পে ব্রোঞ্জ নয়নদীপ রায়ের। অনূর্ধ্ব-১৮ ছেলেদের হাই জাম্পে রুপো অলীক রায়ের। জ্যাভলিন থ্রোয়ে সোনা পেয়েছে অনির্বাণ অধিকারী। ডিসকাসে সোনা ও শট পাটে ব্রোঞ্জ পেয়েছে স্বপ্নিল দত্ত। অনূর্ধ্ব-১৪ মেয়েদের ট্রায়াথলনে মৌসুমি পারভীন সোনা এবং পারুল বেগম ব্রোঞ্জ জিতেছে। সোহানা আখতার অনূর্ধ্ব-১৬ মেয়েদের ৬০ মিটার দৌড়ে সোনা পেয়েছে। প্রিয়া বিশ্বাস লং জাম্পে সোনা জিতেছে। পেন্টাথলনে এসেছে ব্রোঞ্জ। নন্দিনী দেব সিংহ জ্যাভলিন থ্রোয়ে সোনা ও শট পাটে ব্রোঞ্জ পেয়েছে।

জোড়া সোনা জয়ের পর বিকি বর্মন (বাঁয়ে)। সোনার পদক গলায় ডলি বর্মন।

অনূর্ধ্ব-১৮ মেয়েদের লং জাম্পে রুপো আফিয়া খাতুনের। জ্যাভলিন থ্রোয়ে রুপো জিতেছে তনুশ্রী মহালদার। ব্রোঞ্জ তাপসী দেব সিংহের। ডিসকাস থ্রোয়ে সোনা জিতেছে ডলি বর্মন। অনূর্ধ্ব-১৬ মেয়েদের রিলে রেসে ব্রোঞ্জ জিতেছে জলপাইগুড়ি জেলা।

জয়ী উছলপুকুরি

জামালদহ, ১৬ জুন : জামালদহ স্পোর্টস অ্যাসোসিয়েশনের প্রদীপকুমার ঘোষ, তপনকুমার মিত্র ও নগেন্দ্রনাথ সরকার ট্রফি ফুটবলে সোমবার উছলপুকুরি জনকল্যাণ সত্যেন্দ্রনাথ ক্লাব ও পাঠাগার ৫-২ গোলে সাকাতির হাট জাগ্রত সংঘকে হারিয়েছে। উছলপুকুরির জোড়া গোল করেন সাগর বর্মন ও ম্যাচের সেরা মৃণাল অধিকারী। তাদের অন্য গোলটি প্রতীক বর্মনের। সাকাতির হাটের গোলস্কোরার সত্যেন বর্মন ও সুব্রত বর্মন। বুধবার মুখোমুখি হবে শিকারপুর ও মাঝিরবারী ফুটবল দল।

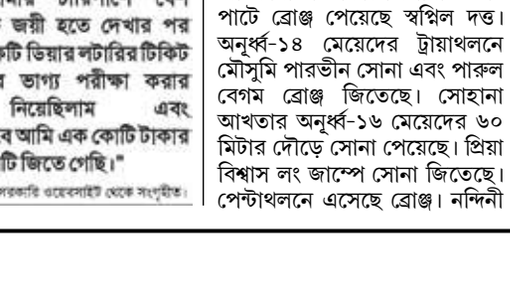

ম্যাচের সেরার ট্রফি হাতে মৃণাল অধিকারী। ছবি : প্রতাপ ঝা